Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীতুলসী মহিমামৃত

II/২০

LIBRARY
No. ৯৬৫৫
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

শ্রীরামাশ্রম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীতুলসী মহিমামৃত

প্রথম সংস্করণ।

রাধাষ্টমী, ১৩৫৮

LIBRARY
No. 11/20
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ।

শ্রীরামাশ্রম, ডুমুরদহ।

হুগলী।

[সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত]

মূল্য—১॥০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :—

শ্রীশ্যামাশঙ্কর বিদ্যাভূষণ
ও
শ্রীবিমলকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়।

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীরামাশ্রম
ডুমুরদহ, হুগলী।

দেবযান কার্য্যালয়
মগরা, হুগলী।

মহেশ লাইব্রেরী
২।১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

সত্য প্রেস—চন্দননগর
কুমারী নির্ম্মলা ঘোষ কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

॥/ ৮০

প্রকাশকের নিবেদন

শারদীয়া পূজার পূর্ব্বাহ্নে আমাদের এই উপহার শ্রীশ্রীতুলসী মণিামৃত প্রকাশিত হইল এবং তাহা শ্রীশ্রীঠাকুরের একটী মনোরম দিক প্রকাশ করিল। এই গ্রন্থ মুদ্রণের অর্দ্ধেক ব্যয়ভার স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বহন করিয়াছেন ডুমুরদহ নিবাসী গুরুগতপ্রাণ শ্রীযুক্ত রাস্ত মোদক। সোমড়া নিবাসী শ্রীযুক্ত সত্যচরণ সরকার বহু দিক দিয়া এই মুদ্রণ ব্যাপারে সহায়তা করিয়াছেন। তিনি ঠাকুরের একজন অন্তরঙ্গ শিষ্য।

ইহারা সত্যই আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন।

বিনীত—
প্রকাশক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No.........
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

উপক্রমণিকা

যাঁহারা পাশ্চাত্য শিক্ষার চশমা দিয়া হিন্দু-ধর্ম্মের দিকে চাহিয়া দেখেন তাঁহারা হিন্দুর গোপূজা এবং তুলসী পূজাকে পশু ও বৃক্ষকে পূজা করিবার পুরাতন যুগের কুসংস্কার বলিয়া মনে করেন। যাঁহারা হিন্দু-ধর্ম্মের পূজা পদ্ধতির তত্ত্ব অবগত আছেন তাঁহারা এরূপ মনে করেন না। তাঁহারা জানেন যে বিশ্বের সকল দ্রব্যই ব্রহ্ম হইতে উৎপন্ন, ব্রহ্মে অবস্থিত এবং ব্রহ্মেই বিলীয়মান, "সর্বং খল্বিদং ব্রহ্ম তজ্জলান্" ব্রহ্ম ভিন্ন কিছুই নাই, প্রত্যেক বস্তুই ব্রহ্ম; বৃক্ষের যেমন মূল, কাণ্ড, শাখা, পল্লব, পুষ্প ও ফলের মধ্য দিয়া তাহার জীবন-রস প্রবাহিত হইতেছে, সেইরূপ পশু পক্ষী তরুলতা মনুষ্য দেবতা সকলের মধ্যেই পূর্ণ ব্রহ্ম বিরাজমান; কিন্তু প্রকাশের মধ্যে প্রভেদ আছে, কোথাও প্রকাশ বেশী, কোথাও প্রকাশ কম; যেমন আম্র বৃক্ষের ফলের মধ্যে রসের উৎকৃষ্ট প্রকাশ মূলের মধ্যে উৎকৃষ্ট প্রকাশ নাই, সেইরূপ বিশ্বের কোনও কোনও বস্তুর মধ্যে ব্রহ্মের উৎকৃষ্ট প্রকাশ, অন্য বস্তুর মধ্যে সেরূপ উৎকৃষ্ট প্রকাশ নহে; হইতে পারে কোনও পশু বা বৃক্ষের মধ্যে তাঁহার যেরূপ উৎকৃষ্ট প্রকাশ সাধারণ মনুষ্যের মধ্যেও সেরূপ উৎকৃষ্ট প্রকাশ দেখা যায় না। ঈশ্বরের যে শক্তি মাতার স্তন্যরূপে প্রবাহিত হইয়া সন্তানের জীবন রক্ষা করে, সেই শক্তিই গাভীর মধ্যে দুগ্ধ-রূপে মনুষ্য মাত্রের কল্যাণ সাধনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সক্ষম। হিন্দু ঋষিই এই তত্ত্ব প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন, এজন্য হিন্দুই গাভীকে দেবীরূপে পূজা করে, পৃথিবীর আর কোনও জাতি করে না। তুলসীর মধ্যে ঈশ্বরের যে পবিত্রতা জনক শক্তি বিরাজমান, তাহা আরও সূক্ষ্ম এবং আরও উৎকৃষ্ট। ইহা মনুষ্যের সত্ত্বগুণ বৃদ্ধি করে, রজোগুণ ও তমোগুণ খর্ব করে। সত্ত্ব রজ ও তমোগুণ চোখে দেখা যায় না। এজন্য তুলসীদেবীর শক্তি উপলব্ধি করা দুরূহ। যাঁহারা শাস্ত্রদৃষ্টি দিয়া দর্শন করেন তাঁহারা সূক্ষ্মতত্ত্ব সকল উপলব্ধি করিতে পারেন। একজন মহাপুরুষ শাস্ত্র দৃষ্টিতে তুলসীদেবীর যে মহিমা দর্শন করিয়াছেন, সর্বসাধারণের উপকারের জন্য তাহা এই গ্রন্থে প্রচার করা হইয়াছে। বলা বাহুল্য ইহার দ্বারা সমাজের প্রভূত কল্যাণ সাধিত হইবে। বিশেষতঃ বর্ত্তমান সময়ে যখন পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাবে দেশ তমোগুণে ছাইয়া গিয়াছে, তখন তুলসীদেবীর সত্ত্বগুণবর্দ্ধিনী শক্তির কথা দেশে প্রচার করিবার বিশেষ উপযোগিতা আছে বলিয়া মনে হয়।

আশ্বিন ১৩৫৮ শ্রীবসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No. ....
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

উৎসর্গ

পরম পূজনীয় পরমগুরুদেব—

শ্রী১০৮ শ্রীমৎ স্বামী দামোদর দাস

মহারাজ শ্রীচরণকমলেষু—

শ্রীরামাশ্রম
ডুমুরদহ
রাধাষ্টমী, ১৩৫৮

সেবক—
শ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIBRARY
No............
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram
BANARAS

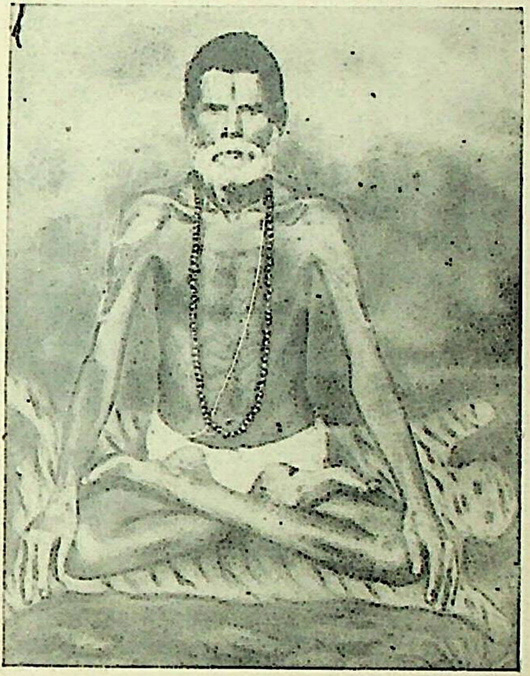

শ্রী ১০৮ শ্রীমৎ স্বামী দামোদরদাস মহারাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরি ওঁ তৎ সৎ ওঁ

মা হরিভক্তিপ্রদায়িনি বৃন্দারাণি!

শক্তি দাও মা!

আমি তোমার গুণ বর্ণনা

করিয়া কৃতার্থ

হইব।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীবৃন্দা বন্দনা

ভক্তি দানিতে বিশ্বজগতে
তোমার মতন কেবা আছে আর
নমো নমো নমঃ বৃন্দারাণি—
নমো নমো নমঃ চরণে তোমার ॥
পাপী তাপী জন করিলে সেবন—
অনায়াসে লভে ভকতি রতন,
ছিন্ন হয়ে যায় নিখিল বন্ধন,
ধন্য জীবন হয় গো তাহার ॥
তোমার গন্ধে আকুলিত মন
রাম পাদমূলে করয়ে গমন,
শিহরে শরীর করিলে স্পর্শন,
লহগো প্রণতি শত শত বার ॥
বড় সাধ ছিল সেবিব যতনে
পূরিল না আশা এ মোর জীবনে,—
চাহি তবু ভক্তি তোমার চরণে
দাও মোরে মাগো সেই সুধাসার ॥
আছগো ধরায় বৃক্ষরূপ ধরে,
বিন্দুনাদাতীতা তুমি সহস্রারে,
পুরুষ প্রকৃতি তুমি একাধারে—
কেমনে বুঝি মা স্বরূপ অপার ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীতুলসী মহিমামৃত

(প্রথম প্রকাশ)

গুরু ও শিষ্য

শিষ্য। দেব! আপনি তুলসীকে এত ভালবাসেন কেন?

গুরু। তুলসীমহারাণীকে তো এখনও ভালবাসিতে পারি নাই, তুলসীকে যেদিন ভালবাসিতে পারিব সেদিন সকল সাধনা শেষ হইবে; শ্রীভগবান আর দূরে থাকিবেন না।

শিষ্য। তুলসী তো বৃক্ষ! তাহার সেবায় শ্রীভগবান নিকটস্থ হইবেন এ কথা আমি ঠিক বুঝিতে পারিলাম না।

গুরু। তুমি পুরাণ, সংহিতা, তন্ত্রাদি শাস্ত্র-গ্রন্থ মান তো?

শিষ্য। আজ্ঞে খুব মানি।

গুরু। সেই পুরাণাদি গ্রন্থ যদি দেখ তাহা হইলে দেখিতে পাইবে তাহাতে তুলসীমাহাত্ম্য কিরূপ ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। তুলসী বৃক্ষ নহেন—স্বয়ং বিষ্ণু। তুলসী বৃক্ষ নহেন—স্বয়ং তারিণী। শ্রীভগবানের পরমা প্রীতি-দায়িনী। সর্ব্বদা তাঁহার চরণ সংশ্লিষ্টা তুলসীকে তিনি যেরূপ ভালবাসেন সেরূপ আর কাহাকেও ভালবাসেন না। বল দেখি বাবা, সেই বিষ্ণুপ্রিয়া তুলসীর সেবা করিলে কি আর আমার নাথ দূরে থাকিতে পারেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলসীস্পর্শনং স্নানং তুলসীস্পর্শনং তপঃ
তুলসীস্পর্শনং মুক্তিঃ তুলসীস্পর্শনং ব্রতম্ ॥
প্রদক্ষিণং কৃতং যেন তুলসী মুনিসত্তম।
কৃতপ্রদক্ষিণ স্তেন বিষ্ণুঃ সাক্ষান্ন সংশয়ঃ।

—মহাভাগবত

তুলসীস্পর্শন স্নান, তুলসীস্পর্শন তপস্যা, তুলসীস্পর্শন মুক্তি, তুলসীস্পর্শন ব্রত। হে মুনিসত্তম! যিনি তুলসী প্রদক্ষিণ করেন তিনি সাক্ষাৎ বিষ্ণুকেই প্রদক্ষিণ করেন, এ সম্বন্ধে সংশয় নাই। এই তুলসীর মহিমা বর্ণনা করিবার শক্তি আমার নাই। শাস্ত্রবাণী শুনিলে মনে হয় আমার মত গতিহীনের তুলসী-সেবা ভিন্ন আর কোন উপায় নাই। শালগ্রাম শিলা এবং গঙ্গা যেরূপ পাপ নাশ করেন, তুলসীও সেইরূপ পাপীর পাপনাশিনী। আমিতো কোন্ ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র, স্বয়ং শ্রীভগবান সত্যভামাকে বলিয়াছিলেন—

ভগবত্যা তুলস্যাস্তু মাহাত্ম্যামৃত সাগরে।
লোভাৎ কুর্দ্দিতুমিচ্ছামি ক্ষুদ্র স্তৎ ক্ষম্যতাং ত্বয়া ॥

—তুলসী গীতা।

ভগবতী তুলসীর মাহাত্ম্যরূপ অমৃত সাগরে লোভ বশত ক্ষুদ্র আমি ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিতেছি, আমায় ক্ষমা কর। ইহা শ্রীভগবানের শ্রীমুখের বাণী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলসী কাননং যত্র যত্র পদ্মবনানি চ।
পুরাণপঠনং যত্র তত্র সন্নিহিতো হরিঃ॥

যেস্থানে তুলসী কানন, যেস্থানে পদ্মবন, যেস্থানে পুরাণ-পাঠ—হরি সেই স্থানে সম্যকরূপে অবস্থান করেন।

তুলসী রোপিতা সিক্তা দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ পাবয়েৎ।
আরাধিতা প্রযত্নেন সর্ব্বকাম ফলপ্রদা॥

—তুলসী গীতা।

তুলসী রোপণ, দর্শন, স্পর্শন, আরাধনা করিলে তিনি সর্ব্ব কামনার ফল প্রদান করেন।

শিষ্য। আমার যদি অপরাধ গ্রহণ না করেন, এ সম্বন্ধে দু'টী একটী কথা বলিতে চাই, দয়া করিয়া আমার সংশয় নিরাশ করুন।

গুরু। শাস্ত্রের কথায় তোমার কি সংশয় হইতেছে অকুণ্ঠিতচিত্তে বল।

শিষ্য। দেখুন, আপনি বলিলেন তুলসীস্পর্শন স্নান, তপস্যা, মুক্তি, ব্রত। তুলসী রোপণ, দর্শন, স্পর্শন করিলে সর্ব্বকামনা সিদ্ধ হয়। তুলসী বৃক্ষের সেবায় স্নানাদি কি প্রকারে হয়, আর জন্ম জন্মান্তরের বহু বহু সাধনার ফলে মানব যে মুক্তিলাভে সমর্থ হয়, সেই মুক্তিই বা কিরূপে হয়, আমি বুঝিতে পারিতেছি না। পাঞ্চভৌতিক বৃক্ষ তুলসী, ইহার সেবায় মন কি প্রকারে ব্রহ্মস্পর্শে সমর্থ হইবে? বৃক্ষাদির সেবা—ইহা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কি নিম্নস্তরের সাধনা নয়? আমায় ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিন।

গুরু। দেখ বাবা, মন তো পাঞ্চভৌতিক দ্রব্যেরই কাঙ্গাল, নিম্নস্তর ছাড়া উচ্চ স্তরে মন কবে উঠিল? সে তো মর্কটের মত এ শাখা হইতে ও শাখায় লম্ফ প্রদান করিতেছে। মুখে ব্রহ্মজ্ঞানের কথায় জ্বালা যায় না বাবা! অন্যান্য ভক্তির প্রয়োজন। স্নান, তপস্যা, ব্রতাদির দ্বারা মানবের পাপক্ষয় হয়, এই ত? পাপ কি—না রজঃ ও তমোগুণে মনের অবস্থিতি। পাপ ক্ষয় হইলে মানুষ সত্ত্বগুণ লাভ করিয়া শুদ্ধচিত্ত হয়, ইহা ত স্বীকার কর?

শিষ্য। আজ্ঞা হাঁ।

গুরু। তুলসী হইলেন সত্ত্বগুণের প্রকট মূর্ত্তি। তুলসীর পত্রে তুলসীর কাষ্ঠে, তুলসীর গন্ধে, তুলসীমূলের মৃত্তিকায় প্রচুর সত্ত্বগুণ নিশ্চলভাবে অবস্থান করে। সেই তুলসীর সেবায় স্নান, তপস্যা, ব্রত হইবে না কেন? তুলসীর সেবায় মন সত্ত্বগুণে নিমজ্জিত হয়, তুলসীর গন্ধ নাসিকারন্ধ্র দ্বারা অন্তরে প্রবেশ করিয়া আন্তর তমঃ নাশ করে, তুলসী সুরভিত পবন বাহিরের তমঃ নাশ করে। বল শাস্ত্রের অসঙ্গতি কোথায়? হ্যাঁ, মুক্তির কথা বলিতেছিলে—মুক্তি কয় প্রকার জান?

শিষ্য। আপনি বলুন।

গুরু। মুক্তি দুই প্রকার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুক্তিস্তু দ্বিবিধা সাধ্বি শ্রুত্যুক্তা সর্ব্বসম্মতা।
নির্ব্বাণপদদাত্রীচ হরিভক্তিপ্রদা নৃণাম্॥
হরিভক্তি স্বরূপাচ মুক্তি র্বাঞ্ছন্তি বৈষ্ণবাঃ।
অন্যে নির্ব্বাণরূপাঞ্চ মুক্তিমিচ্ছন্তি সাধবঃ॥

—'হে সাধ্বি! শ্রুতিকথিতা, সর্ব্বসম্মতা মুক্তি দুই প্রকার। নির্ব্বাণপদদাত্রী ও মানবের হরিভক্তিদায়িনী। বৈষ্ণবগণ হরিভক্তিস্বরূপিনী মুক্তি বাঞ্ছা করেন, আর অন্য সাধুগণ নির্ব্বাণরূপা মুক্তি ইচ্ছা করেন। শ্রীতুলসীদেবী যখন হরিভক্তি দান করেন তখন কেননা তাঁহাকে মুক্তিদাত্রী বলিবে? আর যে সাযুজ্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য, সারূপ্য নামক চারি প্রকার মুক্তির কথা শুনা যায়, ভগবান তাহা দান করিলেও ভক্ত তাহা গ্রহণ করেন না। এ সম্বন্ধে শ্রীমদ্ মধুসূদন সরস্বতীর একটী শ্লোক মনে পড়িল।

রোমাঞ্চেন চমৎকৃতা তনুরিয়ং ভক্ত্যামনোনন্দিতম্
প্রেমাশ্রুনি বিভূষয়ন্তি বদনং কণ্ঠঃ গিরোগদ্‌গদাঃ।
নাস্মাকং ক্ষণমাত্রমপ্যবসরঃ কৃষ্ণার্চ্চনং কুর্ব্বতাম্
মুক্তির্দ্ধারি চতুর্ব্বিধাপি কিমিয়ং দাস্যায় লোলায়তে।

—বোধসারে মধুসূদন।

আমি নিরন্তর কৃষ্ণার্চ্চন করিতেছি। আমার শরীর পুলক ধারণ করিয়া অন্তরের বিচিত্রানুভব প্রকটিত করিতেছে, মন ও প্রেম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভক্তির আনন্দে পরিপূর্ণ। প্রেমাশ্রু আমার বদনকে মণ্ডিত করিতেছে। অস্ফুট বচন আমার কণ্ঠ রোধ করিতেছে। এ অবস্থায় আমার অন্য কার্য্যের বিন্দুমাত্রও অবসর নাই। তথাপি সাযুজ্য, সার্ষ্টি, সামীপ্য ও সারূপ্য নামে চারি প্রকার মুক্তি সাধন দ্বারে আমার দাসীরূপে সেবা করিবার জন্য চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছে। এটা কি ?

শিষ্য। আপনার শ্রীমুখের কথা শুনিয়া আমার শ্রীতুলসী-দেবীর মাহাত্ম্য শুনিবার ইচ্ছা হইতেছে, আপনি বিস্তৃতভাবে তাহা কীর্ত্তন করুন। তুলসী কে? কি জন্যই তিনি বৃক্ষরূপ প্রাপ্ত হইয়াছেন? কেনই বা শ্রীভগবান ইহার সঙ্গ ক্ষণমাত্র ত্যাগ করেন না? এই হরিপ্রিয়া দেবীর জন্ম, কর্ম্ম ও অন্যান্য বিবরণ সবিস্তারে বলুন।

গুরু। বৎস! তোমার কথা শুনিয়া বিশেষ আনন্দিত হইলাম। তোমার প্রতি আমার প্রাণেশ্বরের কৃপাদৃষ্টি পড়িয়াছে—এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই। তুমি অচিরে হরিভক্তিলাভ করিয়া কৃতার্থ হইবে।

শিষ্য। আপনার কৃপা হইলে কিছুই অসম্ভব নহে, বলুন দেব!

গুরু। বৎস! শ্রীমতী তুলসীদেবীর মাহাত্ম্য সবিস্তারে বলিবার আমার শক্তি নাই। আমার সাধ্যমত বলিবার চেষ্টা করিব, তারপর দেবীর করুণা। পুরাণাদি গ্রন্থে ইহার উৎপত্তি অনেক প্রকার শুনিতে পাওয়া যায়। শাস্ত্রবিশ্বাসী ভক্তগণের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাহাতে সংশয় করিবার কিছু নাই। কেন না কল্পে কল্পে জন্ম কর্ম্মাদির ভেদ অল্প বিস্তর হইয়া থাকে। কল্পভেদে লীলাভেদ হয়, ইহা ধারণা করিতে না পারিয়াই অবিশ্বাসীগণ শাস্ত্র বিশ্বাস করিতে পারে না। এক শাস্ত্রের সহিত অন্য শাস্ত্রের বিরোধ কল্পনা করত বিপক্ষে গমন করিয়া ক্লেশ প্রাপ্ত হয়।

শ্রীমদ্ দেবীভাগবত গ্রন্থ মতান্তরে মহাপুরাণ বলিয়া কথিত হয়। এই শ্রীদেবীভাগবতে দেখা যায়, এই তুলসী শ্রীরাধিকার অংশসম্ভূতা ও প্রিয়তমা সখী, গোলোকবাসিনী শ্রীকৃষ্ণসেবারতা গোপিকা ছিলেন। সর্ব্বদা গোবিন্দের সেবা করিতেন। এক সময়ে ইনি রাসমণ্ডলে গোবিন্দ সহ ক্রীড়া কৌতুক ভোগ করত মূর্চ্ছিতা হইয়া পতিতা হন। সেই সময় রাসেশ্বরী রাধা সহসা সেই স্থানে উপস্থিত হইয়া তাঁহাকে তদবস্থাপন্না দেখিয়া, গোবিন্দকে বহু ভৎর্সনা করত তুলসীকে শাপ প্রদান করেন—"পাপিষ্ঠে! তুই মনুষ্যযোনীতে গমন কর।" রাধিকা এবম্বিধ শাপ প্রদান করিলে গোবিন্দ তুলসীকে বলেন "গোপিকে! তুমি ভারতে জন্ম গ্রহণ করত তপস্যায় ব্রহ্মাকে তুষ্ট করিয়া তাঁহার বরে আমার অংশসম্ভূত চতুর্ভুজকে লাভ করিবে।" গোবিন্দ এই কথা বলিয়া অন্তর্হিত হইলেন। দেবীও ভয়ে দেহত্যাগ করত ভারতে জন্মগ্রহণ করেন।

—৯ম স্কন্ধ ১৭শ অধ্যায়।

শিষ্য। কাহার কন্যারূপে ইনি জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন?

গুরু। ধর্ম্মধ্বজ রাজার মাধবী নাম্নী এক পত্নী ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তাঁহার গর্ভে কার্ত্তিকী পূর্ণিমা তিথিতে, শুক্রবারে, শুভক্ষণে, শুভদিনে, শুভযোগে, শুভলগ্নে শুভাংশে, বৃন্দাদেবী জন্মগ্রহণ করেন। পদ্মিনী লক্ষণাক্রান্তা বৃন্দার রূপের সীমা ছিল না। নরনারীগণ তাঁহার রূপের তুলনা দিতে অক্ষম হইল বলিয়া পুরাবিদ্‌গণ তাঁহাকে 'তুলসী' এই নাম প্রদান করিলেন। তুলসী ভূমিষ্ঠা হইয়াই সমর্থা রমণীর ন্যায় তপস্যা করিবার জন্য বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। কাহারও নিষেধ শুনিলেন না। তথায় গমন করিয়া "নারায়ণ আমার স্বামী হউন" মনে এই সঙ্কল্প করিয়া দৈব পরিমাণ লক্ষ বৎসর কঠোর তপস্যা করিতে লাগিলেন। গ্রীষ্মে পঞ্চতপা, শীতে জলে অবস্থান, বর্ষাকালে নিরন্তর বৃষ্টিধারা সহনপূর্ব্বক তপস্যাচরণে নিরতা রহিলেন। বিংশতি সহস্র বৎসর ফলজল ভক্ষণে, ত্রিংশৎ সহস্র বৎসর গলিত পত্র ভোজনে ও চত্বারিংশৎ সহস্র বৎসর বায়ু ভক্ষণে, এবং দশ সহস্র বৎসর নিরাহারে, তপস্যা অনুষ্ঠানে ব্রহ্মা আর স্থির থাকিতে না পারিয়া তাঁহাকে বরদান করিবার জন্য হংস বাহনে বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তুলসী তপঃফলদাতা তাঁহাকে দেখিয়া প্রণামপূর্ব্বক কৃতাঞ্জলি হইয়া আনন্দাশ্রু বিসর্জ্জন করিতে লাগিলেন। ব্রহ্মা বলিলেন—"তুলসি! আমি তোমার তপস্যায় প্রীত হইয়াছি, হরিভক্তি অথবা মুক্তি যাহা ইচ্ছা হয় সেই বর প্রার্থনা কর।

তুলসী কহিলেন—"আপনি সর্ব্বজ্ঞ, আপনি আমার বৃত্তান্ত সকলই জানেন, আমি গোলকস্থা গোপিকা শ্রীরাধিকার শাপে মানবীরূপে ভারতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি। আমি সুন্দর, শান্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নারায়ণকে স্বামীরূপে লাভ করিতে ইচ্ছা করি।" ব্রহ্মা বলিলেন—তুলসি! শ্রীকৃষ্ণের শরীরোৎপন্ন, তাঁহার অংশ-স্বরূপ সুদামা নামক গোপ, রাধিকার শাপে, দৈত্যদেহ লাভ করত শঙ্খচূড় নামে জাতিস্মর দৈত্যরূপে রসাতলে অবস্থান করিতেছে। পূর্ব্বে সে তোমাকে গোলোকে দেখিয়া কামপীড়িত হইয়াছিল কিন্তু রাধিকার প্রভাবে তোমাকে লঙ্ঘন করিতে সমর্থ হয় নাই। তুমিও জাতিস্মরা, তুমি সকলই জান, তুমি তাহার পত্নী হও, পরে নারায়ণকে পতিরূপে পাইবে। দৈবযোগে নারায়ণের কৃপা বশতঃ অংশরূপে বিশ্বপাবনী বৃক্ষরূপা হইবে। তুমি সকল পুষ্পের প্রধানা, বিষ্ণুর প্রাণাধিকা হইবে। তোমা ভিন্ন সকল দেবতার পূজা বিফল হইবে। বৃন্দাবনে বৃন্দাবলী নামে বৃক্ষরূপে অবস্থান করিবে। আমার বরে গোপরূপধারী শ্রীকৃষ্ণের সহিত বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবীরূপে নিরন্তর ক্রীড়া করিবে।

তুলসী দেবী বলিলেন— আমি শ্যামসুন্দর, দ্বিভুজ কৃষ্ণকেই যেমন অভিলাষ করি চতুর্ভুজকে সেরূপ নহে; তবে গোবিন্দের বাক্যানুসারেই আমি নারায়ণকে প্রার্থনা করিতেছি। আপনার প্রসাদে যদি শ্রীগোবিন্দকে পুনর্ব্বার লাভ করি তাহা হইলে অগ্রে আমার রাধা ভয় নিবারণ করুন।

ব্রহ্মা তাঁহাকে বলিলেন- রাধিকা যোড়শাক্ষর মন্ত্র দান করিতেছি লও। আমার বরে তুমি রাধিকার প্রাণতুল্যা হইবে এবং স্বয়ং রাধিকাই তোমাদের গোপনীয় ক্রীড়া বিষয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুমতি প্রদান করিবেন। তুমি গোবিন্দ সমীপে রাধিকার ন্যায় আদৃতা হইবে। জগৎযোনী তুলসীকে রাধিকায় ষোড়শাক্ষর মন্ত্র, স্তোত্র, কবচ এবং সমস্ত পূজা বিধান ও পুরশ্চরণ ক্রম তাঁহাকে উপদেশ প্রদান ও আশীর্ব্বাদ করত অন্তর্হিত হইলেন। তুলসীদেবীও যথা বিধানে সিদ্ধমন্ত্র প্রাপ্ত হইয়া পূজা, পুরশ্চরনাদির দ্বারা সিদ্ধিলাভ করত লক্ষ্মীর ন্যায় তথায় অবস্থান করিতে লাগিলেন।

শিষ্য। তাহার পর শঙ্খচূড়ের সহিত কি প্রকারে মিলন হইল?

গুরু। মহাযোগী শঙ্খচূড় মুনিবর জৈগীষব্যের নিকট কৃষ্ণ মন্ত্র লাভ করত পুষ্করতীর্থে গমনপূর্ব্বক তাহা জপ করিতে লাগিলেন। মন্ত্র সিদ্ধ হইলে, গলে সর্ব্বমঙ্গল কবচ ধারণ করিয়া, ব্রহ্মার নিকট বর প্রাপ্ত হইয়া তাঁহার আজ্ঞায় বদরিকাশ্রমে গমন করিলেন। তথায় তুলসীর সহিত শঙ্খচূড়ের সাক্ষাৎ হইল। উভয়ে জাতিস্মর ছিলেন। শঙ্খচূড় গোলোকের কথা বলিলেন, উভয়ে উভয়কে চিনিলেন। অতঃপর ব্রহ্মা তথায় উপস্থিত হইয়া শঙ্খচূড়কে বলিলেন "শঙ্খচূড়! তুমি তুলসীর গান্ধর্ব্ববিবাহ ক্রমে পাণিগ্রহণ কর।" শঙ্খচূড় তাঁহার আদেশে তুলসীকে গান্ধর্ব্ববিবাহক্রমে গ্রহণ করিলেন। তখন স্বর্গে দুন্দুভিধ্বনি ও পুষ্পবৃষ্টি হইতে লাগিল।

শিষ্য। আমার একটী কথা বলিবার আছে।

গুরু। অসঙ্কোচে বল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্য। দেখুন! এই পুরাণের কথা যেন কেমন অতিরঞ্জিত বলিয়া মনে হয়। তুলসী দৈব পরিমাণ লক্ষ বৎসর তপস্থা করিলেন। শাস্ত্র বলিয়াছেন, কি করিব, বলপূর্ব্বক মনকে এ কথা বিশ্বাস করাইতে হইতেছে। শাস্ত্র অবিশ্বাসীগণ গল্প বলিয়াই উপেক্ষা করে।

গুরু। বাবা! গুরু এবং শাস্ত্রবাক্যে বিশ্বাসের নাম শ্রদ্ধা। এ শ্রদ্ধা দৈবী সম্পৎ। আজকাল আসুরিক ভাবাপন্ন নরনারী ইহাতে বঞ্চিত হইয়াছেন। অণিমাদি ঐশ্বর্য্য যোগী লাভ করিতে পারেন। আকাশ গমন, অঙ্গুলীর দ্বারা চন্দ্রমণ্ডল স্পর্শ, ঈশীত্ব, বশীত্ব, ইত্যাদি যোগসম্পৎ বিশ্বাস করিবার লোক দুর্লভ হইয়া পড়িয়াছে। পুরাণকে অশ্রদ্ধার চক্ষে দেখিবেন ইহা আর আশ্চর্য্য কি? তবে ইহা জানিয়া রাখ, মনীষিগণ বলেন, যে ব্যক্তি ত্রিবিধা ভাষা জানেন না, তিনি পুরাণ-শাস্ত্রের মর্ম্মাবগত হইতে পারেন না। পুরাণের ভিতর সমাধি ভাষা, লৌকিকী ভাষা এবং কাব্য ভাষা, আছে। ত্রিবিধ ভাষাভিজ্ঞ কর্ম্মী-পুরুষই যথার্থভাবে পুরাণের ভাব গ্রহণে সমর্থ হন, বুঝিলে?

শিষ্য। বর্ণনার আতিশয্য যেস্থানে তাহাই কাব্যের ভাষা। আচ্ছা আপনি বলুন, আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমি শাস্ত্রে দৃঢ়া শ্রদ্ধা লাভ করিতে পারি, যেন 'শাস্ত্রের প্রত্যেক কথাটী সত্য' ইহা একক্ষণের জন্য ভুলিয়া না যাই।

গুরু। বাবা! শাস্ত্র-শ্রদ্ধা লাভ কর, তাহা হইলেই লক্ষ্যে সত্বর উপনীত হইতে পারিবে। হাঁ, তারপর শঙ্খচূড়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলসীর সহিত স্বীয় আশ্রমে প্রত্যাবর্ত্তন পূর্ব্বক দিব্য ক্রীড়াভবন নির্ম্মাণপূর্ব্বক রমণীগণ সহ ক্রীড়া করিতে লাগিলেন। বাহুবলে দেব, দানব, গন্ধর্ব্ব সকলকে পরাজিত করিয়া শঙ্খচূড় রাজ-রাজেশ্বর হইয়া সুখে এক মন্বন্তরকাল রাজ্য করিতে লাগিলেন। অধিকারচ্যুত দেবগণ ব্রহ্মার শরণাপন্ন হইয়া আপনাদের দুর্গতির কথা নিবেদন করিলেন। দেবগণসহ ব্রহ্মা শিবভবনে গমন করতঃ সমস্ত বিষয় বলিলেন। মহেশ্বরও ব্রহ্মাদি দেবগণ সহ বৈকুণ্ঠে উপস্থিত হইয়া দেখিলেন কিরীটকুণ্ডল-বনমালাবিভুষিত, সর্ব্বাঙ্গ চন্দনসিক্ত শ্রীহরি কমলকরে ক্রীড়াপদ্ম ধারণ করিয়া আছেন। লক্ষ্মীদেবী তাম্বুল দান করিতেছেন। গঙ্গাদেবী পরম ভক্তি সহকারে শ্বেত চামর বীজন করিতেছেন। ভক্তগণ ভক্তিবিনম্র মস্তকে নিরন্তর স্তবপাঠে নিযুক্ত আছেন।

দেবগণের সেই মনোহর রূপ দর্শনে শরীর রোমাঞ্চিত ও নেত্র হইতে প্রেমাশ্রু নির্গত হইতে লাগিল। তাঁহারা ভক্তিসহকারে প্রণামপূর্ব্বক নারায়ণের স্তব করিলেন। ব্রহ্মা সমুদয় বৃত্তান্ত বলিলে শ্রীভগবান হাস্য করতঃ কহিলেন "হে পদ্মজ! আমি শঙ্খচূড়ের সমস্ত বৃত্তান্ত জানি। সে পূর্ব্ব জন্মে সুদামা নামক আমার পরম ভক্ত গোপ ছিল। রাধিকার শাপে দানবী যোনি প্রাপ্ত হইয়াছে। রাধিকার কৃপা পরবশ হইয়া 'ক্ষণার্দ্ধকাল শাপ ভোগ করিবে' ইহা বলিয়াছিলেন। গোলোকের ক্ষণার্দ্ধ পৃথিবীর এক মন্বন্তর, তাহা অতীত হইয়াছে, এইবার সে গোলোকে গমন করিবে। এক্ষণে এই শূল লইয়া তোমরা গমন কর, মহেশ্বর এই শূলের দ্বারা তাহাকে সংহার করিবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শঙ্খচূড়ের কণ্ঠে আমারই সর্ব্বমঙ্গল কবচ আছে, তাহা তাহার কণ্ঠে থাকিতে কেহ তাহাকে হিংসা করিতে পারিবে না। ব্রহ্মার বরে তাহার পত্নীর সতীত্ব থাকিতে কেহ তাহার বিনাশে সমর্থ হইবে না। আমি ব্রাহ্মণরূপ ধারণপূর্ব্বক কবচ প্রার্থনা করিয়া লইব এবং শঙ্খচূড়ের রূপগ্রহণ করত তুলসীর সতীত্ব হানি করিব। তারপর শঙ্খচূড় নিহত হইবে। তাহার পত্নীও দেহত্যাগপূর্ব্বক আমার প্রিয়া হইবে।

দেবতাগণ শ্রীহরি-বাক্যানুসারে শূল গ্রহণ করিয়া স্বস্থানে প্রস্থান করিলেন। শ্রীভগবান বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ দেহ পরিগ্রহপূর্ব্বক শঙ্খচূড়ের নিকট কবচ প্রার্থনা করিয়া লইলেন এবং বিষ্ণুমায়ায় শঙ্খাচূড় হইয়া গলায় সর্ব্বমঙ্গল কবচ পরিধান করত রণস্থল হইতে গৃহে আগমনপূর্ব্বক বলিলেন—"ব্রহ্মার আজ্ঞায় আমি দেবগণকে পূর্ব্বাধিকার প্রদান করিয়াছি।" দেবগণ স্ব স্ব ভবনে চলিয়া গিয়াছেন। তারপর শ্রীভগবান তুলসীর সতীত্ব হরণ করেন। তুলসী বুঝিতে পারেন ইনি শঙ্খচূড় নহেন। তখন তুলসী বলিলেন—তুমি কে মায়াবলে উপভোগ করিয়া আমার সতীত্ব নাশ করিয়াছ? তুমি যেই হও তোমাকে অভিসম্পাত করিব। শ্রীহরি শাপভয়ে তৎক্ষণাৎ নবীন নীরদ-শ্যাম মূর্ত্তি ধারণ করিলেন। তুলসী তাঁহাকে দেখিয়া মূর্চ্ছিতা হইয়া পড়িলেন। পরে সংজ্ঞা প্রাপ্ত হইয়া বলিলেন—"হে নাথ! আপনার দয়া নাই, আপনি পাষাণের ন্যায় কঠিনহৃদয়, ছলপূর্ব্বক ধর্ম্ম নষ্ট করিয়া আমার স্বামীকে নিহত করিলেন। আপনি পাষাণ সদৃশ দয়াহীন, এইজন্য আপনি সংসারে পাষাণরূপী হইবেন। অপনি পরের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্য নিরপরাধ আপনার ভক্তকে বিনাশ করিলেন। আপনি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বাত্মা হইয়াও পরের দুঃখ বুঝিলেন না এই জন্য এক জন্ম আপনি আত্মবিস্মৃত হইবেন।" এইরূপ বলিয়া তুলসী ভগবচ্চরণে পতিতা হইয়া করুণ কণ্ঠে অত্যন্ত রোদন করিতে লাগিলেন। শ্রীভগবান তুলসীকে সান্ত্বনা দান করিবার জন্য বলিলেন—"হে সাধ্বি! তুমি আমাকে স্বামীরূপে লাভ করিবার জন্য বহুকাল ভারতে তপস্যা করিয়াছিলে। শঙ্খচূড় ও তোমাকে পত্নীরূপে পাইবার নিমিত্ত বহুবৎসর তপস্যা করিয়া সে তাহার তপস্যার ফলে তোমাকে পত্নীরূপে প্রাপ্ত হয়। আমিও তোমার তপস্যার ফলদান করিলাম। হে রামে! তুমি এ দেহ ত্যাগ পূর্ব্বক দিব্যদেহে আমার সহিত বিহার কর। তোমার এই দেহ ভারতে গণ্ডকী নামে প্রসিদ্ধা, পুণ্যপ্রদা নদী হউক। তোমার কেশকলাপ তুলসীর কেশ-সম্ভূত বলিয়া তুলসী নামে বিখ্যাত, পবিত্র বৃক্ষরূপ ধারণ করুক। ঐ তুলসীর যাবতীয় পত্র, পুষ্প অপেক্ষা দেবপূজায় প্রশস্ত হইবে। ত্রিলোকে ও বৈকুণ্ঠে তুলসী সমুদয় পুষ্প হইতে শ্রেষ্ঠা হইবে। ঐ পবিত্র তুলসী বৃক্ষ গোলোকে, বিরজাতটে, রাসমণ্ডলে, বৃন্দাবনে, ভাণ্ডীর বনে, মনোরম চম্পক বনে, চন্দনকাননে, মাধবী, কেতকী, কুন্দ ও মালতীবনে এবং অন্যান্য সমস্ত পুণ্যভূমিতে উৎপন্ন হইবে। সমস্ত তীর্থ তুলসী তরু মূলে অধিষ্ঠান করিবে। তুলসীমূলে পতিত তুলসীপত্রের প্রত্যাশায় দেবগণ অবস্থান করিবেন। যিনি তুলসী-পত্র জলে স্নান করিবেন তিনি সর্ব্বতীর্থস্নান ও সমুদয় যজ্ঞদীক্ষার ফল প্রাপ্ত হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুধাপূর্ণ সহস্র ঘটদানে আমার যে প্রীতি না হয়, একটী তুলসীপত্র দানে তাহা হয়। হে সতি! কার্ত্তিক মাসে একটী তুলসীপত্র দান অযুত গোদানের তুল্য। মৃত্যুকালে যিনি তুলসী-বারি প্রাপ্ত হইবেন তিনি বিষ্ণুলোক গমন করিবেন। যে মানব ভক্তিভাবে প্রত্যহ তুলসীপত্রের জল পান করিবে নিশ্চয় তাহার অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য হইবে। হস্তে ও দেহে তুলসী ধারণ করিয়া যে মানব দেহত্যাগ করে, তাহার তীর্থমরণের ফল হয় ও বিষ্ণুলোকপ্রাপ্তি হয়। যে মানব তুলসী কাষ্ঠের মালা ধারণ করিবে, তাহার পদে পদে অশ্বমেধ যজ্ঞের পুণ্য হইবে। যে ব্যক্তি হস্তে তুলসী ধারণ করিয়া অঙ্গীকার রক্ষা না করিবে, চন্দ্র সূর্য্য বিদ্যমান থাকিতে তাহার কালসূত্র নরক হইতে নিস্তার হইবে না। তুলসী পত্র স্পর্শপূর্ব্বক মিথ্যা শপথকারী ব্যক্তি চতুর্দ্দশ ইন্দ্র পর্য্যন্ত কুম্ভীপাক নরকে বাস করিবে। অধিক কি, যে ব্যক্তি মৃত্যুকালে তুলসী জলের কণা মাত্র লাভ করিবে, সে রত্নযানে আরোহণ করত বৈকুণ্ঠে গমন করিবে। যাঁহারা পূর্ণিমা, অমাবস্যা, দ্বাদশী ও সংক্রান্তি দিবসে, তৈলাভ্যক্ত হইয়া স্নান সময়ে ও মধ্যাহ্নে, রাত্রে ও উভয় সন্ধ্যাকালে অথবা অশৌচ এবং অপবিত্র অবস্থায় ও রাত্রিবাসযুক্ত হইয়া তুলসী চয়ন করিবেন তাঁহাদের হরির শিরশ্ছেদন করা হইবে। হে সতি! ত্রিরাত্র পর্য্যুষিত হইলেও তাহা শ্রাদ্ধ, ব্রত, দান, প্রতিষ্ঠা ও দেবপূজাদি কার্য্যে শুদ্ধ হইবে। বিষ্ণুদ্দেশে দত্ত তুলসীপত্র মৃত্তিকা বা জলে পতিত হইলেও ধৌত করিলে, অন্য কার্য্যে তাহা শুদ্ধ হইবে। যিনি বৃক্ষের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হইবেন তিনি গোলোকধামে নির্জ্জনে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীকৃষ্ণের সহিত নিত্য ক্রীড়া করিবেন। আর যিনি ভারতে পুণ্য-প্রদা নদী হইবেন তিনিও মদংশ-সম্ভূত লবণ-সমুদ্রের পত্নী হইবেন। আর মহাসাধ্বী স্বয়ং তুমি বৈকুণ্ঠে আমার নিকট লক্ষ্মীর সমান হইবে। আমিও তোমার শাপ হেতু ভারতে গণ্ডকী নদীর তীর নিকটে শৈলরূপী হইয়া অধিষ্ঠান করিব। সেইস্থানে তীক্ষ্ণদন্ত বিশিষ্ট কীট সকল আমার অভ্যন্তরে চক্ররচনা করিবে। লক্ষ্মী-নারায়ণ, লক্ষ্মীজনার্দ্দন, রঘুনাথ, বামন, শ্রীধরদামোদর, রণরাম, রাজরাজেশ্বর, অনন্ত মধুসূদন, সুদর্শন, গদাধর, হয়গ্রীব, নরসিংহ লক্ষ্মীনৃসিংহ, বাসুদেব, প্রদ্যুম্ন, সঙ্কর্ষণ, অণিরুদ্ধ প্রভৃতি চক্র অকৃতি চিহ্ন ভেদে আমার বহুনাম হইবে। শালগ্রাম-শিলা যেস্থানে থাকিবে সমস্ত তীর্থের সহিত আমি ও লক্ষ্মী তথায় বাস করিব। দান, যজ্ঞ, তপস্যা, ব্রত, তীর্থগমনাদি সমস্ত পুণ্যকর্ম্মের ফল এক শালগ্রাম পুজায় লাভ হইবে। শালগ্রাম পূজাকারী ব্যক্তি জীবন্মুক্ত ও মহাপবিত্র হইবে। শালগ্রাম হইতে তুলসী বিচ্ছিন্ন করিলে জন্মজন্মান্তরে স্ত্রী বিচ্ছেদ হয়, আর শঙ্খ হইতে তুলসী বিচ্ছিন্ন করিলে সাত জন্ম ভার্য্যাহীন ও রোগী হইবে। যে মহাজ্ঞানী ব্যক্তি তুলসী, শঙ্খ ও শালগ্রাম একত্র রাখিবে সে আমার প্রিয় হইবে।" শ্রীহরি তুলসীকে ইহা বলিয়া বিরত হইলেন। তুলসী দেহত্যাগ করত বৈকুণ্ঠে গমন পূর্ব্বক লক্ষ্মী সরস্বতী গঙ্গার ন্যায় হরির প্রিয়া হইলেন। তাঁহার দেহ গণ্ডকী নাম্নী নদী হইল। তাঁহার তীরে হরির অংশে মানবগণের পুণ্যজনক এক পর্ব্বত হইল। সেই পর্ব্বতে সেই কীট সকল বহুপ্রকার শিলা প্রস্তুত করিতেছে, শুনিলে বৎস ?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্য। দেব! আপনার শ্রীমুখে তুলসী দেবীর অপূর্ব্ব আখ্যান শ্রবণ করিয়া আমি অত্যন্ত আনন্দিত হইলাম। আমার শরীর মুহুর্মুহুঃ রোমাঞ্চিত হইতেছে।

গুরু। রোমাঞ্চ ও অশ্রুপুলকাদি সাত্ত্বিক ভাববিকারের দ্বারা মন ভগবদ্ স্পর্শ করিল, ইহা জানা যায়। ইহারা যত স্থায়ী হইতে থাকিবে ততই ভাব বৃদ্ধি হইবে। সেই স্থায়ী ভাবই সমাধি আনিয়া দিবে।

শিষ্য। বৃন্দাদেবীর কথা আরও বলুন।

গুরু। তুলসী বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া লক্ষ্মীদেবীর ন্যায় সৌভাগ্যশালিনী ও গৌরবান্বিতা হইলেন। গঙ্গা ও রমা সহ করিলেও সরস্বতী কোপবশত তুলসীর সৌভাগ্যগৌরব সহ্য করিতে পারিলেন না। একদা মানিনী সরস্বতী হরি সমক্ষে তুলসীর সহিত বৃথা কলহ করিয়া তাঁহাকে আঘাত করিলে তুলসী লজ্জা ও অপমান হেতু অন্তর্হিতা হইলেন। সর্ব্ব-সিদ্ধেশ্বরী তুলসী হরির অদৃশ্যা হইলেন। শ্রীহরি সরস্বতীর সান্ত্বনাপূর্ব্বক অনুজ্ঞা লইয়া তুলসীবনে যাইয়া স্নানান্তে তুলসীর দ্বারা তুলসীর ধ্যান-পূজাদিপূর্ব্বক লক্ষ্মীবীজ, মায়াবীজ, কামবীজ, বাণীবীজাদি দশাক্ষর মন্ত্রে, ভক্তি সহকারে স্তব করিলেন।

"শ্রীং হ্রীং ক্লীং ঐং বৃন্দাবনী স্বাহা"—

এই মন্ত্রে যে মানব তুলসীকে ঘৃত, প্রদীপ ধূপ, সিন্দুর, চন্দন, পুষ্প, নৈবেদ্য ও অন্যান্য উপহারের দ্বারা পূজা করিবেন তিনি সর্ব্বসিদ্ধিলাভে সমর্থ হইবেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরে শ্রীহরি স্তব করিলেন। হরির স্তবে সন্তুষ্টা তুলসী বৃক্ষ হইতে আবির্ভূতা হইয়া শ্রীহরির শরণাপন্না হইলেন। হরি তাঁহাকে 'জগৎপূজ্যা হও' বলিয়া বর প্রদান করিলেন আর বলিলেন—"প্রিয়ে! আমি তোমাকে মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করিব এই জন্য সমস্ত দেবতাগণও তোমায় মস্তকে ও বক্ষে ধারণ করিবেন।" তারপর শ্রীহরি তুলসীকে লইয়া স্বালয়ে গমন করিলেন।

শিষ্য। হরিকৃত তুলসী স্তোত্রটী বলুন।

গুরু।

শ্রীভগবানুবাচ।

বৃন্দা রূপাশ্চ বৃক্ষাশ্চ যদৈকত্র ভবন্তি চ।
বিদুর্বুধাস্তেন বৃন্দাং মৎপ্রিয়াং তাং ভজাম্যহম্॥
পুরা বভূব যা দেবী ত্বাদৌ বৃন্দাবনে বনে।
তেন বৃন্দাবনাখ্যাতং সৌভাগ্যাং তাং ভজাম্যহম্॥
অসংখ্যেষু চ বিশ্বেষু পূজিতা যা নিরন্তরম্।
তেন বিশ্বপূজিতাখ্যা পূজিতাঞ্চ ভজাম্যহম্॥
অসংখ্যানি চ বিশ্বানি পবিত্রানি ত্বয়া সদা।
তাং বিশ্বপাবিনীং দেবীং বিরহেন স্মরাম্যহম্॥
দেবা ন তুষ্টাঃ পুষ্পানাং সমূহেন যয়া বিনা।
তাং পুষ্পসারাং শুদ্ধাঞ্চ দ্রষ্টুমিচ্ছামি শোকতঃ॥
বিশ্বে যৎ প্রাপ্তিমাত্রেন ভক্তানন্দ ভবেদ্ ধ্রুবম্।
নন্দিনী তেন বিখ্যাতা সা প্রীতা ভবতাদিহ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যস্যা দেব্যাস্তুলা নাস্তি বিশ্বেষু নিখিলেষু চ।
তুলসী তেন বিখ্যাতা তাং যামি শরণং প্রিয়াম্॥
কৃষ্ণজীবনরূপা সা শশ্বৎ প্রিয়তমা সতী।
তেন কৃষ্ণজীবনী সা সা মে রক্ষতু জীবনম্॥

শ্রীহরি এইরূপ স্তবাদি করত তুলসীকে লইয়া বৈকুণ্ঠে গমন করেন। লক্ষ্মী, গঙ্গা, সরস্বতী সকলেই তাঁহাকে আদর সহকারে গ্রহণ করিলেন।

যে ব্যক্তি তুলসীকে পূজা করিয়া বৃন্দা, বৃন্দাবনী, বিশ্বপাবনী, বিশ্বপূজিতা, পুষ্পসারা, নন্দিনী, তুলসী, কৃষ্ণজীবনী এই অর্থযুক্ত নামাষ্টকরূপ স্তোত্র পাঠ করিবেন তিনি অশ্বমেধের ফলভাগী হইবেন। কার্ত্তিকী পুর্ণিমাতে জগতের মঙ্গলকারিণী তুলসীর জন্ম হয়। এই জন্য সেইদিনে শ্রীহরি তাঁহার পূজা বিধান করিয়াছেন। যিনি সেইদিন ভক্তিপূর্ব্বক বিশ্বপাবনী তুলসীর পূজা করিবেন তিনি অনায়াসে সমুদয় পাপমুক্ত হইয়া বিষ্ণুলোকে গমন করিবেন। কার্ত্তিক মাসে বিষ্ণুর উদ্দেশে তুলসীদান করিলে অযুত গোদানের ফল হয়। অধিক কি, তুলসীর স্তোত্র স্মরণমাত্রে পুত্রহীন পুত্র, প্রিয়াহীন প্রিয়া ও বন্ধুবিহীন ব্যক্তি বন্ধুলাভ করেন এবং রোগী রোগ হইতে, বদ্ধ বন্ধন হইতে, ভীত ভয় হইতে ও পাতকী পাপ হইতে মুক্ত হয়। তুলসীর পাপনাশন ধ্যান শ্রবণ কর। সতী তুলসী পুষ্পসারা, পূজ্যা ও মনোহরা। তিনি প্রজ্বলিত অগ্নিশিখার ন্যায় সমস্ত পাপরূপ কাষ্ঠের দাহকারিণী। মুনে! সমস্ত দেবীগণের মধ্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যিনি পবিত্ররূপা এবং পুষ্পমধ্যে যাঁহার তুলনা নাই তিনি তুলসী নামে কীর্ত্তিতা হন। যিনি সকলের প্রার্থনীয়া ও শিরোধার্য্যা এবং যিনি বিশ্বপাবনী নামে প্রসিদ্ধা সেই মুক্তি ও হরিভক্তি-দায়িনী জীবন্মুক্তা তুলসীকে ভজনা ক'রি।

বৎস! এই তোমায় শ্রীদেবীভাগবত হইতে সার সঙ্কলন-পূর্ব্বক তুলসীমহিমা কীর্ত্তন করিলাম।

শিষ্য। আমি কৃতার্থ হইলাম। শ্রীশ্রীহরিভক্তিদায়িনী, বৃন্দাদেবীর চরণে কোটী কোটী প্রণাম করি।

গুরু। বৃন্দায়ৈ তুলসীদেব্যৈ প্রিয়ায়ৈ কেশবস্য চ।

(প্রণাম করিলেন)

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দ্বিতীয় প্রকাশ

শিষ্য। দেব! আমায় তুলসীদেবীর মাহাত্ম্য পুনরায় বলুন।

গুরু। দীর্ঘজীবী হও বৎস! হরিভক্তি-প্রদায়িনীর কথামৃত পান করিলে অচিরে হরিভক্তিলাভ করত কৃতার্থ হইবে। অগ্ন তোমায় 'তুলসীগীতা' বলিতেছি—শ্রবণ কর। শ্রীভগবান গোবিন্দ সত্যভামাকে ইহা বলিয়াছিলেন—

শ্রীভগবানুবাচ

প্রাগ্ দত্ত্বার্ঘ্যং ততোঽভ্যর্চ্চ্য গন্ধপুষ্পাক্ষতাদিভিঃ।
স্তুত্বা ভগবতীং তাঞ্চ প্রণমেদ্ দণ্ডবদ্ ভুবি॥ ১

শ্রীভগবান বলিলেন—সত্যভামে! তুমি তুলসীদেবীকে প্রথমে অর্ঘ্যদান করত গন্ধ-পুষ্প, অক্ষতাদির দ্বারা পূজাপূর্ব্বক স্তব করিয়া ভগবতী তুলসীকে প্রণাম করিবে।

শ্রিয়ঃ শ্রিয়ে শ্রিয়াবাসে নিত্যং শ্রীধর সৎকৃতে।
ভক্ত্যা দত্তং ময়া দেবি অর্ঘ্যং গৃহ্ন নমোঽস্তুতে॥ ২

নির্ম্মিতা ত্বং পুরা দেবৈরর্চ্চিতা ত্বং সুরাসুরৈঃ।
তুলসী হর মে পাপং পূজাং গৃহ্ন নমোঽস্তুতে॥ ৩

মহাপ্রসাদ জননি আধি-ব্যাধি-বিনাশিনি।
সর্ব্বসৌভাগ্যদা দেবি তুলসি ত্বাং নমোঽস্তুতে॥ ৪

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে দেবী! তুমি শ্রীলক্ষ্মীর শ্রীরূপিণী, নিত্য শ্রীধর কর্ত্তৃক পূজিতা, আমি ভক্তিসহকারে তোমায় অর্ঘ্যদান করিতেছি, গ্রহণ কর, তোমায় নমস্কার করি।

হে তুলসি! পূর্ব্বে দেবগণ তোমায় নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন, সুরাসুরগণ কর্ত্তৃক তুমি পূজিতা, আমার পাপ নষ্ট কর, পূজা গ্রহণ কর, তোমায় প্রণাম।

হে দেবি তুলসি! তুমি মহাপ্রসন্নতার জনয়িত্রী, মন ও দেহ-পীড়া বিনাশিনী, সমস্ত সৌভাগ্য প্রদায়িনী, তোমাকে নমস্কার করি।

যা দৃষ্টা নিখিলাঘশমনী স্পৃষ্টা বপুঃ পাবনী
রোগাণামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তক ত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তি বিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ॥ ৫

যাঁহাকে দর্শন করিলে সমস্ত পাপ নষ্ট হয়, স্পর্শ করিলে শরীর পবিত্র হয়, অভিবন্দন করিলে রোগ দূর হয়, জল সেক করিলে যমভয় থাকে না, রোপণ করিলে ভগবান কৃষ্ণের মিলন বিধান করেন, কৃষ্ণ চরণে অর্পণ করিলে বিমুক্তি দান করেন, সেই তুলসীকে প্রণাম করি।

ভগবত্যাস্তুলস্যাস্তু মাহাত্ম্যামৃত সাগরে।
লোভাৎ কুর্দ্দিতুমিচ্ছামি ক্ষুদ্রস্তৎ ক্ষম্যতাং ত্বয়া॥ ৬

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ক্ষুদ্র আমি ভগবতী তুলসী মাহাত্ম্যরূপ অমৃত সাগরে, লোভ বশে ক্রীড়া করিতে ইচ্ছা করিতেছি, হে তুলসি সে অপরাধ ক্ষমা কর।

শ্রবণা দ্বাদশী যোগে শালগ্রাম শিলার্চ্চনে।
যৎ ফলং সঙ্গমে প্রোক্তং তুলসী পূজনেন তৎ॥ ৭

শ্রবণা নক্ষত্রযুক্ত দ্বাদশী তিথিতে শালগ্রাম-শিলা পূজায় যে ফল হয়, গঙ্গাসাগর সঙ্গমস্থলে স্নান করিলে যে ফল প্রাপ্ত হওয়া যায় তাহা তুলসী পূজার দ্বারা লাভ করা যায়।

ধাত্রী ফলেন যৎপুণ্যং জয়ন্ত্যাং সমুপোষণে।
যৎ ফলং লভতে মর্ত্ত্যস্তুলসী পূজনেন তৎ॥ ৮

আমলকী ফলের দ্বারা হরি পূজায় ও জয়ন্তী যোগে জন্মাষ্টমীতে উপবাস করিলে যে ফল মানব লাভ করে, তুলসী পূজার দ্বারা সেই ফল হয়।

যৎফলং প্রয়াগস্নানে কাশ্যাং প্রাণবিমোক্ষণে।
যৎফলং বিহিতং দেবৈস্তুলসী পূজনেন তৎ॥ ৯।

প্রয়াগে স্নান করিলে যে ফল হয়, ৺কাশীধামে প্রাণবিয়োগ হইলে দেবগণ যে ফল বিধান করিয়াছেন, সেই ফল কেবল তুলসীর পূজায় হয়।

চতুর্ণামপি বর্ণাণাং আশ্রমানাং বিশেষতঃ।
স্ত্রীণাঞ্চ পুরুষাণাঞ্চ পূজিতেষ্টং দদাতি চ॥ ১০।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য, শূদ্র এই চতুবর্ণের ব্রহ্মচর্য্যাদি আশ্রম চতুষ্টয়ের, স্ত্রীগণ অথবা পুরুষগণের দ্বারা পূজিতা তুলসী ইষ্টফল প্রদান করেন।

তুলসী রোপিতা সিক্তা দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ পাবয়েৎ।
আরাধিতা প্রযত্নেন সর্ব্বকাম ফলপ্রদা॥ ১১।

তুলসী রোপিতা, জলসিক্তা, দৃষ্টা, স্পৃষ্টা হইলে পবিত্র করেন; প্রযত্ন সহকারে আরাধিতা হইলে সমস্ত কাম্যফল প্রদান করিয়া থাকেন।

প্রদক্ষিণং ভ্রমিত্বা যে নমস্কুর্ব্বন্তি নিত্যশঃ।
ন তেষাং দুরিতং কিঞ্চিদক্ষীনমবশিষ্যতে॥ ১২।

যাঁহারা প্রদক্ষিণ ক্রমে চতুর্দ্দিকে ভ্রমণপূর্ব্বক নিত্য তুলসীকে প্রণাম করেন, তাঁহাদের কিছুমাত্র পাপ অবশিষ্ট থাকেনা অর্থাৎ সমস্ত পাপই নষ্ট হইয়া যায়।

পূজ্যমানা চ তুলসী যস্য বেশ্মনি তিষ্ঠতি।
তস্য সর্ব্বানি শ্রেয়াংসি বর্দ্ধন্তেঽহরহঃ সদা॥ ১৩।

যাঁহার আলয়ে তুলসী পূজিতা হইয়া অবস্থান করেন তাঁহার সমস্ত মঙ্গল প্রত্যহ সর্ব্বদা বর্দ্ধিত হয়।

পক্ষে পক্ষে চ দ্বাদশ্যাং সংপ্রাপ্তে তু হরের্দিনে।
ব্রহ্মাদয়োঽপি কুর্ব্বন্তি তুলসীবনপূজনম্॥ ১৪।

প্রতি পক্ষে, দ্বাদশী তিথিতে, হরিবাসরে ব্রহ্মাদি দেবগণও তুলসীবনের পূজা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্যমনসা নিত্যং তুলসীং স্তৌতি যো জনঃ।
পিতৃদেব মনুষ্যাণাং প্রিয়োভবতি সর্ব্বদা॥ ১৫।

অনন্যমনে, নিত্য যে ব্যক্তি নিত্য তুলসীর স্তব করে সে ব্যক্তি পিতৃদেব, মনুষ্যগণের সতত প্রিয় হয়।

রতিং বধ্নামি নান্যত্র তুলসীকাননং বিনা।
সত্যং ব্রবীমি তে সত্যে কলিকালে মম প্রিয়ে॥ ১৬।

অয়ি প্রিয়তমে সত্যভামে! তোমায় সত্য বলিতেছি, কলিকালে তুলসীকানন ভিন্ন অন্যত্র আমি প্রীতি বন্ধন করি না।

হিত্বা তীর্থ সহস্রানি সর্ব্বানপি শিলোচ্চয়ান্।
তুলসীকাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠামি ভাবিনি॥ ১৭।

হে ভাবিনি! সহস্রতীর্থ ও পুণ্য পর্ব্বত সকল পরিত্যাগ করত কলিযুগে, তুলসী কাননে নিত্য অবস্থান করি।

ন ধাত্রী সফলা যত্র ন বিষ্ণুস্তুলসীবনম্।
তং শ্মশানসমং স্থানং সন্তি যত্র ন বৈষ্ণবাঃ॥ ১৮।

যেস্থানে ফলবিশিষ্টা আমলকী নাই, বিষ্ণু কিংবা তুলসীবন নাই ও বৈষ্ণবগণ যেস্থানে অধিষ্ঠান করেন না—তাহা শ্মশানতুল্য।

তুলসীগন্ধমাদায় যত্র গচ্ছতি মারুতঃ।
দিশোদশ চ পূতাঃ স্যু র্ভূতগ্রামাশ্চতুর্দ্দশঃ॥ ১৯।

বায়ু তুলসীগন্ধ গ্রহণপূর্ব্বক যেস্থানে গমন করে, তাহার দশদিক্ ও চতুর্দ্দশ ভূতগ্রাম পবিত্র হইয়া থাকে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলসীবনসম্ভূতা ছায়া পততি যত্র বৈ।
তত্র শ্রাদ্ধং প্রদাতব্যং পিতৃনাং তৃপ্তিহেতবে॥ ২০

তুলসী-কানন-সম্ভূত ছায়া যে স্থানে পতিত হয়, পিতৃগণের তৃপ্তির নিমিত্ত সেই স্থানে শ্রাদ্ধানুষ্ঠান করা কর্ত্তব্য।

তুলসী পূজিতা নিত্যং সেবিতা রোপিতা শুভা।
স্নাপিতা তুলসী যৈস্তু তে বসন্তি মমালয়ে॥ ২১।

যাহাদের কর্ত্তৃক শুভকরী তুলসী নিত্য পূজিত, সেবিত, রোপিত ও স্নাপিত হন তাহারা আমার আলয়ে বাস করে।

সর্ব্বপাপহরং সর্ব্বকামদং তুলসীবনম্।
ন পশ্যতি যমং সত্যে তুলসীবন রোপণাৎ॥ ২২।

তুলসীবন সর্ব্বপাপহারী ও নিখিল কামনাপূরক। অয়ি সত্যভামে! তুলসী-কানন রোপন করিলে যম দর্শন করিতে হয় না।

তুলস্যলঙ্কৃতা যে বৈ তুলসীবনপূজকাঃ।
তুলসী স্থাপকা যে চ তে ত্যজ্যা যমকিঙ্করৈঃ॥ ২৩।

যাহারা তুলসীকে সুশোভিত করে, তুলসী-বনের পূজা করে এবং যাহারা তুলসী স্থাপন করে, যমদূতগণ তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে।

দর্শনং নর্ম্মদায়াস্তু গঙ্গাস্নানং কলৌযুগে।
তুলসীদলসংস্পর্শঃ সমমেতত্ত্রয়ং স্মৃতম্॥ ২৪।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নর্ম্মদা-দর্শন, গঙ্গাস্নান আর তুলসীদল-স্পর্শন কলিযুগে এই তিনটীই সমান পুণ্যপ্রদ বলিয়া কথিত হয়।

দারিদ্র্য-দুঃখ-রোগার্ত্তি-পাপানি সুবহূন্যপি।
হরতে তুলসীক্ষেত্রং রোগানিব হরিতকী॥ ২৫।

হরিতকী যেমন রোগ সকল দূর করে সেইরূপ দারিদ্র্য, দুঃখ, রোগ, শোক এবং বহুপ্রকার পাপও তুলসীক্ষেত্র হরণ করিয়া থাকে।

তুলসীকাননে যস্তু মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ।
জন্মকোটি কৃতাৎ পাপাৎ মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥ ২৬।

যে ব্যক্তি মুহূর্ত্তকালও তুলসী-কাননে বিশ্রাম করে,কোটিজন্মকৃত পাপ হইতে সে মুক্ত হয়, এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

নিত্যং তুলসিকারণ্যে তিষ্ঠামি স্পৃহয়াযুতঃ।
অপি মে ক্ষতপত্রৈকং কশ্চিদ্ ধন্যোঽর্পয়েদিতি॥ ২৭।

কোন ভাগ্যবান ব্যক্তি একটীমাত্র ভগ্নপত্র তুলসী যদি আমায় দান করে, এই অভিলাষে নিত্য তুলসী-কাননে সস্পৃহ হইয়া অবস্থান করি।

তুলসী নাম যো ব্রুয়াৎ ত্রিকালং বদনে নরঃ।
বিবর্ণবদনো ভূত্বা তল্লিপিং মার্জ্জয়েদ্ যমঃ। ২৮।

যে ব্যক্তি ত্রিসন্ধ্যায় 'তুলসী' এই নাম উচ্চারণ করে, ধর্ম্মরাজ বিবর্ণমুখে সেই ব্যক্তির সমস্ত কৃত-কর্ম্ম আপনার পঞ্জিকা হইতে মুছিয়া ফেলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুক্লপক্ষে যদা দেবি তৃতীয়া বুধসংযুতা।
শ্রবণয়া চ সংযুক্তা তুলসী পুণ্যদা তদা॥ ২৯।

হে দেবি! শুক্লপক্ষে, তৃতীয়া তিথিতে, যে সময় শ্রবণা নক্ষত্রের যোগ হয় সেই কালে তুলসী অধিক পুণ্যদায়িনী হন। এই তোমায় সমগ্রা 'তুলসী-গীতা' বলিলাম, শুনিলে তো?

শিষ্য। দেব! আপনার বদনারবিন্দ-গলিত শ্রীতুলসী-মহিমামৃত শ্রবণে আমার পিপাসা বর্দ্ধিত হইতেছে; আপনি পুনরায় বলুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তৃতীয় প্রকাশ

গুরু। বৎস! আমি তোমার 'তুলসী-মাহাত্ম্য' শ্রবণে উত্তরোত্তর আগ্রহাধিক্য দর্শনে আনন্দিত হইলাম। 'শ্রীমহাভাগবত' গ্রন্থে তুলসীমাহাত্ম্য যাহা বর্ণিত হইয়াছে তাহা অধুনা বলিতেছি।

নারদউবাচ।

সাম্প্রতং শ্রোতুমিচ্ছামি তুলস্যা পরমাদ্ভুতম্।
মাহাত্ম্যমপি সংক্ষেপাদ্ রুদ্রাক্ষস্য শিবস্যবৈ ॥ ৩
পূজায়াশ্চ মহাদেব সংক্ষেপাদনুশাধি মে ॥ ৪

নারদ বলিয়াছিলেন।

হে মহাদেব! অধুনা পরমাদ্ভুত তুলসীর মাহাত্ম্য ও সংক্ষেপে রুদ্রাক্ষ, শিব ও পূজার মাহাত্ম্য শুনিতে ইচ্ছা করি, বলুন।

শ্রীমহাদেব উবাচ

তুলস্যাঃ শৃণু মাহাত্ম্যং সংক্ষেপেণ মহামতে।
যচ্ছ্রুত্বা সর্ব্বপাপেভ্যো নরো মুক্তিমবাপ্নুয়াৎ ॥ ৫
তুলসীদ্রুমরূপস্তু ভগবান্ পুরুষোত্তমঃ।
সর্ব্বলোকপরিত্রাতা বিশ্বাত্মা বিশ্বপালকঃ ॥ ৬

শ্রীমহাদেব বলিলেন—হে মহামতে! সংক্ষেপে তুলসী মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, যাহা শ্রবণে মানব সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ভগবান পুরুষোত্তম বিশ্বাত্মা, বিশ্বপালক, সর্ব্বলোক পরিত্রাতা হরিই তুলসীবৃক্ষরূপ ধারণ করিয়াছেন।

দর্শনাৎ স্পর্শনান্নামকীর্ত্তনাদ্ধারণাদপি।
প্রদানাৎ পাপসংহর্ত্রী নরাণাং তুলসী সদা॥ ৭

প্রাতরুত্থায় সুস্নাতো যঃ পশ্যেৎ তুলসীদ্রুমম্।
স সর্ব্বতীর্থ সংদৃষ্টিফলমাপ্নোত্যসংশয়ম্॥ ৮

দৃষ্ট্বা গদাধরং দেবং ক্ষেত্রে শ্রীপুরুষোত্তমে।
যৎপুণ্যং সমবাপ্নোতি তুলসীদর্শনাচ্চ তৎ॥ ৯

দর্শন, স্পর্শন, নামকীর্ত্তন, ধারণ ও শ্রীহরিপদে প্রদান করিলে তুলসী মানবগণের সর্ব্বদা পাপ নষ্ট করিয়া থাকেন।

প্রাতঃকালে উঠিয়া সুস্নাত হইয়া যে ব্যক্তি তুলসী বৃক্ষ দর্শন করে, সে নিশ্চয়ই সর্ব্বতীর্থ দর্শনের ফল লাভ করে।

শ্রীপুরুষোত্তম ক্ষেত্রে গদাধর জগন্নাথ দেবকে দর্শন করিলে যে পুণ্য হয়, তুলসী দর্শনেতে তাহাই হয়।

দিনং তচ্চ শুভং প্রোক্তং তুলসী যত্র দৃশ্যতে।
ন তত্র জায়তে তস্য বিপত্তিঃ কুত্রচিন্মুনে॥ ১০

অপি জন্মান্তরে কৃতং পাপমত্যন্তগর্হিতম্।
বিনশ্যতি মুনিশ্রেষ্ঠ তুলসীবৃক্ষদর্শনাৎ॥ ১১

অশুচির্ব্বা শুচির্ব্বাপি যঃ স্পৃশেৎ তুলসীদলম্।
সর্ব্বপাপ বিনির্মুক্তস্তৎক্ষণাৎ শুদ্ধতামিয়াৎ॥ ১২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রয়াতি চ পদং বিষ্ণোরন্তে দেব সুদুর্লভম্ ।
তুলসীস্পর্শনং স্নানং তুলসীস্পর্শনং তপঃ ।
তুলসীস্পর্শনং মুক্তিঃ তুলসীস্পর্শনং ব্রতম্॥ ১৩

প্রদক্ষিণীকৃতা যেন তুলসী মুনিসত্তম ।
কৃতপ্রদক্ষিণস্তেন বিষ্ণুঃ সাক্ষান্নসংশয়ঃ ॥ ১৪

যে দিনে তুলসী দর্শন হয়, সেই দিন শুভ বলিয়া কথিত হয়। জন্মান্তরকৃত অতি গর্হিত পাপও তুলসী বৃক্ষ দর্শনে বিনষ্ট হয়।

শুচি অথবা অশুচি হইয়াও যে ব্যক্তি তুলসীদল স্পর্শ করে, সর্ব্বপাপ হইতে মুক্ত হইয়া তৎক্ষণাৎ শুদ্ধতা প্রাপ্ত হয় এবং অন্তে বিষ্ণুর সুদুর্লভধামে গমন করে। তুলসী স্পর্শন স্নান, তুলসী স্পর্শন তপস্যা, তুলসী স্পর্শন মুক্তি, তুলসী স্পর্শন ব্রত।

হে মুনিসত্তম! যে নর তুলসী প্রদক্ষিণ করে, সে সাক্ষাৎ বিষ্ণুকে প্রদক্ষিণ করিয়া থাকে, এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

কি প্রকারে তৎক্ষণাৎ শুদ্ধ হয় বুঝিতে পারিয়াছ তো?

শিষ্য। আজ্ঞে হাঁ, তুলসী স্পর্শের দ্বারা সত্ত্বগুণ লাভ হয়, তদ্দ্বারাই পবিত্র হওয়া যায়।

গুরু। এইরূপ অনুক্ষণ দর্শন, স্পর্শন করিতে পারিলে সত্ত্বগুণে স্থিতি লাভ হয়, নচেৎ তুলসীসেবী সাময়িক সত্ত্বগুণ প্রাপ্ত হয়।

তুলসী প্রণমেদ্ যস্তু ভক্ত্যা মানবসত্তমঃ ।
স যাতি বিষ্ণোঃ সাযুজ্যং ন পুনঃ প্রপতেৎ ক্ষিতৌ ॥ ১৫

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যে মানবশ্রেষ্ঠ ভক্তিসহকারে তুলসীকে প্রণাম করে সে বিষ্ণু সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়—পুনর্ব্বার আর তাহাকে পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করিতে হয় না।

তুলসীকাননং যত্র তত্র সাক্ষাজ্জনার্দ্দনঃ।
লক্ষ্মীসরস্বতীযুক্তো মোদতে মুনিসত্তম॥ ১৬

যত্রবিষ্ণুর্জ্জগন্নাথঃ সর্ব্বদেবময়ঃ প্রভুঃ।
তত্রাহং সহ রুদ্রাণ্যা সাবিত্র্যাচ প্রজাপতিঃ॥ ১৭

তস্মাত্তৎ পরমং স্থানং দেবানামপি দুর্লভম্।
যো গচ্ছেৎ স ব্রজেদ্ বিষ্ণোর্বৈকুণ্ঠনগরং মুনে॥ ১৮

স্নাত্বা প্রমার্জ্জয়েদ্ যস্তু তৎ ক্ষেত্রং পাপনাশনম্।
সোঽপি পাপবিনির্ম্মুক্তঃ স্বর্গলোকমবাপ্নুয়াৎ॥ ১৯

হে মুনিসত্তম! যে স্থানে তুলসী কানন আছে, সেইস্থানে জনার্দ্দন লক্ষ্মী সরস্বতীর সহিত আনন্দে বিহার করেন; যেস্থানে সর্ব্বদেবময়, জগন্নাথ, প্রভু বিষ্ণু অবস্থান করেন, তথায় আমি রুদ্রাণীর সহিত ও ব্রহ্মা সাবিত্রীর সহিত অবস্থিত। তজ্জন্য সেই পরম পবিত্র স্থান দেবগণের দুর্লভ। হে মুনে! সেই স্থানে যে গমন করে, সে বৈকুণ্ঠ নগরে গমন করিয়া থাকে। স্নান করিয়া যে ব্যক্তি পাপ নাশন সেই ক্ষেত্র প্রমার্জ্জন করে সেও পাপ হইতে মুক্ত হইয়া স্বর্গলোক প্রাপ্ত হয়।

যঃ কুর্য্যাত্তুলসীমূল মৃদা তিলকমুত্তমম্।
কপালে কণ্ঠদেশে চ কর্ণয়োঃ কবচদ্বয়ে॥ ২০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্রহ্মরন্ধ্রে হৃদি পৃষ্ঠে পার্শ্বয়োর্নাভিদেশকে।
স পুণ্যাত্মা মুনিশ্রেষ্ঠ বিজ্ঞেয়ো বৈষ্ণবোত্তমঃ॥ ২১
তুলসী পুষ্পবৃন্দেন পূজয়েদ্ যো জনার্দ্দনম্।
সোঽপ্যুক্তো বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠঃ সর্ব্বপাপবিবর্জ্জিতঃ॥ ২২
বৈশাখে কার্ত্তিকে মাঘে প্রাতঃ স্নাত্বা বিধানতঃ।
যো দদাতি সুরেশায় বিষ্ণবে পরমাত্মনে॥

যে ব্যক্তি তুলসীমূলের মৃত্তিকা দ্বারা কপালে, কণ্ঠদেশে, কর্ণ ও কবচদ্বয়ে, ব্রহ্মরন্ধ্রে, হৃদয়ে, পৃষ্ঠে, পার্শ্বদ্বয়ে, নাভিদেশে উত্তম তিলক করে, হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই পুণ্যাত্মাকে বৈষ্ণবোত্তম বলিয়া জানিবে। তুলসীপুষ্পসমূহের দ্বারা যে জনার্দ্দনকে পূজা করে, সেও সর্ব্বপাপ বিবর্জ্জিত বৈষ্ণবশ্রেষ্ঠ বলিয়া উক্ত হয়। বৈশাখ, কার্ত্তিক ও মাঘ মাসে যথাবিধানে প্রাতঃস্নান করিয়া সুরেশ্বর, পরমাত্মা বিষ্ণুকে যে ব্যক্তি তুলসীপত্র দান করে, তাহার অনন্ত পুণ্যলাভ হয়।

গবামযুতদানস্য বাজপেয় শতস্য চ।
যৎ ফলং তৎ সমাপ্নোতি কার্ত্তিকে পূজয়ন্ হরিম্॥
তুলসীপত্রকৈস্তদ্বত্তুলসীপুষ্পকৈরপি।
তুলসীকাননে যস্তু জগন্নাথং সমর্চ্চয়েৎ।
মহাক্ষেত্রকৃতায়াশ্চ পূজায়াঃ ফলমাপ্নুয়াৎ॥

অযুত গোদান, শত বাজপেয় যজ্ঞের যে ফল, কার্ত্তিক-মাসে হরিকে পূজা করিলে সেই ফল প্রাপ্ত হয়। যে ব্যক্তি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলসী পত্রের দ্বারা, সেইরূপ তুলসী পুষ্পের দ্বারা, তুলসী-কাননে জগন্নাথকে পূজা করে সে মহাক্ষেত্রকৃত পূজার ফল প্রাপ্ত হয়।

তুলসীরহিতং নৈব কর্ম্ম কুর্য্যাদ্ বিচক্ষণঃ।
কুর্ব্বন্নকর্ম্মণস্তস্য সম্যক্ ফলমবাপ্নুয়াৎ ॥
তুলসীরহিতা সন্ধ্যা কালাতীতেব নিষ্ফলা।

বিচক্ষণ ব্যক্তি তুলসীরহিত কোন কর্ম্ম করিবে না; করিলে সেই কর্ম্মের সম্যক ফল প্রাপ্ত হইবে না। তুলসীরহিতা সন্ধ্যা কালাতীতার ন্যায় নিষ্ফলা।

তুলসীবৃন্দমধ্যে তু নির্ম্মায় হরিমন্দিরম্।
তৃণেনেষ্টকবৃন্দৈর্ব্বা তত্র যঃ স্থাপয়েদ্ধরিম্ ॥
নিয়তং সেবনাসক্তঃ স হরেঃ সাম্যতামিয়াৎ।
যস্তু তুলসীবৃক্ষং বিষ্ণুরূপং বিভাব্য চ।
ত্রিধৈবং প্রণমেন্মর্ত্ত্যঃ স তস্য সমতাং ব্রজেৎ ॥
নমস্তে দেবদেবেশ সুরাসুর জগদ্গুরো।
ত্রাহি মাং ঘোরসংসারান্নমস্তেঽস্তু সদা মম ॥
যস্তু শ্রীতুলসীং মর্ত্ত্যঃ প্রণমেত্তারিণী ধিয়া।
ত্রিধা প্রদক্ষিণীকৃত্য সপ্তধারা মহামতে।
মন্ত্রেনানেন সদ্ভক্ত্যা স তরেদ্ ঘোরসংসারাৎ ॥

তুলসী সমূহ মধ্যে তৃণ অথবা ইষ্টকের দ্বারা হরিমন্দির নির্ম্মাণ করত সেই স্থানে যে ব্যক্তি হরিকে স্থাপনা করে, সেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিয়ত হরিসেবা-পরায়ণ মানব হরির সাম্যতা প্রাপ্ত হয়। যে নর তুলসীবৃক্ষকে বিষ্ণুরূপ বিশেষরূপে ভাবনা করিয়া কায়-মন বাক্যের দ্বারা প্রণাম করে, সে তাঁহার সমতা প্রাপ্ত হয়। হে দেব-দেবেশ! হে সুরাসুর জগদ্‌গুরো! তোমায় প্রণাম করি, আমায় ঘোর সংসার হইতে ত্রাণ কর, আমি তোমায় সর্ব্বদা নমস্কার করিতেছি। যে মানব শ্রীতুলসীকে তারিণী বোধে তিনবার অথবা সপ্তবার ভক্তিসহকারে এই মন্ত্রের দ্বারা প্রদক্ষিণ করে, সে ঘোর সংসার হইতে উত্তীর্ণ হয়।

ত্রৈলোক্য নিস্তার পরায়ণে শিবে
যথৈব গঙ্গাসরিতাং বরা স্বয়ম্।
তথৈব লোকত্রয় পাবনার্থম্
দ্রুমেষু সাক্ষাত্তুলসী স্বরূপিণী॥
ত্বং ব্রহ্মাবিষ্ণুপ্রমুখৈঃ সুরোত্তমৈঃ
পুরার্চ্চিতা বিশ্বপবিত্র হেতবে।
জাতা ধরণ্যাং জগদেক বন্দ্যে
নমামি ভক্ত্যা তুলসীং প্রসীদ॥

হে ত্রৈলোক্যনিস্তারপরায়ণে শিবে! যেরূপ ত্রিলোক পাবনী স্বয়ং গঙ্গা নদীগণের মধ্যে প্রধানা, সেইরূপ ত্রিলোক পবিত্র করিবার জন্য বৃক্ষ সকলের মধ্যে সাক্ষাৎ তুলসী-স্বরূপিণী তুমি। ব্রহ্মা, বিষ্ণু, প্রমুখ সুরশ্রেষ্ঠগণ কর্ত্তৃক তুমি পূর্ব্বে অর্চ্চিতা হইয়াছিলে। হে জগতের মধ্যে একমাত্র বন্দনীয়ে! বিশ্ব পবিত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিবার জন্য তুমি ধরণীতে উৎপন্না হইয়াছ, তোমাকে ভক্তি-সহকারে প্রণাম করিতেছি, তুমি প্রসন্না হও।

এবং যে প্রনমন্ত্যেনাং প্রত্যহং মুনিসত্তম।
তস্য সর্ব্বার্থদাদেবী যত্র কুত্রাপি তিষ্ঠতঃ॥
তুলসী সর্ব্বদেবানাং পরমপ্রীতিবর্দ্ধিনী।
সর্ব্বদেবাধিসংস্থানং যত্রাস্তে তুলসীবনম্॥
পিতরোঽপি পরং প্রীত্যা বসন্তে তুলসীবনে।
অবশ্যং তুলসীদেয়া পিতৃদেবার্চ্চনাদিষু॥
অদত্ত্বা মনুজৈঃ সম্যঙ্ন কর্ম্মফলমাপ্যতে।
বিষ্ণোস্ত্রৈলোক্যনাথস্য পিতৃনাঞ্চ বিশেষতঃ॥
সর্ব্বেষামেব দেবানাং দেবীনাঞ্চ মহামতে।
পরমপ্রীতিদা জ্ঞেয়া তুলসী লোকমুক্তিদা॥
তস্মাদ্ধি তুলসী দেয়া দৈবে পৈত্র্যে চ কর্ম্মণি।
যত্রাস্তি তুলসীবৃক্ষস্তত্র ভাগিরথী স্বয়ম্॥
তীর্থৈঃ সমস্তৈঃ সহিতা বসতিং কুরুতে সদা॥
তস্মাত্তত্র মুনিশ্রেষ্ঠ দেহং সন্ত্যজতাং নৃণাম্।
গঙ্গায়াং মরণে যাদৃক্ ফলং স্যাত্তাদৃগেব হি॥

হে মুনিসত্তম! এইরূপভাবে যাহারা তুলসীকে প্রণাম করে, তাহারা যে কোন স্থানে থাকুক না কেন তুলসীদেবী তাহাদের সর্ব্বার্থ দান করেন। তুলসী সমস্ত দেবতাগণের পরম-প্রীতি বর্দ্ধনকারিণী। যে স্থানে তুলসীকানন আছে সেই স্থান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
Shri Shri Ma Anandamayee Ashram

সমস্ত দেবগণের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। পিতৃগণও পরম প্রীতিসহকারে তুলসীবনে বাস করেন। পিতৃদেবগণের অর্চ্চনাকালে তুলসী অবশ্য দান করা কর্ত্তব্য। তুলসী দান না করিলে মানব সম্যক কর্ম্মফল প্রাপ্ত হয় না। হে মহামতে! ত্রৈলোক্যনাথ বিষ্ণুর, বিশেষত পিতৃগণের এবং সমস্ত দেব ও দেবীগণের লোকমুক্তি-দায়িনী তুলসী পরম প্রীতিদায়িনী বলিয়া জানিবে। সেইজন্যই দৈব ও পৈত্র্যকার্য্যে অবশ্য তুলসী দানযোগ্যা।

যে স্থানে তুলসী-বৃক্ষ আছে, সেই স্থানে সমস্ত তীর্থের সহিত স্বয়ং ভাগিরথী নিত্য বাস করিয়া থাকেন। সেই হেতু হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সেই স্থানে দেহত্যাগকারী মানবগণের গঙ্গামরণের সমান ফল হয়।

ধাত্রীবৃক্ষশ্চ চেত্তত্র বর্ত্ততে বহুভাগ্যতঃ।
তদাধিকতরং জ্ঞেয়ং স্থলং তদ্ বহুপুণ্যদম্॥
তত্র দেহভৃতাং দেহপরিত্যাগান্মহামুনে।
অজ্ঞানতোঽপি মুক্তিঃ স্যাৎ সত্যং সত্যং ন সংশয়ঃ॥
এতয়োঃ সন্নিধৌ যত্র বিল্ববৃক্ষোঽপি বিদ্যতে।
তৎস্থানং হি মহাতীর্থং সাক্ষাদ্ বারাণসীসমম্॥
তত্র সম্পূজয়েচ্ছম্ভোর্দেব্যা বিষ্ণোশ্চ ভাবতঃ।
বহুপুণ্যপ্রদং জ্ঞেয়ং মহাপাতকনাশনম্।
তত্রৈকং বিল্বপত্রং যো মহেশায় নিবেদয়েৎ।
তথা বিষ্ণুং সুসম্পূজ্য তুলস্যামলকীদলৈঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রযাতি বিষ্ণুসাযুজ্যং সত্যমেব মহামতে ॥
ন পুনর্জন্ম চাপ্নোতি তৎ ক্ষেত্রস্য প্রভাবতঃ।
ইত্যুক্তং তে মুনিশ্রেষ্ঠ মাহাত্ম্যং বৈ সমাসতঃ।
য ইদং শৃণুয়ান্নিত্যং সোঽপি স্বর্গমবাপ্নুয়াৎ ॥

যদি সেই স্থানে, বহু সৌভাগ্যবশে ধাত্রীবৃক্ষ থাকে, সেই পুণ্যদ স্থান তাহা হইতে অধিকতর জ্ঞাতব্য। হে মহামুনে! সেই স্থলে দেহীগণের অজ্ঞানে দেহ পরিত্যাগেও মুক্তি হয়; ইহা সত্য, সত্য; কোন সংশয় নাই। এই দুই বৃক্ষের নিকটে, যেস্থানে বিল্ববৃক্ষও বিদ্যমান থাকে, সেই স্থান সাক্ষাৎ বারাণসীর ন্যায় মহাতীর্থ। ভক্তিভাবে সেই স্থলে শম্ভু, দেবী ও বিষ্ণুর পূজা মহাপাতকনাশন ও বহুপুণ্যপ্রদ বলিয়া জানিবে। সেই স্থানে যে ব্যক্তি একটী বিল্বপত্র মহেশ্বরকে নিবেদন করে—সেইরূপ তুলসী এবং আমলকীপত্রের দ্বারা বিষ্ণুর পূজা করে, হে মহামতে! সত্যই সে ব্যক্তি বিষ্ণু-সাযুজ্য প্রাপ্ত হয়; সেই ক্ষেত্র-প্রভাবে পুনর্জ্জন্ম লাভ করে না। হে মুনিশ্রেষ্ঠ! সংক্ষেপে তুলসীর মাহাত্ম্য বলিলাম। যে ব্যক্তি ইহা শ্রবণ করে সেও স্বর্গ প্রাপ্ত হয়। শুনিলে বৎস তুলসীমাহাত্ম্য?

শিষ্য। আমি ধন্য হইলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চতুর্থ প্রকাশ

শিষ্য। দেব। শ্রুতি তুলসী সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছেন কি ?

গুরু।

অরে বেদেতিহাসাশ্চ পুরাণান্যখিলানি চ।
ব্রহ্মনিশ্বসিতানীতি প্রাহ মাধ্যান্দিন শ্রুতি ॥

মাধ্যান্দিন শ্রুতি বলিয়াছেন—বেদ, ইতিহাস, অখিল পুরাণ এ সমস্তই ব্রহ্ম নিশ্বসিত, সমাধিস্থ ব্রহ্মার বদন কমল হইতে স্বতঃ নির্গত। পুরাণে সংশয় করিবার কিছু নাই, পুরাণ বেদের উপবৃংহন রুচির ব্যাখ্যান।

শিষ্য। আপনার শ্রীমুখে পুরাণ-বিষয়িনী বার্ত্তা শ্রবণ করত পুরাণ-শাস্ত্র যে কাল্পনিক নহে ইহা বিশ্বাস করিবার জন্য ব্যাকুল হইয়াছি, তবে এখনও সম্পূর্ণ পারি নাই। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার পুরাণাদি শাস্ত্রে অচলা শ্রদ্ধা হয়। আমার ইহা স্থির-নিশ্চয় হইয়াছে যে শাস্ত্রপথ আত্মলাভের নিরাপদ রাজমার্গ। এপথ একান্তভাবে অবলম্বনে অবশ্য কৃতার্থ হইতে পারিব।

গুরু। শ্রীভগবৎ কৃপায় তোমার শাস্ত্র-শ্রদ্ধা সুদৃঢ়া হউক। তুমি ভগবচ্চরণে অব্যভিচারিণী ভক্তি লাভ কর। শ্রুতিতে তুলসীর কথা আছে বৈ কি। বাসুদেবোপনিষদে দেখা যায়—

যো গোপীচন্দনাভাবে তুলসীমূলমৃত্তিকাম্।
মুমুক্ষুর্ধারয়েন্নিত্যমপরোক্ষাত্মসিদ্ধয়ে ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পবিত্র গোপীচন্দনের অভাবে তুলসীমৃত্তিকা দ্বারা উর্দ্ধপুণ্ড্র, মুমুক্ষু প্রত্যক্ষ আত্মসিদ্ধির জন্য ধারণ করিবে।

শিষ্য। উর্দ্ধপুণ্ড্র কি মুমুক্ষুকেও ধারণ করিতে হয়?

গুরু। নিশ্চয়ই। ব্রহ্মচারী, গৃহী, বানপ্রস্থী, যতী, পরমহংস সকলেরই উর্দ্ধপুণ্ড্র অবশ্য ধার্য্য। উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণে বিষ্ণু-সাযুজ্য লাভ হয়, মুক্ত হয়, সংসারে আর পুনরাগমন করিতে হয় না।

শিষ্য। সকল আশ্রমের কি একই প্রকার উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণের নিয়ম?

গুরু। না, বাসুদেবোপনিষৎ বলিয়াছেন—ব্রহ্মচারী অথবা বানপ্রস্থ ললাটে, হৃদয়ে, কণ্ঠে ও বাহুমূলে বৈষ্ণব-গায়ত্রী কিম্বা কৃষ্ণাদি নামের দ্বারা তিলক ধারণ করিবে। গৃহস্থ ললাটাদি দ্বাদশ স্থলে অনামিকা অঙ্গুলি দ্বারা, বৈষ্ণব-গায়ত্রী অথবা কেশবাদি নামের দ্বারা তিলক ধারণ করিবে। যতী প্রণবের দ্বারা শির, ললাট, হৃদয়ে উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে। পরমহংস প্রণবের দ্বারা ললাটে এক উর্দ্ধপুণ্ড্র ধারণ করিবে। তিলক ধারণের প্রশংসা শাস্ত্র বহু করিয়াছেন। যদি ভগবদিচ্ছা হয় তাহা হইলে ইহার আলোচনা করিব। তুলসীর সম্বন্ধে রামরহস্যোপনিষদে কথিত হইয়াছে—

শ্রীরামসন্নিধৌ মৌনী মন্ত্রার্থমনুচিন্তয়ন্।
ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে স্থিত্বা স্বস্তিকাদ্যাসনং ক্রমাৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলসীপারিজাতশ্রীবৃক্ষমূলাদিকস্থলে।
পদ্মাক্ষ তুলসীকাষ্ঠ রুদ্রাক্ষ কৃত মালয়া।
মাতৃকা মালয়া মন্ত্রী মনসৈব মনুং জপেৎ॥ ইত্যাদি

বাসুদেবোপনিষৎ এবং রামরহস্যোপনিষদ তুলসীমূল মৃত্তিকা, তুলসীবৃক্ষমূল এবং তুলসীকাষ্ঠের মালা যে অতি পবিত্র এবং মন্ত্রসিদ্ধির অনুকূল তাহা বলিলেন। পুরশ্চরণাদির দ্বারা—

ততঃ সিদ্ধমনুর্ভূত্বা জীবন্মুক্তো ভবেন্মুনিঃ॥

মন্ত্রসিদ্ধ হইয়া মানব জীবন্মুক্ত হইতে পারে।

শ্রুতিতে যাহা নাই, সে কথা পুরাণে থাকিতে পারে না। শ্রুতিতে যাহা সূত্রাকারে আছে, পুরাণে তাহা বিস্তৃতভাবে উল্লিখিত হইয়াছে। আচ্ছা, এইবার তন্ত্রে তুলসীর সম্বন্ধে যাহা বিবৃত আছে শ্রবণ কর।

মৎস্যসূক্ত ষোড়শপটল।

সর্ব্বেভ্যঃ পত্রপুষ্পেভ্যো বরিষ্ঠা তুলসী প্রিয়ে।
সর্ব্বকামপ্রদা শুদ্ধা বৈষ্ণবী বিষ্ণুবল্লভা॥
ভুক্তিমুক্তিপ্রদা দেবী সর্ব্বলোকহিতাপরা।
যামাশ্রিত্য গতাঃ স্বর্গমক্ষয়ং পরমেশ্বরি॥

শিব শঙ্করীকে বলিতেছেন—হে প্রিয়ে! সমস্ত পত্র-পুষ্প হইতে তুলসী শ্রেষ্ঠা, সর্ব্বকামপ্রদা, শুদ্ধা, বৈষ্ণবী, বিষ্ণুপ্রিয়া, ভোগ-মোক্ষদায়িনী, সমস্ত লোকের হিতকরী, উৎকৃষ্টা, হে পরমেশ্বরি! যাঁহাকে আশ্রয় করিয়া অনেক লোক স্বর্গে গমন করিয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হিতার্থং সর্ব্বলোকানাং পৃথিব্যাঃ রোপিতাপুরা।
যথা বিষ্ণুপ্রিয়া লক্ষ্মীর্যথা ত্বং হরবল্লভা॥
তথেয়ং তুলসী দেবী চতুর্থী নোপপদ্যতে।
যথা গঙ্গা পবিত্রাহি সর্ব্বলোকবিমোক্ষদা।
তথেয়ং সর্ব্বপাপানাং তুলসী পাপহারিণী॥
সমঞ্জরী দলৈ র্যেন তুলস্যা বিষ্ণুরর্চ্চিতঃ।
তস্য পুণ্যফলং দেবি কথিতুং নৈব শক্যতে॥
তুলস্যাঃ কুসুমে নৈব পূজয়েদ্ গরুড়ধ্বজম্।
করপত্রং সমং যস্মাদ্ বীর্য্যযুক্তং বরাননে॥

সমস্ত লোকের হিতের জন্য ইনি পূর্ব্বকালে পৃথিবীতে রোপিতা হইয়াছিলেন, যেমন লক্ষ্মী বিষ্ণুপ্রিয়া, যেরূপ তুমি হর-বল্লভা সেইরূপ তুলসীদেবী। চতুর্থী আর কেহ নাই। যেরূপ সমস্ত লোকের মুক্তিদায়িনী পবিত্রা গঙ্গা, সেইরূপ ইনি নিখিল পাপীর পাপহারিণী। মঞ্জরী সহিত তুলসী পত্রের দ্বারা যে ব্যক্তি বিষ্ণুপূজা করে, তাহার পুণ্যফল বলিতে পারা যায় না। কিন্তু তুলসীকুসুমের দ্বারা গরুড়ধ্বজের অর্চ্চনা করিবে না; যেহেতু বীর্য্যযুক্ত, সেইজন্য তাহা করপত্রের (করাতের) ন্যায় পীড়াদায়ক।

ত্রিষু লোকেষু বিখ্যাতা সর্ব্বপাপ প্রণাশিনী।
সর্ব্বকামপ্রদা দেবী সর্ব্বমঙ্গলকারিণী॥
সংসার সাগরে ঘোরে তুলসী নৌস্বরূপিনী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবানাং শিবদুর্গায়াঃ পরং তুষ্টিপ্রদায়িনী।
কল্মষৌঘাতুরাণাঞ্চ সেয়মেকা মহৌষধিঃ॥

ত্রিলোক বিখ্যাতা, সমস্ত পাপনাশিনী, সর্ব্ব কামদাত্রী, সকল মঙ্গলকারিণী তুলসী ঘোর সংসার সাগরে নৌকা স্বরূপিণী, দেবগণের ও শিবদুর্গার পরম সন্তোষ প্রদায়িনী, পাপ-রোগ-পীড়িত-গণের ইনি একমাত্র মহৌষধি।

তত্রৈবোদাহরন্তীমমীতিহাসং পুরাতনম্।
মরীচি রাম সংবাদং তচ্ছৃণুষ্ব বরাননে॥

সেইস্থানে এই পুরাতন ইতিহাস, 'মরীচি-রাম-সংবাদ' উদাহৃত হইয়াছে, হে বরাননে! তাহা শ্রবণ কর।

পুরাকালে রঘুকুলপতি রামচন্দ্র প্রতিদিন যথাকালে মরীচি মুনির পূজা করিয়াছিলেন। অচিরকাল মধ্যে সেই মুনিশ্রেষ্ঠ সন্তুষ্ট হইয়া, পরাৎপরা, দিব্যা মালা শ্রীরামকে দান করিয়াছিলেন। শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকে তুলসীবন-জাতা, মঞ্জরীপুঞ্জধারিণী, চতুর্ব্বেদময়ী দিব্যা মালা অর্পণ করেন। ভগবান মঞ্জরী-পত্রশালিনী সেই মালা গ্রহণপূর্ব্বক দর্শন করত ক্রোধিত হইয়া মুনিপুঙ্গবকে বলিয়াছিলেন—

অহো কিমবলেপোহয়ং ব্রাহ্মণস্য মহাত্মনঃ।
বনস্পতেঃ পত্রজাতং কথং দত্তং মমোপরি॥
আশীর্ব্বাদ দ্বিজাতীণাং গ্রাহ্যো মতিমতামিতি।
অতোহহং মুনিশার্দ্দূল অবলেপং বহামি তে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অহো! মহাত্মা ব্রাহ্মণের কি গর্ব্ব, অবজ্ঞা! বনস্পতির পত্রসমূহ কি হেতু আমার উপর দিলেন? ব্রাহ্মণগণের আশীর্ব্বাদ মতিমানগণের অবশ্য গ্রাহ্য, এইজন্য হে মুনিশার্দ্দূল! আপনার অবজ্ঞা বহন করিতেছি।

রামের এই বাক্য শ্রবণ করত আশু তুলসীদেবী রোষান্বিত রঘুনন্দনকে অভিশাপ দিলেন।

যস্মান্মদাপলেপেন শিরসো মাং বিমুক্তবান্।
তস্মাদ্ রাজেন্দ্র বৈদেহ্যা বিয়োগস্তে ভবিষ্যতি॥

হে রাজেন্দ্র! যেহেতু মদগর্ব্বে মস্তক হইতে আমাকে বিমুক্ত করিয়াছেন সেইজন্য আপনার বৈদেহীর সহিত বিয়োগ হইবে।

শাপদায়িনী তুলসীদেবী এবং সক্রোধনয়ন সীতাবল্লভ শ্রীরামচন্দ্রকে মহামতি মরীচি এই কথা বলিয়াছিলেন।

সুপ্রসীদ মহারাজ ব্রজামি শরণং তব।
কথয়ামি পুরাবৃত্তং বিচিত্রং মুনিভাষিতম্॥

এষা হি তুলসীমালা ময়াদত্তা সুরেশ্বর।
অস্যা বিচিত্র মাহাত্ম্যং মত্তঃ সর্ব্বং নিশাময়॥

হে মহারাজ! আপনি সুপ্রসন্ন হউন। আমি আপনার শরণ গ্রহণ করিতেছি। বিচিত্রমুনি কথিত পুরাবৃত্ত বলিতেছি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রবণ করুন। হে সুরেশ্বর! এই তুলসীমালা আমি দান করিয়াছি, ইহার অদ্ভুত মাহাত্ম্য আমার নিকট শ্রবণ করুন।

ইয়ং হি বৃক্ষরূপেন মহালক্ষ্মী প্রতিষ্ঠিতা।
ব্রাহ্মীয়ং পরমাশক্তি র্ব্রহ্মণোরোমসম্ভবা।
ঋগ্ যজুঃ সাম বেদাদ্যাঃ শাখাচরণসম্মিতাঃ।
যথা গঙ্গা যথা গীতা গায়ত্রী চ যথামতা।
পদ্মযোনেঃ সমুদ্ভূতা তথেয়ং লোকপাবনী।
যত্রৈষা তিষ্ঠতে সম্যক্ তত্র লক্ষ্মীঃ প্রতিষ্ঠিতা।
ইমাং বিনা তথা লক্ষ্মীবিনাশায়োপজায়তে।
এবং সৃষ্টা জগন্মাতা তুলসী ব্রহ্মণা স্বয়ম্।
লোকানাং পাবনার্থায় পৃথিব্যামবতারিতা।
এনামারাধ্য দেবেশো মহাদেবো জগৎপতিঃ।
অসুরং ঘোরনামানমজয়দ্ রণসঙ্কুলে।

এই তুলসীবৃক্ষরূপে মহালক্ষ্মী অবস্থিতা। ব্রহ্মার রোম-সম্ভূতা ইনি পরমা ব্রাহ্মীশক্তি। ঋগ, যজু, সামাদি বেদের আদ্যা শাখা চরণ সম্মিতা। যেরূপ গঙ্গা-গীতা ও যেমন গায়ত্রী পদ্মযোনী ব্রহ্মা হইতে সমুৎপন্না সেইরূপ লোকপাবনী তুলসীও তাঁহা হইতে সঞ্জাতা। যে স্থানে ইনি অবস্থান করেন, লক্ষ্মী সেই স্থলে প্রতিষ্ঠিতা থাকেন। তুলসী বিনা লক্ষ্মী বিনাশের নিমিত্ত হন। এইরূপ স্বয়ং ব্রহ্মা জগন্মাতা তুলসীকে সৃজন করিয়া লোক সকলের পবিত্রতার জন্য পৃথিবীতে অবতরণ করাইয়াছেন। ইহাকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আরাধনা করিয়া জগৎপতি দেবেশ মহাদেব ঘোর নামক অসুরকে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন।

এবমেষা মহাদেবী তুলসী বিশ্বরূপিনী।
তমপ্যারাধয়স্বৈনাং বিজয়ং প্রাপ্স্যসি ধ্রুবম্॥
এতচ্ছ্রুত্বা তু বচনং মহর্ষের্ম্মধুসূদনঃ।
জয়ায় শিরসা মালাং প্রণিপত্য চ সাদরম্।
জগ্রাহ বিটপন্তস্যাঃ সর্ব্বকামফলপ্রদম্।
ততস্তং ধর্ম্মমাস্থায় জগাম স্বগৃহং প্রতি।
রোপয়িত্বা যথান্যায়ং পূজয়ামাস রাঘবঃ।
ততস্তস্যাঃ প্রভাবেন ভগবান্ রঘুনন্দনঃ।
যাতুধানং মহাবীর্য্যং জিতবান্ রাবণং রণে।

এই মহাদেবী বিশ্বরূপিনী তুলসী ঈদৃশী। তুমিও ইহাকে আরাধনা কর, নিশ্চয়ই বিজয়প্রাপ্ত হইবে। মধুসূদন মহর্ষির এই বাক্য শ্রবণ করিয়া জয়ের জন্য মস্তকের দ্বারা সাদরে মালাকে প্রণাম করত তাঁহার সর্ব্বকামপ্রদ বৃক্ষ গ্রহণ করিলেন; তদনন্তর সেই ধর্ম্ম-বৃক্ষ গ্রহণ পুরঃসর স্বগৃহে গমন করিলেন। রামচন্দ্র যথাবিধি তুলসী বৃক্ষ রোপণ করত পূজা করেন। ভগবান রঘুনন্দন তাঁহার প্রভাব হেতু মহাবলবান রাক্ষস রাবণকে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন।

যে চার্চ্চয়ন্তি মনুকা রোপয়ন্তি যথাবিধি।
কীর্ত্তয়ন্তি চ যে লোকা স্তেষাং সিদ্ধির্ভবিষ্যতি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সজলং তুলসীপত্রং শিরসা ধারয়ন্তি যে।
অর্ঘ্যং দত্ত্বা নমস্কৃত্য মুক্তিস্তেষাং করে স্থিতা॥

যে মানবগণ যথাবিধি তুলসী রোপণ, পূজা করে এবং যাহারা তাঁহার গুণকীর্ত্তন করে, তাহাদের সিদ্ধি লাভ হয়। অর্ঘ্যদানপূর্ব্বক নমস্কার করত যাহারা সজল তুলসী-পত্র মস্তকে ধারণ করে তাহাদের মুক্তি হস্তস্থিতা জানিবে।

শিষ্য। তুলসী বৃক্ষ কোথায় রোপণ করিতে হয়?

গুরু।

নদীতীরে শ্মশানে চ উষরে ম্লেচ্ছসন্নিধৌ।
এষু বৈ রোপণং কৃত্বা যাতি কর্ত্তা যমালয়ম্॥

নদীতীরে, শ্মশানে, উষর ভূমিতে, ম্লেচ্ছগণের নিকট তুলসী রোপণ করিলে রোপণ কর্ত্তা যমালয়ে গমন করে। এই সমস্ত স্থানে রোপণ করিতে নাই। একটী বৃক্ষ রোপণ গৃহের ঈশান কোনেই যথাবিধি কর্ত্তব্য। তুলসী-কানন করিতে হইলে পবিত্র স্থান নির্ব্বাচনপূর্ব্বক করা বিধেয়।

শিষ্য। তুলসী রোপণের বিধি কি প্রকার?

গুরু।

গৃহস্যৈশান্যপুরতঃ খনিত্বা তালমাত্রকম্।
পঞ্চগব্য ময়ূরাণ্ডং ক্ষিপ্তা তত্র দিনাগমে॥
রোপয়িত্বা নিশাভাগে সূত্রেনাবেষ্ট্য সপ্তধা।
তন্মূলে পিণ্ডিকাং কৃত্বা হস্তমাত্র সুবর্ত্তুলাম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গৃহের ঈশান কোনের দিকে তালমাত্র খনন করত সেইস্থানে পঞ্চগব্য ও ময়ূরাণ্ড ক্ষেপন করিয়া দিবসে রোপণ পূর্ব্বক নিশাভাগে সূত্রের দ্বারা সপ্তধা বেষ্টনান্তর তাহার মূলে হস্তপ্রমাণ সুবর্ত্তুল পিণ্ডিকা নির্ম্মাণ করিয়া তারপর চতুষ্কোণ বেদী প্রস্তুত করিতে হয়। মতিমান নর বারিধারা দিয়া গন্ধপুষ্প, ধূপ, ঘৃত, প্রদীপ পায়স, দধ্যন্নাদির দ্বারা যথাবিধি পূজা করনান্তর ঐশ্বর্য্যলাভ কামনায় "তুলস্যৈ নমঃ" এই মন্ত্রে অর্ঘ্যদান করিবে। শঙ্খস্থিত জল, দুর্ব্বা, অক্ষত, চন্দন, কুশাগ্র, পুষ্প ইত্যাদি দ্বারা অর্ঘ্যদান কর্ত্তব্য।

শিষ্য। মৎস্যসূক্তে ধ্যান কিরূপ উল্লিখিত আছে?

গুরু।

ধ্যায়েদ্দেবীং নবশশিমুখীং পক্কবিম্বাধরোষ্ঠীং
বিদ্যোতন্তীং কুচযুগভরানম্র কল্লাঙ্গযষ্টিম্।
ঈষদ্ধাস্যোল্লষিতবদনাং চন্দ্র সূর্য্যাগ্নিনেত্রাং
শ্বেতাঙ্গীং তামভয়বরদাং শ্বেতপদ্মাসনাস্থাম্॥

শিষ্য। সুন্দর ধ্যান, ইহার স্তব কিরূপ?

গুরু। ঈশ্বর উবাচ।

ইন্দ্রাদ্যৈঃ সকলৈর্দেবৈ রর্চ্চিতাং সুরসুন্দরীম্।
ভক্তানাং বরদাং বন্দে তুলসীং সৌমারূপিনীম্। ১
নাদ বিন্দু কলাতীতাং মুণ্ডমালাং তপস্বিনীম্।
বাসুদেব রতাং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিনীম্॥ ২
সর্ব্বদেবময়ীং দেবীং বেদগর্ভাং মনোরমাম্।
যোগগম্যামহং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিনীম্॥ ৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুরাসুর বিশেষজ্ঞাং সর্ব্বালঙ্কারভূষিতাম্।
ত্রিজগজ্জননীং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিনীম্ ॥৪
পদ্মহস্তাং পদ্মমুখীং পদ্মস্থাং পদ্মলোচনাম্।
লক্ষ্মীরূপামহং বন্দে তুলসীং সৌম্যরূপিনীম্ ॥৫
সংক্রান্ত্যাঞ্চৈব পক্ষান্তে গ্রহণে চন্দ্রস্ূর্য্যয়োঃ।
যঃ পঠেৎ সংযতো ভূত্বা সর্ব্বসিদ্ধিমবাপ্নুয়াৎ ॥
বিনামন্ত্রং বিনাজপ্যং বিনাযজ্ঞং বিনাক্রিয়াম্।
বিনাধ্যানং বিনাতীর্থং সর্ব্বসিদ্ধিকরং ভবেৎ।
ইদং গুরুকৃতং স্তোত্রং যঃ পঠেৎ শৃনুয়াদপি।
মুক্তিঃ করতলে তস্য মুক্তশ্চৈব ন সংশয়ঃ ॥

ইতি মৎস্যসূক্তে তুলসীস্তোত্রং সমাপ্তম্।

শুনিলে বৎস শ্রীমতী বৃন্দারাণীর অপূর্ব্ব মহিমার কথা? তুলসীসেবী অনায়াসে সংসার-সাগর উদ্ধার হইয়া যায়। তুলসী কাষ্ঠের মালা শ্রীহরিকে অর্পণ করিয়া ধারণ করিতে হয়।

সংনিবেদ্যৈব হরয়ে তুলসীকাষ্ঠসম্ভবাম্
মালাং পশ্চাৎ স্বয়ং ধত্তে স বৈ ভাগবতোত্তমঃ।

স্কন্দপুরাণ হরিভক্তিবিলাস ধৃত।

তুলসীকাষ্ঠসম্ভবা মালা হরিকে নিবেদন করিয়া পশ্চাৎ যিনি ধারণ করেন তিনি ভাগবতোত্তম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্কন্দ পুরাণ

যঃ পুনস্তুলসীমালাং কৃত্বা কণ্ঠে জনার্দ্দনম্।
পূজয়েৎ পুণ্যমাপ্নোতি প্রতিপুষ্পং গবাযুতম্।
তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতাং যো মালাং বহতে নরঃ।
প্রায়শ্চিত্তং ন তস্যাস্তি নাশৌচং তস্য বিগ্রহে।
তুলসীকাষ্ঠমালাভির্ভূষিতো ভ্রমতে যদি।
দুঃস্বপ্নং দুর্নিমিত্তঞ্চ ন ভয়ং শস্ত্রজং ক্বচিৎ॥

গরুড় পুরাণ।

যিনি তুলসী মালা কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক জনার্দ্দনের পূজা করেন তিনি প্রতি পুষ্পে অযুত গোদানের পুণ্য প্রাপ্ত হন।

যে ভক্ত তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতা মালা বহন করেন, তাঁহাকে প্রায়শ্চিত্ত করিতে হয় না। তাঁহার দেহে অশৌচ হয় না। তুলসীকাষ্ঠ-মালা-ভূষিত হইয়া যদি কেহ ভ্রমণ করেন, দুঃস্বপ্ন, দুর্নিমিত্ত কিম্বা শস্ত্রজ ভয় কখন হয় না।

শিষ্য। আমি কৃতার্থ হইলাম, ধন্য হইলাম।

গুরু। এস, প্রণাম করি এস।

শ্রিয়ং দেহি যশো দেহি কীর্ত্তিমায়ুস্তথা সুখম্।
বলং পুষ্টিং তথা ধর্ম্মং তুলসি ত্বং প্রযচ্ছ মে॥

মা আমার ধর্ম্ম-অর্থ-কাম-মোক্ষ চতুর্ব্বর্গদাত্রী। যে ভক্ত তাঁহার চরণে যাহা প্রার্থনা করে, তিনি তাহাকে তাহাই দেন; অধিকন্তু 'হরিভক্তি' প্রার্থনা না করিলেও দান করা তাঁহার স্বভাব। ভক্ত হইতে চাও, তুলসী সেবা কর, অবশ্য ভক্তি লাভ করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পঞ্চম প্রকাশ।

শিষ্য। আপনি তুলসীমহিমা আরও কীর্ত্তন করুন।

গুরু। দীর্ঘজীবি হও বৎস! তুলসী দেবীর উৎপত্তির কথা দুই প্রকার শুনিয়াছ। দেবী ভাগবতে উল্লিখিত আছে— তুলসী গোলকস্থা গোপিনী এবং মৎস্য সুক্তে কথিত হইয়াছে, তুলসী ব্রহ্মার লোম হইতে সমুৎপন্না। অধুনা বৃহন্নারদীয় পুরাণ হইতে ইহার অন্য প্রকার উৎপত্তির কথা শ্রবণ কর।

শিষ্য। বৃহন্নারদীয় পুরাণ উপপুরাণ নয়?

গুরু। হাঁ, যেমন মহাপুরাণ অষ্টাদশ, সেইরূপ উপপুরাণ, ঔপপুরাণও অষ্টাদশ খানি করিয়া আছে। কোন পুরাণই অপ্রামান্য নহে। বুঝিতে পারিতেছি তুমি শ্রুতির মত পুরাণকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছ না। বেদ উপনিষৎ যে পুরাণের কথা বলিয়াছেন তাহাতে অবিশ্বাস করা উচিত নয়। অথর্ব্ব বেদ বলিয়াছেন—

ঋচঃ সামানি ছন্দাংসি পুরাণং যজুষা সহ।
উচ্ছিষ্টা জজ্ঞিরে সর্ব্বে দিবিদেবা দিবশ্চিতা।

ছান্দোগ্যোপনিষদে লিখিত আছে—

স হোবাচ ঋগ্‌বেদং ভগবোঽধ্যেমি যজুর্ব্বেদং সামবেদাথর্ব্বনং চতুর্থমিতিহাসপুরাণং পঞ্চমং বেদানাং বেদমিতি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আমি ঋক্, যজুঃ, সাম ও অথর্ব্ববেদ অধ্যয়ন করিয়াছি এবং পঞ্চম বেদ ইতিহাস পুরাণও অবগত আছি।

গোপথ ব্রাহ্মণে উল্লিখিত হইয়াছে—

এবমিমে সর্ব্বে বেদা নির্ম্মিতাঃ সকল্পাঃ সরহস্যাঃ সব্রাহ্মণাঃ সোপনিষৎকাঃ সেতিহাসাঃ সান্বয়াঃ খ্যাতাঃ সপুরাণাঃ সস্বরাঃ।

শতপথ ব্রাহ্মণ বলিয়াছেন—

এবং বিদ্বান বাক্যে বাক্যমিতিহাসঃ পুরাণমিত্যহরহঃ স্বাধ্যায়মধীতে ত এনং তৃপ্তা স্তর্পয়ন্তি সর্ব্বৈঃ কামৈঃ সর্ব্বৈ র্ভোগৈঃ ॥

বৃহদারণ্যক শ্রুতিতে পুরাণ পরম পুরুষের নিশ্বষিত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে।

ইতিহাসঃ পুরাণং বিদ্যা উপনিষদঃ শ্লোকাঃ
সূত্রানি ব্যাখ্যানান্যনুব্যাখ্যানান্য সৈব নিশ্বসিতানি।

শ্রীমদ্ভাগবতে তৃতীয় স্কন্ধে—

ইতিহাসপুরাণানি পঞ্চমং বেদমীশ্বরঃ।
সর্ব্বেভ্য এব বক্তে্ভ্যঃ সসৃজে সর্ব্বদর্শনঃ ॥

পঞ্চম বেদ, ইতিহাস, পুরাণ তাঁহারই মুখপদ্ম হইতে সৃষ্ট হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বেদ নিখিল বাঙ্ময়ের আদিভূত ভগবানের স্বরূপ। সেই বেদের উপবৃংহন অর্থাৎ বিস্তৃত ব্যাখ্যান ইতিহাস ও পুরাণ হইতে হয়।

পুরাণতত্ত্ব হইতে তোমায় পুরাণের শ্রৌতত্ব শুনাইলাম। আশা করি পুরাণ যে মানব-রচিত অপ্রামাণিক গ্রন্থ নয় ইহা বুঝিবার চেষ্টা করিবে।

শিষ্য। পুরাণের কথা বেদ উপনিষদ উল্লেখ করিয়াছেন, পুরাণ পঞ্চম বেদ এ কথা বুঝিয়াছি। তবে আবাল্য শুনিয়া আসিতেছি পুরাণ সাম্প্রদায়িক ব্যক্তিগণের স্বকপোল-কল্পিত। 'বিজ্ঞান-ভূগোল-বিরুদ্ধ পুরাণ অনিষ্টকর, সর্ব্বথা পরিত্যজ্য' এই সংস্কার নষ্ট করিতে বিলম্ব হইতেছে। আপনি আশীর্ব্বাদ করুন, তাহা হইলে আমার শাস্ত্রে বিশ্বাস হইবে।

গুরু। তুমি শাস্ত্রে দৃঢ় শ্রদ্ধা লাভ কর ইহাই ভগবচ্চরণে প্রার্থনা। পুরাণতত্ত্ব গ্রন্থখানি ভাল করিয়া অধ্যয়ন করিও, তাহা হইলে তোমার পুরাণ সম্বন্ধীয় সমস্ত সংশয় একবারে অপসারিত হইবে। আচ্ছা এইবার তুলসী দেবীর কথা শ্রবণ কর।

একদিন কৈলাসস্থিতা জগদম্বিকাকে তাহার সখিদ্বয় জিজ্ঞাসা করিল।

মাতর্দুর্গে মহেশানি তুলসী বিল্ববৃক্ষয়োঃ।
জন্মমাহাত্ম্যতত্ত্বানি কথয়স্ব কৃপাময়ি।

বৃহন্নারদীয় পুরাণ পূর্ব্বখণ্ড ৭ অধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে কৃপাময়ি মহেশানি মাতর্দুর্গে, তুলসী ও বিল্ববৃক্ষের জন্ম, মাহাত্ম্য তত্ত্ব সকল বলুন।

দেবী বলিলেন—

পুরা কৈলাস শিরসি ব্রাহ্মণঃ কশ্চিদাস হ।
ধর্ম্মদেব ইতি খ্যাতঃ সাধুর্বিষ্ণুপরায়ণঃ ॥
বৃন্দানাম তস্য পত্নী ব্রাহ্মণী ধর্ম্মচারিণী।
সদা পত্যনুগা সাধ্বী পতিশ্রেষ্ঠা সুখান্বিতা ॥

পূর্ব্বে কৈলাস শিখরে ধর্ম্মদেব নামক একজন বিষ্ণুপরায়ণ সাধু ব্রাহ্মণ বাস করিত। পতিপ্রিয়া, সুখান্বিতা, সর্ব্বদা পতির অনুগামিনী, ধর্ম্মচারিণী, সাধ্বী বৃন্দানাম্নী তাহার পত্নী ছিল। সতী বৃন্দা পতির আজ্ঞানুসারে সর্ব্বদা দেবকার্য্য করিত, স্বয়ং দেবপূজা পতিপূজায় সতত নিযুক্ত থাকিত। হাস্যবদনা তপস্বিনী বিনয়ান্বিতা, সমস্ত সাধুলক্ষণসম্পন্না তাহাকে সকলেই মান্য করিত।

কৃষ্ণভক্তিপরায়ণ ধর্ম্মদেব ঋষিমণ্ডলে শিব, কৃষ্ণ এই নাম গান করত পর্য্যটন করিতেন। সেই ধর্ম্মাত্মা, দর্শনীয়, ধর্ম্মজ্ঞ ও স্মিতবদন, গান বিদ্যার পারগামী, সুন্দর কণ্ঠযুক্ত সাধু পূজিত সর্ব্বদা সুস্বরে ভগবন্নাম গানের দ্বারা বিষ্ণুভক্তি ও শীলের দ্বারা সমস্ত লোকের চিত্ত আনন্দিত করত লোকপাবন ধর্ম্মদেব ভ্রমণ করিত। হে সখি! একদিন সেই দ্বিজ ব্রাহ্মণগণের সভায় গান করিতে করিতে মধ্যাহ্নভোজন কাল অতীত হইয়া গিয়াছিল। তাহার গৃহে ভার্য্যা বৃন্দা আগত অতিথিকে পূজা করণান্তর পতিকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণাম ও দেবপূজাপূর্ব্বক জল পান করিয়াছিল। তারপর ধর্ম্মদেব স্বগৃহে আসিয়া, পত্নী জল পান করিয়াছে দেখিয়া দৈববশে হঠাৎ 'রাক্ষসী হও' বলিয়া শাপ দিল। স্বামী কর্ত্তৃক অভিশপ্তা বৃন্দা তৎক্ষণাৎ রাক্ষসীভাব প্রাপ্ত হইয়া সদা কৈলাশশিখরে ভ্রমণ করিতে লাগিল। ক্ষুধাপীড়িতা সে সতত পৃথিবীতে আসিয়া বহু নর, ব্যাঘ্র, সিংহ, গজ, খড়িগ, শশক, মৃগ, মহিষ ভোজন করিতে লাগিল। পূর্ব্ব সংস্কার বশে গো, ব্রাহ্মণ ও বৈষ্ণব ভিন্ন অন্যান্য সমস্ত ভোজন করত মহীকে অস্থিমালিনী করিয়াছিল। তারপর কৈলাশশিখর স্মরণ করত যাইতে ইচ্ছা করিয়া ত্রিরাত্রি উপবাস করত কৈলাশে আসিয়া ভোজন করিতে চিন্তা করিয়াছিল —এখানকার সকল প্রাণীই শৈব স্বভাবত ব্রাহ্মণ—কে আমার দন্তপ্রহারের পাত্র হইবে? শিবলোকে শিবময়-বৃক্ষও আমার অভক্ষ্য। এইরূপ চিন্তাকুলা বৃন্দাকে দেখিয়া শিব-পর্ব্বতস্থিত ব্রাহ্মণগণ পরস্পর এই কথা আলোচনা করিতে লাগিল—সর্ব্বদা দোষবর্জ্জিতা, গুণবতী এই বৃন্দা রাক্ষসভাব প্রাপ্ত হইল! দৈব হইতে আর উৎকৃষ্ট বল নাই। স্ত্রীলোকের লোলুপতা প্রধান দোষ বলিয়া উক্ত হয়—নির্দ্দোষা বৃন্দাতে সেই দোষ উপস্থিত হইয়াছিল। দৈব অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বল নাই।

যাহাই হউক এই বৃন্দা পূর্ব্বধর্ম্মবলে কৃষ্ণনাম শ্রবণ করত নামময়ী তনু লাভপূর্ব্বক মোক্ষপ্রাপ্ত হইবে। এই কথা বলিয়া তাহারা সর্ব্বপাপনাশক কৃষ্ণনাম গান করিতে আরম্ভ করিয়াছিল। শাপ-রাক্ষসী বৃন্দা সতত নাম শুনিতে লাগিল। ক্ষুধাপীড়িতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৃন্দা যে যে স্থানে গমন করিল সেই সেই স্থানেই সর্ব্বদা হরির নামাবলী শ্রবণ করিতে লাগিল। হরিনাম শুনিয়া সপ্তাহকাল উপবাস করিয়া সেই কৈলাস পর্ব্বতে বৃন্দা দেহত্যাগ করিল।

অনন্তর এক বৎসর গত হইলে মহাদেব আমার সহিত বনশোভা দর্শন করিতে করিতে প্রফুল্ল পঙ্কজ শোভিত পুষ্করিণী তীরে মৃতা দেদীপ্যমানা বৃন্দা রাক্ষসীকে দেখিলেন। সেই রাক্ষসী-শরীর দেখিয়া মহেশ্বর আমাকে বলিলেন—পূর্ব্বে বিষ্ণুভক্ত ব্রাহ্মণের পরম বৈষ্ণবী ভার্য্যা দৈববশে রাক্ষসী হইয়া দেহত্যাগ করিয়া কেমন শোভা পাইতেছে। দেখ এক বৎসর দেহত্যাগ করিয়াছে তথাপি শরীর নষ্ট হয় নাই। হে দেববন্দিতে! শ্রীবিষ্ণু ভক্তিমাহাত্ম্য ও বিষ্ণুনাম শ্রবণের ফলে ইহার শরীরে কি নাম দেখা যাইতেছে।

আমি মহেশ্বরের মুখে সেই কথা শুনিয়া তেজসম্পন্না, মৃতা বৃন্দার দেহ দেখিয়া বিস্মিতা হইলাম। আমি দেবেশকে বলিলাম —দেবদেব প্রভো হর! ইহার অবয়বে বিষ্ণু নাম সকল দেখা যাইতেছে। আর বৃন্দার সম্পূর্ণ শরীরে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র দেখা যাইতেছে। তখন শম্ভুগণ সকল আনন্দ সহকারে সেই নাম পাঠ করিয়াছিল। শিবকিঙ্করগণ তেজোময় সেই শরীর স্পর্শ করিয়াছিল। তাহাদের স্পর্শমাত্র দেহ খণ্ড খণ্ড হইয়া যাইল, প্রতিখণ্ডে 'ওঁ নমো ভগবতে বসুদেবায়' এই মহাফল মন্ত্র দেখিতে পাইল এবং মন্ত্রের প্রতিবর্ণের গর্ভে বিষ্ণুর সহস্র নাম এইরূপে কোটিখণ্ডে বিভক্ত বৃন্দার শরীর অবলোকন করিল। তদনন্তর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সাক্ষাৎ লোক-শঙ্কর শঙ্কর প্রীতমনে সেই আনন্দিত গণসকলকে বলিয়াছিলেন—এই বৃন্দা ধর্ম্মদেবের ভার্য্যা বৈষ্ণবী অভিশাপে রাক্ষসী হইয়াও ব্রহ্মহিংসা করে নাই। এই বিষ্ণুপ্রীতিকারিণী বৃথা হইবার যোগ্যা নহে, বৃন্দা মহীতলে বৃক্ষ হইয়া বিষ্ণুর প্রীতি সম্পাদন করুক। হে গণসকল তোমরা শ্রীবিষ্ণুর প্রীতির জন্য ইহার শরীর রোপণ কর। এই বৃন্দার পত্রের দ্বারা স্বয়ং হরি পূজিত হইবেন, মণি মুক্তাদির দ্বারাও সেরূপ অর্চ্চিত হইবেন না। পবিত্রা বৃন্দার 'তুলসী' এই সুপাবন নাম হউক। মরিয়াও কান্তি সম্পন্ন থাকাতে ইহার নাম তুলসী বলিয়া কথিত হইবে। ইহার প্রতিদলে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র আছে। আমরা উমা মহেশ্বর বৃন্দার অধিষ্ঠাত্রী দেবতা, নারায়ণ ইহার উপাস্য, ইহা বৈষ্ণবীপ্রিয়া।

এই সময় বৃন্দার শোকে ক্ষীণ মলিন ধর্ম্মদেব বৃন্দা বৃন্দা বলিয়া রোদন করিতে করিতে তথায় উপস্থিত হইল,—হা প্রিয়ে তুমি কোথায়—আমি নির্দ্দয়, নির্দ্দোষা তুমি, রাক্ষসী হও বলিয়া অভিশাপ দিয়াছি—আমাকে ধিক্। শিব তাহাকে সান্ত্বনা প্রদান করিলেন। তারপর ব্রাহ্মণ স্থির হইয়া তাঁহাকে প্রণাম করত পুনর্ব্বার আপনাকে নিন্দা করিতে লাগিল—আমায় ধিক্, যেহেতু মোহবশে সাক্ষাৎ শিবকে অভিবাদন করি নাই।

বৃন্দার বৃত্তান্ত জ্ঞাত হইয়া সেই ধার্ম্মিক ব্রাহ্মণ পরমেশ্বর শিবকে বলিয়াছিল—যদি নারায়ণের জন্য বৃন্দা তুলসী বৃক্ষ হইয়াছে আমি যেন প্রিয়ার প্রিয় কামনায় সেই তরুর মূল হই। শম্ভু বলিলেন 'এইরূপ হউক'। ধর্ম্মদেব তুলসীর মূল হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনন্তর শিবের আজ্ঞায় প্রমথগণ আনন্দিত মনে পৃথ্বীতলে আসিয়া সেই দেহ উত্তম কালিন্দীতটে রোপণ করিল। যে স্থানে গোবর্দ্ধন গিরিবর বিরাজিত, যমুনা যে দেশকে অর্দ্ধচন্দ্রাকারে বেষ্টন করিয়া আছে, সেই কৃষ্ণের পরম প্রীতিস্থল, ত্রৈলোক্যের গোপনীয়, যোগীর শিরস্থিত সহস্রদল পঙ্কজের মত বাঞ্ছিত সেই দেশে বৃন্দাকে রোপণ করত শিবগণ সকল শ্বেতপর্ব্বত কৈলাসে গমন করিয়াছিল।

অনন্তর দামোদর প্রিয় কার্ত্তিক মাসে, অমাবস্যাতিথিতে, প্রাতঃকালে তুলসী বিষ্ণু ও শিব এবং শিবার প্রীতির জন্য আবির্ভূ্তা হইয়াছিলেন। তুলসী আবির্ভূ্তা হইলে পর মহেশ্বরের সহিত দেব নারায়ণ পৃথিবীতে আসিয়া তুলসীকে দেখিলেন।

মহামেঘপ্রভাং শ্যামাং স্কন্ধপল্লবশোভিতাম্।
দলৈরসঙ্খ্যৈঃ সম্পূর্ণাং মহামন্ত্রময়ীং স্থিরাম্।
জ্বলন্তী স্বেন মহসা গন্ধামোদিত দিঙ্মুখাম্॥

মহামেঘের ন্যায় শ্যামবর্ণা, স্কন্ধ-পল্লব শোভিতা, অসংখ্য মহামন্ত্রময়ী-পত্রযুক্তা, স্থিরা, স্বীয় তেজে দেদীপ্যমানা, সুগন্ধের দ্বারা দিক্‌সকল আমোদিতকারিণী তুলসীকে দেখিলেন। বিষ্ণু শিবের সহিত তাঁহাকে দেখিয়া হর্ষিত হইলেন। তখন শুভা তুলসীদেবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিলেন। শ্যামাঙ্গী, মনোহরবদনা, দ্বিভূজা, স্মিত ভাষিণী, শঙ্খ ও পদ্মকরা, নানা অলঙ্কার ভূষাদির দ্বারা সুশোভিতা তুলসী নারায়ণকে দেখিয়া স্তব করিতে লাগিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ওঁ নমো ভগবতে তুভ্যং নারায়ণ জগৎপতে।
কেবলানুভবানন্দ স্বরূপ পরমেশ্বর।
কংসারয়ে মহেশায় কেশবায় নমোঽস্তুতে।
হরয়ে নরসিংহায় শ্রীকান্তায় নমোনমঃ।
নমো ভক্তৈকলভ্যায় তর্কদূরায়তে নমঃ।
নমো বেদান্তবেদ্যায় বিদ্যা বেদ্যায়তে নমঃ।
নমস্তে শ্রুতিগম্যায় শ্রুতিস্তত্যায় তে নমঃ
নমোনীলঘনশ্যাম তনবে ধৃতমূর্ত্তয়ে।
বহুরূপোরু রূপায় নীরূপায় নমোনমঃ
পূজকায় চ পূজ্যায় পত্রপুষ্পৈঃ ফলৈঃ প্রভো
অভবায় ভবচ্ছেত্রে সুখদুঃখ প্রদায় চ।
তবৈবাহং সুখকরা ত্বঞ্চ মে প্রভুরীশ্বর
নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং নমস্তুভ্যং হরেঃ।

এইরূপ স্তব করণান্তর দণ্ডবৎ প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করিয়া শিবের স্তব করিলেন।

ওঙ্কারায় নমস্তেঽস্তু শঙ্করায় নমোনমঃ।
শিবায় হরয়ে দক্ষ বলি ক্রতু হরায় তে নমঃ
একত্রিপুরহন্ত্রে তে কৈটভান্ধকঘাতিনে
শ্রীগৌরীপতয়ে কৃষ্ণ মহাদেব নমোঽস্তুতে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এইরূপ স্তবকারিণী তুলসীকে দৈবকীনন্দন হরি বলিলেন—

তুলসি শ্রীমতি শ্রেষ্ঠে বৃন্দে বৃন্দাবনে প্রিয়ে।
স্থিরীভব মম প্রীত্যৈ যাদবাচন্দ্রতারকম্।

হে শ্রীমতি, শ্রেষ্ঠে, বৃন্দাবনে, প্রিয়ে, বৃন্দে! চন্দ্র-তারকার অবস্থিতিকাল পর্য্যন্ত আমার প্রীতির জন্য স্থিরভাবে অবস্থান কর।

সুরাসুর, নর-মানব, উরগ কর্ত্তৃক সর্ব্বদা অভিনন্দিতা, বন্দনীয়া—তোমার পত্র ভিন্ন আজ হইতে আমার পূজা হইবে না।

একতঃ সর্ব্বনৈবেদ্য নানাপুষ্পবিভূষণম্।
একতঃ পত্রমেকং তে দ্বাদশাক্ষর মন্ত্রবৎ॥

একদিকে নানা পুষ্প, বিভূষণ, সমস্ত নৈবেদ্য আর একদিকে তোমার দ্বাদশাক্ষর মন্ত্র-বিশিষ্ট পত্র, উভয় সমান। বৃক্ষরূপিণী তোমাকে প্রদক্ষিণ করত যে ব্যক্তি দণ্ডবৎ হইয়া প্রণাম করিবে তাহার সপ্তদ্বীপা পৃথিবী প্রদক্ষিণ করা হইবে। শ্রাদ্ধে, তর্পণে, দানে, নৈবেদ্যদানে তোমার পত্র ভিন্ন সেই সেই কর্ম্ম ফলজনক হয় না। আমায় তোমার পত্রদ্বারা পূজা করিলে সমস্ত দেবতা তুষ্ট হন।

কার্ত্তিক মাসে যে মানব তোমার একটী পত্র আমাকে দান করে তাহার সহস্র গোদানের ফল হয়।

মাঘে মাসি চ তে পত্রমালাং যচ্ছতি যো জনঃ।
তস্মা অহং প্রযচ্ছামি বাজিমেধক্রতোফলম্।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাঘমাসে তোমার পত্রমালা আমায় যে দান করে তাহাকে আমি বাজিমেধ যজ্ঞের ফল দান করি। বৈশাখ মাসে তোমার পত্রের দ্বারা যে ব্যক্তি আমার শয্যা প্রদান করে তাহাকে আমি আমাকেই প্রদান করি—ইহা হইতে অধিক কি আছে। বৈশাখ মাসে তোমার পত্রজলের দ্বারা যে মানব আমাকে অভিসিঞ্চিত করে তাহাকে আমি সতত অমৃতনিধিতে স্থান দান করি।

আষাঢ় মাসে যে ব্যক্তি আমাকে তোমার পত্ররস বাসিত জল দান করে তাহাকে আমি মুক্তি দান করি। তোমার পত্র পৃথিবীতলে যেখানে সেখানে পতিত হয় আমি শিবের আজ্ঞায় তাহা মস্তকের দ্বারা গ্রহণ করি।

ত্বৎপত্রজলসিক্তান্নং যো ভুঙ্‌ক্তে মানবঃ ক্বচিৎ।
তদেবামৃতমিত্যুক্তং ভুক্তং ভাগ্যবতা শুভে।
ত্বৎপত্ররসভোজী চ গঙ্গাজলসমন্বিতম্।
সোঽহমিত্যেব বিজ্ঞেয়ঃ সত্যং সত্যং শপে শপে।

তোমার পত্রজলের দ্বারা সিক্ত অন্ন যে কোন মানব ভোজন করে তাহাই অমৃত বলিয়া কথিত হয়—ভাগ্যবানই ভোজন করে। গঙ্গাজলসমন্বিত তোমার পত্ররসভোজী সে আমিই ইহা বিশেষরূপে জ্ঞাতব্য—আমি সত্য সত্য শপথ করিয়া বলিতেছি।

হে শোভনে! যে ব্যক্তি তোমার পত্র স্পর্শ করত মিথ্যা বলে কোটি কল্পে তাহার উগ্র নরক হইতে উদ্ধার হয় না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ত্বৎ কাষ্ঠমালাং ত্বৎকাষ্ঠঘৃষ্ট পঙ্কঞ্চ যোঽদধাৎ।
অহং তস্যানুগঃ শুদ্ধে ভবামি সুতবৎ পিতুঃ॥

তোমার কাষ্ঠমালা, তোমার কাষ্ঠঘৃষ্ট চন্দন যে ধারণ করে হে শুদ্ধে! পিতার অনুগামী পুত্রের ন্যায় আমি অনুগমন করি।

এইকথা বলিয়া পাপনাশিনী তুলসীদেবীকে পৃথিবীতে অভিষিক্ত করিয়া ইন্দ্রাদি দেবগণ ও সগণসহ মহেশ্বর এবং হরি অন্তর্হিত হইলেন।

এ জয়ে বিজয়ে! এই তোমাদিগকে তুলসীর জন্ম কর্ম্ম বলিলাম—তুলসী আকাশ, স্বর্গ, মর্ত্তের তীর্থস্থান।

এই হরিপ্রিয়াকে মানব সাদরে পূজা করিবে। দর্শনাদির মন্ত্র শ্রবণ কর।

দর্শনের মন্ত্র—

দেবি বিষ্ণুপ্রিয়ে মাতস্তুলসি প্রিয়দর্শনে।
হরি দর্শনদীপার্চ্চিঃ প্রসীদ দ্বিজবল্লভে।

এই মন্ত্রের দ্বারা মানব প্রাতে প্রফুল্ল নয়নে তুলসীকে দর্শন করিবে, তাহা হইলে যমদর্শন হয় না। তারপর বক্ষ্যমান মন্ত্রে প্রণাম করিতে হয়।

বিষ্ণুপ্রীতিকরে মাতর্নমস্তে তুলসীশ্বরি।
পবিত্রীকুরু মেঽঙ্গানি বিষ্ণ্বঙ্গহর্ষকারিণি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রদক্ষিণ পুরঃসর অষ্টাঙ্গে প্রণাম করিতে হয়—ছায়া লঙ্ঘন করিতে নাই। তার পর

বৈকুণ্ঠ পাদাব্জবাসিনী প্রিয়দর্শনে।
স্পৃশামি ত্বাং মহাপাপসঞ্চয়ান্ মে প্রণাশয়॥

এই মন্ত্র দ্বারা স্পর্শ করিলে মানুষ মুক্তি লাভ করে।

স্থল মার্জ্জনের মন্ত্র।

মাতস্তুলসি কল্যাণি স্থলং তে সুমনোহরম্।
ক্রীড়ন্ত্যাগত্য বিবুধা মার্জ্জয়ে তৎ প্রসীদ মে।

তুলসী বৃক্ষ হইতে চারিদিকে চারিহাত পর্য্যন্ত স্থান গোময় জলের দ্বারা মার্জ্জনা করিতে হয়।

'ওঁ তুলস্যৈ নমঃ' এই ষড়ক্ষর মন্ত্রের দ্বারা পূজাপূর্ব্বক অষ্টোত্তর শতবার জপ করা বিধেয়।

মাতস্তুলসি কল্যাণি গোবিন্দচরণপ্রিয়ে
কেশবার্থে চিনোমি ত্বাং প্রসীদ শুভদর্শনে।

এই মন্ত্রের দ্বারা তুলসী চয়ন কর্ত্তব্য। পর্য্যুষিত তুলসী পত্রের দ্বারাও শ্রীহরির পূজা হয়। অশুচি অবস্থায়, পাদুকা পরিধান পূর্ব্বক ইহাকে স্পর্শ করিতে নাই। পশ্চিমাস্য হইয়া তুলসী চয়ন করিতে নাই। অমাবস্যা, পূর্ণিমা, দ্বাদশী তিথিতে, রাত্রিকালে, সায়ংকালে তুলসী স্পর্শ করিতে নাই। নিষিদ্ধ কালে শ্রীহরির জন্য অল্প চয়ন করা যাইতে পারে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অতি কম্পিত ও শাখা ভঙ্গ না করিয়া তুলসী চয়ন করিলে বিষ্ণুপ্রিয় হয়।

তুলসীমূলসম্ভূতাং মৃদং মূর্দ্ধ্ণি বিভর্ত্তি যঃ।
দধাতি রূপং সোঽর্কস্য তমোনাশায় কেবলম্।
গঙ্গামৃদা চন্দনেন তন্মূলস্য মৃদাঽপি বা।
যুক্তং পত্রং স্বশীর্ষে যো নয়েত তীর্থমেব সঃ॥

তুলসীমূলসম্ভূত মৃত্তিকা যে ব্যক্তি মস্তকে ধারণ করে সে কেবল তমোনাশের জন্য সূর্য্যের রূপ ধারণ করিয়া থাকে। গঙ্গা মৃত্তিকা, চন্দন অথবা তুলসীমূলের মৃত্তিকাযুক্ত পত্র যে ব্যক্তি স্বীয় মস্তকে ধারণ করে সেই ব্যক্তি তীর্থই।

তুলসীকাননং যত্র তত্র নাস্তি যমক্রিয়া।
তত্র চেন্ম্রিয়তে জন্তুর্ন জন্তুস্তং পুনর্ভজেৎ॥
তুলসী স্থাপয়েন্মর্ত্ত্য উচ্চস্থানে পরিষ্কৃতে।
অক্ষস্বয়র্গবাসো হি তেন লভ্যো ন সংশয়ঃ।
শ্রাদ্ধং দানং তপো হোমঃ সন্ধ্যোপাসনপূজনে।
পুরাণ পঠনঞ্চাপি তুলসী সন্নিধৌ চরেৎ।

যেস্থানে তুলসী কানন বিদ্যমান সেই স্থানে যমের অধিকার নাই। সেই স্থানে যে প্রাণত্যাগ করে তাহাকে দেহ ধারণ করিতে হয় না। মানব পরিষ্কৃত উচ্চ স্থানে তুলসী স্থাপন করিলে তাহার দ্বারা অক্ষয় স্বর্গ বাস লাভ করিবে ইহাতে সংশয় নাই।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রাদ্ধ, দান, তপস্যা, হোম, সন্ধ্যা, উপাসনা, পূজা, পুরাণপাঠ তুলসীর নিকটে আচরণ করিবে। শুনিলে বৎস তুলসীর মাহাত্ম্য?

শিষ্য। আমার আনন্দ ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিতেছি না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ষষ্ঠ প্রকাশ।

গুরু। তোমায় কেবল শাস্ত্রের কথাই শুনাইতেছি হয়তো বিরক্তি আসিতে পারে। অধুনা চিকিৎসক ও গুণগ্রাহী বৈদেশিক বৈজ্ঞানিকের কথা কিছু শুন।

শিষ্য। বলুন দেব।

গুরু। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন জাপান প্রত্যাগত বাঙ্গালী এই তুলসীকানন দেখিয়া বলিয়াছিলেন 'আপনি দেখিতেছি জাপানের মত তুলসী কানন করিয়াছেন'। কথাটা শুনিয়া হাসি আসিল। ব্যাপার কি জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিলেন—জাপানের প্রত্যেক গৃহস্থের এক একখানি তুলসী বাগান আছে—এককাঠা, দুইকাঠা তুলসী বাগান নাই এমন লোকই নাই। অবশ্য আমি জাপান যাই নাই। অন্যান্য জাপান প্রত্যাগতগণ একথা সত্য-মিথ্যা বলিতে পারেন।

১৩৩১ সালের হ্যানিমান মাসিক পত্রের ভাদ্রের সংখ্যায় পাবনা হইতে শ্রীপ্রমদা প্রসন্ন বিশ্বাস দেশীয় "ভৈষজ্য তত্ত্বে" তুলসী প্রবন্ধে তুলসী সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। শাস্ত্রের কথা বলিয়া তারপর খাদ্য দ্রব্যে তুলসী রাখিলে দূষিত হয় না, তুলসী পচন নিবারক, দুর্গন্ধহারক, তুলসী জল চক্ষুরোগের ঔষধ ইহা বলিয়াছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"এমন কি দেখা গিয়াছে অনেক কঠিন রোগ নানা প্রকার চিকিৎসায় আরোগ্য না হওয়ায় অবশেষে কোন সাধুর কথামত তুলসীতলার মৃত্তিকা প্রত্যহ গাত্রে লেপন করিয়া ও ঐ মৃত্তিকা নিয়মিতভাবে একটু একটু খাইয়া সমস্ত অসুখ সারিয়া গিয়াছে" এ ব্যবহার দৃষ্টে অনুমান করা যায় উহার পত্র পুষ্পাদি যে স্থানে পতিত হয় ঐ স্থানের মাটী এক অসাধারণ গুণসম্পন্ন হয়।

অবশ্য একথা শাস্ত্রে বহুস্থানে বলিয়াছেন তথাপি শিক্ষিতগণের নিকট ঋষিগণের কথা অপেক্ষা ইংরাজ ও ইংরাজী শিক্ষিত চিকিৎসকগণের কথার মূল্য অধিক বলিয়া উল্লেখ করিলাম।

ইনি আশ্বিনের সংখ্যায় ডাক্তার নলিনী নাথ মজুমদার মহাশয় ১৩২৬ সালের ভাদ্র সংখ্যার চিকিৎসা প্রকাশ পত্রিকায় তুলসী সম্বন্ধে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা নিম্নোক্তরূপ বিবৃত করিয়াছেন।

আমাদের জনৈক বন্ধু তাঁহার বাটীর বৈদ্যুতিক লৌহশলাকা বিষয়ক কোন দরকারে তদ্বিষয়ক প্রধান সাহেব মহাশয়ের কলিকাতাস্থ প্রাসাদে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তথায় কতকগুলি টবের ভিতর শ্রেণীপর্য্যায়ে সুসজ্জিত তুলসীবৃক্ষ ভিন্ন অন্য কোন পুষ্প-বৃক্ষ না থাকা দেখিয়া তিনি বিস্মিতভাবে সাহেবকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন,—মহাশয় আপনার বাটিতে এত অধিক তুলসীবৃক্ষ দেখিতেছি কেন? তচ্ছ্রবণে সাহেব উত্তর করিলেন যে মহাশয় আপনি হিন্দু হইয়া তুলসীর গুণ জানেন না? তুলসী যে কেন বাড়ীতে রাখে এ প্রশ্ন আপনার মুখে শোভা পায় না। একথা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিয়া বন্ধু বড় লজ্জিত হইলেন বটে কিন্তু পুনরায় প্রশ্ন করিলেন,—উহা আমাদের হিন্দু জাতির গৃহে গৃহেই থাকার প্রথা চিরপ্রচলিত, কিন্তু আজকাল আপনাদের দেশীয় শিক্ষা লাভ করিয়া অনেকে উহার সমাদর ভুলিয়া গিয়াছেন। এই নিমিত্ত আপনার ন্যায় প্রধান বৈজ্ঞানিক ব্যক্তির এতদ্ বিষয়ক অভিমত জানিয়া প্রচার করিতে চাই। তাহাতে অনেক পাশ্চাত্য শিক্ষিতের আস্থা স্থাপিত হইবে। তাহাতে সাহেব বলিলেন—কেন, এ বৃক্ষের গুণাদি বিষয়ে কি আপনাদের ঘরে কোন পুস্তকাদি নাই? বন্ধু বহু পুস্তকের কথা উল্লেখ করিয়া বলিলেন যে আমাদের দেশের লোকের জ্ঞান এমনই বিপরীত ভাব ধারণ করিয়াছে যে নিজের ঘরের দিকে না চাহিয়া সকলেই পরের দিকে চাহিতে উন্মত্ত হইয়াছে। সেরূপ শাস্ত্রীয় কথায় কাহারই আস্থা নাই বরং ঘৃণাই সমধিক; কিন্তু আপনাদের ন্যায় কোন একজন সাহেবের মুখ হইতে কোন ভ্রমপূর্ণ বাক্য নির্গত হইলেও তাহা পাশ্চাত্যভাবে ভাবিত ভারতবাসীর গুরুমন্ত্র তুল্য হইয়া থাকে। এজন্যই আপনার অভিমত প্রার্থনা করিতেছি।

তখন সেই বৈদ্যুতিক বিজ্ঞানবিদ্ সাহেব অতি আগ্রহ সহকারে বলিয়াছিলেন যে—আপনাকে বৈজ্ঞানিক ভাষায় বলিতেছি তুলসীবৃক্ষের বৈদ্যুতিক শক্তি এত প্রবল যে এরূপ জগতে কোন বৃক্ষেরই নাই। ইহা যে স্থানে রোপিত থাকে তাহার চতুর্দ্দিকের প্রায় দুইশত গজ স্থানের বায়ু ইহা কর্ত্তৃক শোধিত থাকে। ইহা ম্যালেরিয়া, প্লেগ, থাইসিস্ প্রভৃতি যাবতীয় রোগের বীজাণুকে ধ্বংস করিয়া থাকে। এই দেখুন আমার কটিদেশে ইহার এক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

টুকরা কাষ্ঠ সূত্র দ্বারা সংলগ্ন আছে। ইহার প্রভাবে অন্য কোন সংক্রামক রোগের বীজ আমার দেহে প্রবিষ্ট হইতে পারিবে না। তুলসী মানবদেহের বিদ্যুৎকে সমভাবে স্থির রাখে। এজন্য প্রভাতকালে ও সায়ংকালে আমি তুলসীর উদ্যানে প্রত্যহই ভ্রমণ করিয়া থাকি। এরূপভাবে অবস্থান করি বলিয়া কলিকাতার কোন মহামারীতেই আমি আক্রান্ত হই না। ভরসা করি আপনারাও আমার অনুসরণ করিবেন।"

"উক্ত সাহেব মহাশয় বিদ্যুৎশাস্ত্রে সুপণ্ডিত, সুতরাং বৈজ্ঞানিক গবেষণার দ্বারা তুলসীর উক্তরূপ গুণ ব্যাখ্যা করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুশাস্ত্রে উহার বহু গুণ অবগত আছে বলিয়াই তুলসীসেবা নানাপ্রকারে করিবার ব্যবস্থা আছে। তুলসীর মালা ধারণ করিলে মানবদেহের বিদ্যুৎ স্থিরভাবে থাকে; সুতরাং বহু রোগ আরোগ্য হয় এবং শরীরে কোন রোগবীজ প্রবেশ করিতে পারে না। তুলসী মাল্যধারী অন্যান্য ব্যক্তি অপেক্ষা সুস্থ, দীর্ঘজীবি এবং ধর্ম্মশীল সৎপথাবলম্বী হয়, এজন্য তুলসীর মালা মানব মাত্রেরই ধারণ করা উচিত। তবে যাঁহারা হাল-ফ্যাসানী সভ্যতার অনুরোধে মালা ধারণে অনিচ্ছুক তাঁহারা উক্ত সাহেব মহাশয়ের ন্যায় তুলসী-কাষ্ঠ এক বা দু'খণ্ড কোমরে অথবা বাহুতে গোপনভাবে ধারণ করিয়াও সভ্যতা এবং উপকার উভয় কুল বজায় রাখিতে পারেন।"

নলিনীবাবু আরও বলিয়াছেন—তুলসীর রস সর্দ্দিতে বা সর্দ্দিজ্বরে বিশেষ উপকারী। তুলসীর রসে শারীরিক দূষিত রক্ত সংশোধন করে। ইহা বাত-রক্ত এবং গলিতকুষ্ঠ রোগে পরম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উপকারী। প্রত্যহ তুলসীপত্র সেবন করিতে পারিলে কুষ্টগ্রস্ত রোগী সুস্থ থাকিতে পারে। পত্রযুক্ত তুলসীশাখা হস্তে ধারণ করিয়া থাকিতে পারিলে তাহার গাত্রে কখনই মশক দংশন করিতে সমর্থ হয় না। মশকগণ তুলসীবৃক্ষের ত্রিসীমানায় যাইতে সক্ষম হয় না। মশককুল ম্যালেরিয়াবাহী বলিয়া যাঁহাদের বিশ্বাস, তাঁহারা ইহার পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পারেন। তুলসীর রস অঙ্গে মাখিলে কদাচ মশক দংশন করিতে পারে না। বজ্রাহত, অচৈতন্য ব্যক্তির সর্ব্বাঙ্গে সত্বর তুলসীর রস মর্দ্দন করিতে পারিলে তৎক্ষণাৎ তাহার দেহে বৈদ্যুতিক চৈতন্য ক্রিয়া প্রবর্ত্তিত হওয়ায় তাহার জ্ঞান সঞ্চার হয়। দুইবেলা প্রত্যহ তুলসীপত্র ভক্ষণ করিলে মেঘমুক্ত চন্দ্রের ন্যায় দেহ-কান্তি উজ্জ্বল থাকিবে। বাস্তবিক তুলসী একটি সুন্দর রসায়ন।

প্রমদাবাবু জর, হাঁপানী প্রভৃতি রোগে ইহা প্রযোজ্য লিখিয়াছেন। ইনি ইহার অনেক পরীক্ষা করিয়াছেন।

চরকগ্রন্থে—

হিক্কাকাস বিষশ্বাস পার্শ্বশূল বিনাশনঃ।
পিত্তকৃৎ কফবাতঘ্ন সুরসঃ পূতিগন্ধ নুৎ॥

হিক্কা, শ্বাস, কাস, বিষদোষ, পার্শ্বশূল বিনাশক, পিত্তবর্দ্ধক, বাতশ্লেষ্মানাশক।

সামান্যা তুলস্যা গুণাঃ কটুত্বম্। তিক্তত্বম্। উষ্ণত্বম্। সুরভিত্বম্। শ্লেষ্ম বাতজন্তুভূত কৃমিবান্তি-নাশিত্বম্। রুচিকারিত্বঞ্চ। —রাজনির্ঘণ্টঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দাহপিত্তকারিত্বম্। দীপনত্বম্। কুষ্ঠকৃচ্ছ্রাস্র পার্শ্বরুক্ নাশিত্বঞ্চ। শুক্লা কৃষ্ণাচ তুলসী গুণৈস্তুল্যা। —ইতি ভাব প্রকাশঃ।

শিষ্য। তাহা হইলে গুণগ্রাহী বৈদেশিকগণও বৃন্দারাণীর মহিমা অবগত আছেন!

গুরু। কিছু জানিয়াছেন, এস্থানে তাঁহাদের অভিমত উদ্ধৃত করিবার উদ্দেশ্য যে দেহসর্ব্বস্বগণ দেহ সুস্থ থাকিবে এই উদ্দেশ্য লইয়াও যদি তুলসীর সেবা ও ব্যবহার করে, তাহা হইলে ক্রমে সাত্ত্বিকভাব লাভে শ্রীভগবানের কৃপাপাত্র হইতে পারিবে। আরও শুন যে যোগী হরিদাস সাধুকে রণজিৎ সিংহ একচল্লিশ দিন মাটিতে পুঁতিয়া রাখিয়াছিলেন, তিনি তুলসীপত্রকে সাত্ত্বিক আহারের পর্য্যায়ভুক্ত করিয়াছেন। তুলসীর শিকড় মস্তকে ধারণ করিলে দুরারোগ্য জটিল ব্যাধি আরোগ্য হয়। নিগমানন্দ স্বামী ব্রহ্মচর্য্যসাধনে লিখিয়াছেন—তুলসীর শিকড় বীর্য্যবর্দ্ধক। বিষম জ্বরে এক ছটাক করিয়া তুলসীর রস পান করিলে আরোগ্য হয়।

কয়েক বৎসর পূর্ব্বে একজন হিন্দুস্থানী সাধকের কথা শুনিয়াছিলাম, তিনি এক বৎসর কাল সমাধিস্থ ছিলেন, শিষ্যগণ তাঁহার মুণ্ডিত মস্তকে তুলসীর পত্র বাটিয়া রুটীর মত করিয়া দিয়া রাখিতেন, আহারের প্রয়োজন হইত না।

যাহাদের জপ করিবার সময় মন অন্য চিন্তা করে তাহাদের পক্ষে তুলসীমাল্য কণ্ঠে ধারণপূর্ব্বক তিলক করিয়া, তুলসী কাননে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বসিয়া, তুলসীমালায় হরিনাম জপ করিলে অতি সত্বর চিত্ত একাগ্র হয় ও নামে রস আইসে, সাত্ত্বিক ভাবোদয়ে মন অন্তর্জগতে প্রবেশ করিতে থাকে অর্থাৎ ধ্যান লাভে কৃতার্থ হয়।

আহার শুদ্ধৌ সত্ত্বশুদ্ধিঃ সত্ত্বশুদ্ধৌ ধ্রুবা স্মৃতিঃ।
স্মৃতিলম্ভে সর্ব্বগ্রন্থীনাং বিপ্রমোক্ষঃ॥

আহারশুদ্ধির দ্বারা সত্ত্বশুদ্ধি, সত্ত্বশুদ্ধির দ্বারা ধ্রুবাস্মৃতি, স্মৃতিলাভে সমস্ত গ্রন্থীর মোক্ষণ হয়।

আয়ুসত্ত্ব বলারোগ্য সুখপ্রীতি বিবর্দ্ধনাঃ।
রস্যাঃ স্নিগ্ধা স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিকপ্রিয়া॥

আয়ু, সত্ত্ব, বল, আরোগ্য, সুখ-প্রীতি বিবর্দ্ধক, রসবৎ, স্নিগ্ধ, স্থির রুচিকর আহার সাত্ত্বিকগণের প্রিয়। তাহা ভিন্ন—

ইন্দ্রিয়ৈর্বিষয়গ্রহণমাহারঃ।

ইন্দ্রিয়ের দ্বারা বিষয় গ্রহণকেও আহার বলে।

হরে রাম হরে রাম রাম রাম হরে হরে।
হরে কৃষ্ণ হরে কৃষ্ণ কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে হরে॥

তুলসীমূলে এই মধুর নাম কীর্ত্তনে শ্রোত্রের আহার শুদ্ধ হয়। গঙ্গামৃত্তিকা অথবা তুলসীমৃত্তিকা দ্বারা শ্রীভগবানের কেশবাদি পবিত্র নামোচ্চারণ করিতে করিতে—

ললাটে কেশবং ধ্যায়েন্নারায়ণ মথোদরে।
বক্ষঃস্থলে মাধবন্তু গোবিন্দং কণ্ঠকূপকে॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিষ্ণুঞ্চ দক্ষিণে পার্শ্বে বাহৌ চ মধুসূদনম্।
ত্রিবিক্রমং কন্ধরে তু বামনং বামপার্শ্বকে ॥
শ্রীধরং বামবাহৌ চ হৃষীকেশঞ্চ কন্ধরে।
পৃষ্ঠে তু পদ্মনাভঞ্চ কট্যাং দামোদরং ন্যসেৎ ॥

ললাটে কেশবকে ধ্যান করিবে, উদরে নারায়ণ, বক্ষঃস্থলে মাধব, কণ্ঠকূপে গোবিন্দ, বিষ্ণু দক্ষিণপার্শ্বে, দক্ষিণ বাহুতে মধুসূদন, কন্ধরে ত্রিবিক্রম, বামপার্শ্বে বামন, বাম বাহুতে শ্রীধর, হৃষিকেশ কন্ধরে, পৃষ্ঠে পদ্মনাভ, কটিতে দামোদর। এইরূপ নাম স্মরণ করিয়া তিলক করিতে হয়। দ্বাদশাঙ্গে তিলক করিলে ত্বক্ শুদ্ধ হয়। মুনিগণ সমাধি বলে তিলক করিবার এমন স্থান নির্ণয় করিয়াছেন, সেই সেই স্থানে মৃত্তিকা লেপনে সমস্ত অঙ্গ পবিত্র হইবে এবং একাগ্রতা-শক্তি বৃদ্ধি পাইবে। যেমন ললাটে তিলক করিলে সমস্ত মুখমণ্ডল পবিত্র হয়, বাহুতে যে স্থান নির্ণয় করিয়াছেন, তিলক করিলে সমস্ত বাহু পবিত্র হইবে।

এই তিলক তুলসীর বাতাস, তুলসীর পত্র ও তুলসীর মালা ত্বকের আহারশুদ্ধি করিয়া দিবে। তুলসী দর্শনে ও শ্রীবিগ্রহ দর্শনে চক্ষুর বিষয় রূপ শুদ্ধ হয়। গঙ্গোদক শঙ্খে লইয়া তাহার দ্বারা শালগ্রামকে স্নান করাইয়া চন্দন তুলসীযুক্ত সেই জল পানে রসনার রস শুদ্ধ হয়। প্রত্যেকটীরই পাবনী ও একাগ্রতা বৃদ্ধি করিবার শক্তি যথেষ্ট আছে। তুলসীর গন্ধ ও ধূপ ধূনা দ্বারা ঘ্রাণের আহার শুদ্ধ হয়। এই পঞ্চেন্দ্রিয়ের আহার শুদ্ধি হইলে ধ্রুবা স্মৃতি। শ্রীমদ্ রামানুজাচার্য্য এই ধ্রুবাস্মৃতিকে ভক্তি বলিয়াছেন, যোগীগণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ধ্রুবাস্মৃতিকে নিশ্চলা জ্ঞান-বৃত্তি বা ঐকাগ্র্য ভূমি বলেন। ধ্রুবাস্মৃতিলাভে মানুষ পরমানন্দ সাগরে ডুবিয়া যায়। অতঃপর এখনও কি তোমার তুলসীর কথা শুনিবার আগ্রহ আছে ?

শিষ্য। দেব, আপনি আর কোন কোন শাস্ত্রে তুলসীর কথা আছে তাহা বলুন, ক্রমে আমার আকাঙ্ক্ষা বর্দ্ধিতই হইতেছে। ইচ্ছা করিতেছে ছুটিয়া সকলকে বলিয়া আসি—ওরে তোরা তুলসীর সেবা কর তাহা হইলেই কৃতার্থ হইবি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সপ্তম প্রকাশ।

গুরু। অগস্ত্য সংহিতায় সুতীক্ষ্ণ ও অগস্ত্য সংবাদে যে তুলসীর গুণ বর্ণিত হইয়াছে অধুনা বলিতেছি—শ্রবণ কর।

সুতীক্ষ্ণ মুনি অগস্ত্য মুনিকে বলিয়াছিলেন—

কিমেতদ্ ভগবন্ ব্রুহি হিত্বা দধ্যোদনং রহঃ।
তক্রং পিবসি মাহাত্ম্যং শ্রীতুলস্যা ক্ব বিস্মৃতম্॥ ১

ষষ্ঠোঽধ্যায়

ভগবন্ আপনি এ কি বলিতেছেন? দধ্যোদন ত্যাগ করিয়া তক্র পান করিতেছেন! শ্রীতুলসীর মাহাত্ম্য কেন বিস্মৃত হইলেন?

অগস্ত্য উবাচ

শৃণু বক্ষ্যামি মাহাত্ম্যং শ্রীতুলস্যা প্রযত্নতঃ।
পূর্ব্বমুগ্রং তপঃ কৃত্বা বরং বব্রে মনস্বিনী। ২

বৎস, তোমায় শ্রীতুলসীর মাহাত্ম্য প্রযত্নসহকারে বলিতেছি শ্রবণ কর। পূর্ব্বকালে মনস্বিনী তুলসী কঠোর তপস্যা করিয়া বর লাভ করিয়াছিলেন, সেই হেতু সর্ব্বলোক-পাবনী তুলসী বিষ্ণু, জগদীশ্বর শ্রীরামচন্দ্রের সীতা যেমন প্রিয়া সেইরূপ সমস্ত পুষ্প পত্রের মধ্যে প্রিয়তমা।

যে ব্যক্তি প্রত্যহ তুলসী পত্রের দ্বারা বিষ্ণুকে অর্চ্চনা করেন তিনি পুনরাবৃত্তি বর্জ্জিত, শাশ্বত ব্রহ্মলোকে গমন করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নীলোৎপল সহস্রের দ্বারা ত্রিসন্ধ্যা যে মানব হরিকে অর্চ্চনা করেন শতবৎসরেও তুলসীর দ্বারা হরিপূজার যে ফল তাহা লাভ করিতে পারেন না। হে বিদ্বন্! সমস্ত পুষ্প হইতে পদ্ম-পুষ্প শ্রেষ্ঠ বলিয়া কথিত হয় কিন্তু পদ্ম পুষ্প হইতেও তুলসী মাল্য লক্ষ কোটীগুণ ফলপ্রদ। বিষ্ণু মন্ত্রোচ্চারণ পূর্ব্বক বিষ্ণুর মস্তকে একটী তুলসীপত্র-দান অনন্ত ফলপ্রদ। যিনি তুলসীপত্র ও মধ্যে মধ্যে অন্যান্য নানা পুষ্প দ্বারা মাল্য গ্রন্থনপূর্ব্বক চন্দন মাখাইয়া শ্রীরামচন্দ্রের মস্তকে অর্পণ করেন, সম্পূর্ণদক্ষিণাযুক্ত বহুযজ্ঞ, তীর্থসেবা, দান অথবা উগ্র তপস্যায় তাঁহার কি প্রয়োজন? বাক্য সংযমপূর্ব্বক ভগবানে আত্মা ও মন নিবেশসহকারে যিনি তুলসী মাল্যের দ্বারা অর্চ্চনা করেন তাঁহার কোটী যজ্ঞের ফল লাভ হয়। সংসার-অন্ধকূপে নিমগ্নগণের রামচন্দ্রকে সমর্পিত তুলসীর পত্র-পুষ্প-ফলই উদ্ধার কারণ, মুক্তি-মার্গের দ্যোতক ও সর্ব্বসিদ্ধিদায়ক। স্বয়ং আনয়ন করত মধ্যে মধ্যে পুষ্প দিয়া গ্রথিত তুলসীর মালা মোক্ষ-লক্ষ্মী দান করেন।

অসংখ্য পুষ্পবৃক্ষ শোভিত তুলসী-বাটিকা যে স্থানে শোভিত হয় সেই স্থানে সীতার সহিত রাঘব স্বয়ং বাস করেন।

ভক্তি সহকারে যে মনীষিগণ তুলসী কানন নির্ম্মাণ করিয়া কণ্টকের দ্বারা তাহার বেড়া দেন, সেই কর্ম্মই তাঁহার মুক্তির নিমিত্ত হয়, তাহা অপেক্ষা আর উৎকৃষ্ট কিছু নাই। তুলসীদল বাসিত শালগ্রামশিলা সংস্পৃষ্ট জল যিনি পান করেন তাঁহাকে আর পুনর্ব্বার স্তন্য পান করিতে হয় না। জলের মধ্যে গঙ্গাজলের ন্যায়, পূজ্যের মধ্যে শ্রীরামচন্দ্রের ন্যায়, পুষ্পের মধ্যে পদ্মের ন্যায় তুলসীপত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রশংসনীয়া। তুলসীপত্রের দ্বারা যথাবিধি রামচন্দ্রের পূজা করিলে জন্মান্তর সহস্রের দুঃখগ্রাম হইতে মানুষ মুক্ত হয়।

হে তপোধন, ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয়ের ও যে যে আশ্রমে পূজাই প্রধান কার্য্য বলিয়া নির্দ্দিষ্ট আছে তাহাদের তুলসীপত্রের দ্বারা পূজায় অভীষ্ট সাধন হয়। পূজাযোগ্য দল, পত্র, পুষ্পের দ্বারা যিনি হরিকে অর্চ্চনা করেন তাঁহার কর্ম্ম অঙ্গহীন হইলেও তাহা সফল হয়। পাপিষ্ঠ বা পুণ্যাত্মা যিনি কেন হউন না, তুলসীপত্রের দ্বারা হরির অর্চ্চনা করিলে নরক-ক্লেশ হয় না—সত্য সত্য ইহাতে সংশয় নাই।

নয়ন মুদ্রিত করিয়া হৃদয়ে রামকে ধ্যান করত তুলসীপত্র-যুক্ত গঙ্গাজলের দ্বারা যিনি পূজা করেন, রামের মস্তকে নিক্ষেপ করত রাম মন্ত্রের দ্বারা সেচন করেন, বহুবার অথবা একবারও অনুষ্ঠানে তিনি সকলের ধ্যেয় হন, ইহাই মুক্তিলাভের সদুপায়। যাঁহার মন্ত্রোপদেষ্টা গুরু নাই কিম্বা মন্ত্র লইবার যাঁহার শাস্ত্র প্রণালী ঘটে নাই তিনি "রাম" এই অক্ষর দুইটী বলিতে বলিতে তুলসীদল অর্পণ করেন তাহা বিভিন্ন প্রকারের শত দীক্ষাগ্রহণে মিলে না।

দীক্ষিতেষ্বপি সর্ব্বেষু রামদীক্ষিত উত্তমঃ।
ন গুরুর্নৈব কালঞ্চ ন দেবান্তরসেবনম্
তুলসীদলযুক্তঞ্চ রামার্চ্চনমপেক্ষতে।

সমস্ত দীক্ষিতদের মধ্যে রামমন্ত্রে দীক্ষিতই উত্তম। তুলসী-দলযুক্ত শ্রীরামার্চ্চনা গুরু বা কালাকাল, অন্য দেবতার সেবার কোন অপেক্ষা রাখে না।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নির্ম্মাল্য তুলসীমালা ধারণ করিয়া যদি কেহ শ্রীহরিকে অর্চ্চনা করে অথবা যাহা যাহা কার্য্য করে, সেই সমস্ত অনন্ত ফলদায়ক হয়। যদি শ্রীরামারাধনার দ্রব্যাদি কমও হয়, একটী তুলসীপত্রযুক্ত হইলে তাহা পরিপূর্ণ হয়।

শালগ্রামশিলায়াশ্চ গঙ্গায়াশ্চ তপোধন
তুলস্যাশ্চৈব মাহাত্ম্যং নেষ্টে বক্তুং হি বিশ্বসৃক্।
ভবভঞ্জনমেতত্তে সর্ব্বাভীষ্টং প্রযচ্ছতি
নাতঃপরতরং কিঞ্চিৎ পাবনং বিদ্যতে ভুবি॥

হে তপোধন! শালগ্রাম শিলার, গঙ্গার, আর তুলসীর মাহাত্ম্য বলিতে স্বয়ং ব্রহ্মাও সক্ষম হন না। এই ভবভীতিহারিণী তুলসী তোমার সর্ব্বাভীষ্ট দান করিবেন, তুলসী অপেক্ষা পবিত্রা আর কিছু জগতে নাই।

যঃ কুর্য্যাত্তুলসীকাষ্ঠৈরক্ষমালাং সুরূপিণীম্।
কর্ণমালাঞ্চ যত্নেন কৃতং তস্যাক্ষয়ং ভবেৎ॥

যে ব্যক্তি তুলসী কাষ্ঠের সুন্দর জপমালা, করমালা প্রস্তুত করেন তাঁহার কৃতকর্ম্ম অক্ষয় হয়।

সংঘৃষ্য তুলসীকাষ্ঠং যো দদ্যাদ্রামমূর্দ্ধণি।
কর্পূরাগুরুকস্তুরীচন্দনঞ্চ ন তৎসমম্॥
তুলসীবিপিনস্যাপি সমন্তাৎ পাবনং স্থলম্।
ক্রোশমাত্রং ভবত্যেব গাঙ্গেয়স্যেব পাথসঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলস্যারোপিতা সিক্তা দৃষ্টা স্পৃষ্টা চ পাবয়েৎ।
আরাধিতা প্রযত্নেন সর্ব্বকামফলপ্রদা ॥

তুলসী কাষ্ঠ ঘর্ষণ করত যে ব্যক্তি রামের মস্তকে দান করে কর্পূর, অগুরু, চন্দন, কস্তুরী দানও তাহার সমান নয়। তুলসী কাননের চতুর্দ্দিকে এক ক্রোশ স্থান গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র। তুলসী রোপণ করিলে, ঐ বৃক্ষে জল সেক করিলে, দর্শন বা স্পর্শন করিলে পবিত্র করেন; প্রযত্ন সহকারে আরাধনা করিলে সর্ব্বকামনার ফল প্রদান করেন।

হে মুনিবর, যাহারা প্রতিদিন তুলসীকে প্রদক্ষিণ করিয়া নমস্কার করে তাহাদের সমস্ত পাপ ক্ষয় হইয়া যায়, অবশেষ কিছু থাকে না।

অনন্যদর্শনাৎ প্রাত র্যে পশ্যন্তি তপোধন।
অহোরাত্রকৃতং পাপং তৎক্ষণাৎ প্রদহন্তি তে ॥
তুলসী সন্নিধৌ প্রাণান্ যে ত্যজন্তি মুনীশ্বর।
ন তেষাং নরকক্লেশ প্রযান্তি পরমং পদম্ ॥

যাহারা প্রাতে উঠিয়া আর কিছু না দেখিয়া প্রথমে তুলসীকে দর্শন করে তাহাদের অহোরাত্র কৃত পাপ তৎক্ষণাৎ ক্ষয় হয়। হে মুনীশ্বর, যাহারা তুলসী সন্নিধানে প্রাণত্যাগ করে তাহাদের নরক-যন্ত্রনা হয় না, পরমপদ প্রাপ্ত হয়।

বিধেয়মবিধেয়ং বা ন্যূনমপ্যথবাধিকম্।
তুলসীদলমাদায় রামং ধ্যাত্বা সমর্পয়েৎ ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রামায় নম ইত্যেতদচ্যুতায় নমস্ততঃ।
অনন্তায় নমস্তস্মাৎ প্রণবাদি বদেদিদম্॥

বিধেয় অথবা অবিধেয় হউক, অঙ্গহীন অথবা সর্ব্বাঙ্গসুন্দর হউক, তুলসীদল গ্রহণ করত শ্রীরামকে ধ্যান করিয়া সমর্পণ করিবে। ওঁ রামায় নমঃ, ওঁ অচ্যুতায় নমঃ, ওঁ অনন্তায় নমঃ—প্রণবাদিতে নম অন্তে দিয়া এইরূপ বলিয়া তুলসী দিবে।

কৃতং সফলতামেতি তুলসী সন্নিধৌ মুনে।
তদেব পুণ্যকালেষু সহস্র গুণিতং ভবেৎ॥
শালগ্রামশিলায়াশ্চ তুলস্যাশ্চৈব সন্নিধৌ
যেষাং পুণ্যবতাং মৃত্যুস্তে মুক্তা নাত্র সংশয়ঃ॥

হে মুনিবর, তুলসীর নিকটে যখন যাহা অনুষ্ঠিত হইবে তাহা সফল হইবে; তাহা যদি পুণ্য করা হয় সহস্রগুণ ফল হয়।

শালগ্রামশিলা বা তুলসীর নিকটে যে পুণ্যবানগণের মৃত্যু হয় তাহারা মুক্ত—এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

অগস্ত্য মুনি এইপ্রকার তুলসী মাহাত্ম্য সুতীক্ষ্ণ মুনিকে বলিয়াছিলেন—অগস্ত্য সংহিতায় ইহা উক্ত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অষ্টম প্রকাশ

শিষ্য। দেব, আপনি বৃন্দা মাহাত্ম্য আরও বলুন।

গুরু। স্কন্দ পুরাণে নাগরখণ্ডে তুলসী দেবীর যে মাহাত্ম্য উক্ত হইয়াছে তাহা শ্রবণ কর।

বাণ্যুবাচ।

তুলসী রোপিতা যেন গৃহস্থেন মহাফলা।
গৃহে তস্য ন দারিদ্র্যং জায়তে নাত্র সংশয়ঃ ॥ ১

২৪৯ অধ্যায়

যে গৃহস্থ গৃহে তুলসী রোপণ করে তাহার গৃহে দারিদ্র্য উপস্থিত হয় না—এ সম্বন্ধে সংশয় নাই।

তুলস্যা দর্শনাদেব পাপরাশির্নিবর্ত্ততে।
শ্রিয়েঽমৃত কণোৎপন্না তুলসী হরিবল্লভা ॥ ২
পিবন্ত্যা রুচিরং পানং প্রাণীনাং পাপহারিণী।
যস্যারূপে বসেল্লক্ষ্মীঃ স্কন্ধে সাগরসম্ভবা ॥ ৩
পত্রেষু সততং শ্রীশ্চ শাখাসু কমলা স্বয়ং।
ইন্দিরা পুষ্পগা নিত্যং ফলে ক্ষীরাব্ধিসম্ভবা ॥ ৪

তুলসী দর্শন করিলেই পাপরাশি বিনষ্ট হয়। তুলসী শ্রীবৃদ্ধির কারণ, তুলসী অমৃত কণায় উৎপন্না এবং শ্রীহরিবল্লভা। রুচির

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পানীয় দ্বারা মূল অভিষিক্ত হইলে তুলসী প্রাণীগণের পাপ হরণ করেন। যাঁহার রূপে লক্ষ্মী, স্কন্ধে সাগরসম্ভবা, পত্রে সতত শ্রী, শাখা স্বয়ং কমলা, পুষ্পে নিত্য ইন্দিরা, ফলে ক্ষীরাব্ধিসম্ভবা।

তুলসী শুষ্ককাষ্ঠেষু যা রূপা বিশ্বব্যাপিনী।
মজ্জায়াং পদ্মবাসা চ ত্বচাসু চ হরিপ্রিয়া॥ ৫

শুষ্ক কাষ্ঠে বিশ্বব্যাপিনী মজ্জায় পদ্মালয়া এবং ত্বকে হরিপ্রিয়া বাস করেন।

সর্ব্বরূপা চ সর্ব্বেশা পরমানন্দদায়িনী।
তুলসী প্রাশকো মর্ত্ত্য যমলোকং ন গচ্ছতি॥ ৬
শিরস্থা তুলসী যস্য ন যামৈ্যরনুভূয়তে।
মুখস্থা তুলসী যস্য নির্ব্বাণপদদায়িনী॥ ৭

তুলসী সর্ব্বরূপা, সর্ব্বেশা, পরমানন্দদায়িনী। তুলসী ভক্ষক মানব যমলোকে গমন করে না। যাহার মস্তকে তুলসী অবস্থান করেন তাহার যমদূতের ভয় থাকে না। মুখস্থা তুলসী নির্ব্বাণ পদ দান করেন।

হস্তস্থা তুলসী যস্য স তাপত্রয়বর্জ্জিতঃ।
তুলসী হৃদয়স্থা চ প্রাণীনাং সর্ব্বকামদা॥ ৮
স্কন্ধস্থা তুলসী যস্য স পাপৈ র্ন চ লিপ্যতে।
কণ্ঠগা তুলসী যস্য জীবন্মুক্তঃ সদা হি সঃ॥ ৯
তুলসী সম্ভবং পত্রং সদা বহতি যো নরঃ।
মনসা চিন্তিতাং সিদ্ধিং সম্প্রাপ্নোতি ন সংশয়ঃ॥ ১০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাঁহার হস্তে তুলসী থাকে তিনি তাপত্রয় বর্জ্জিত হন। হৃদয়স্থিতা তুলসী প্রাণীগণের সর্ব্বকাম দান করেন। যাঁহার স্কন্ধে তুলসী থাকেন তিনি পাপের দ্বারা লিপ্ত হন না। যাঁহার কণ্ঠে তুলসী অবস্থিতা তিনি জীবন্মুক্ত। যে মানব তুলসী পত্র সর্ব্বদা বহন করে সে ব্যক্তি মনোভিলাষিত সিদ্ধি লাভ করে।

তুলসীং সর্ব্বকার্য্যার্থসাধিণীং তুষ্টবারিণীম্।
যো নরঃ প্রত্যহ সিঞ্চেন্ন স যাতি যমালয়ম্ ॥১১
চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষণ বন্দিতাপি বিমুক্তিদা।
নারায়ণং জলগতং জ্ঞাত্বা বৃক্ষগতং তথা ॥১২
প্রাণিনাং কৃপয়া লক্ষ্মীস্তুলসী বৃক্ষমাশ্রিতা।
চাতুর্ম্মাস্যে সমায়াতে তুলসী সেবিতা যদি ॥১৩
তেষাং পাপসহস্রানি যান্তি নিত্যং সহস্রধা।
গোবিন্দস্মরণং নিত্যং তুলসীবনসেবনম্ ॥১৪
তুলসীসেচনং তুষ্টৈশ্চাতুর্ম্মাস্যেঽতিদুর্লভম্।
তুলসী বর্দ্ধয়েদ্ যস্তু মানবো যদি শ্রদ্ধয়া ॥১৫
আলবালাম্বু দানৈশ্চ পাবিতং সকলং কুলম।
যথা শ্রীতুলসী সংস্থা নিত্যমেব হি বর্দ্ধতে ॥১৬
তথা তথা গৃহস্থস্য কামবৃদ্ধি প্রজায়তে।
ব্রহ্মচারী গৃহস্থশ্চ বাণপ্রস্থো যতিস্তথা ॥১৭
তথা প্রকৃতয়ঃ সর্ব্বাস্তুলসী সেবনে রতাঃ।
শ্রদ্ধয়া যদি জায়ন্তে ন তাসাং দুঃখদো হরিঃ ॥১৮

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সর্ব্বকার্য্যার্থ সাধিনী তুষ্ট বাগ্মিণী তুলসীকে যে নর প্রত্যহ জলসিঞ্চন করেন তিনি যমালয়ে গমন করেন না। চাতুর্ম্মাস্যে বিশেষভাবে তুলসীকে বন্দনা করিলে বিমুক্তি দান করেন। লক্ষ্মী নারায়ণকে জলগত ও বৃক্ষগত জানিয়া প্রাণিগণের প্রতি কৃপা হেতু তুলসী বৃক্ষকে আশ্রয় করিয়াছেন। যাঁহারা চাতুর্ম্মাস্যে তুলসীর সেবা করেন তাঁহাদের সহস্র পাপ সহস্রধা বিলীন হয়। গোবিন্দ স্মরণ, নিত্য তুলসীবন সেবা, দুগ্ধের দ্বারা তুলসী সেচন এগুলি চাতুর্ম্মাস্যে দুর্লভ। যে মানব শ্রদ্ধাসহকারে আলবাল নির্ম্মাণপূর্ব্বক মূল দেশে সিঞ্চন করত তুলসীকে বর্দ্ধিতা করেন তাঁহার কুল পবিত্র হয়। যেমন যেমন তুলসীস্থিতা শ্রী নিত্য বর্দ্ধিতা হন, তেমন তেমন গৃহস্থের কাম বৃদ্ধি হয় (মনস্কামনা সিদ্ধ হয়)। ব্রহ্মচারী, গৃহস্থ, বাণপ্রস্থ, যতি ও সমস্ত সাধারণ প্রকৃতিপুঞ্জ শ্রদ্ধাপূর্ব্বক তুলসীসেবা করিলে হরি তাহাদিগকে দুঃখ দান করেন না।

একো হরিঃ সকল বৃক্ষগতো বিভাতি
নানা রসৈস্তু পরিভাবিত মূর্ত্তিরেব।
বৃক্ষাধিবাসমগমৎ কমলা চ দেবী
দুঃখাদিনাশনকরী সততং স্মৃতাপি ॥১৯

নানা রসের দ্বারা পরিভাবিত মূর্ত্তি একমাত্র হরি সকল বৃক্ষগত হইয়া বিশেষরূপে প্রকাশ পাইয়া থাকেন। সতত স্মরণকারীর দুঃখাদিনাশিনী দেবী কমলাও বৃক্ষাধিবাস লাভ করিয়াছেন।

শিষ্য। আপনার শ্রীমুখ হইতে তুলসী মাহাত্ম্য যত শুনিতেছি ততই পিপাসা বর্দ্ধিত হইতেছে। আপনি দেবীর মাহাত্ম্য আরও বলুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গুরু। পদ্মপুরাণে উত্তর খণ্ডে তুলসী সম্বন্ধে যাহা কথিত হইয়াছে শ্রবণ কর।

জলন্ধর পত্নী বৃন্দার লাবণ্যদর্শনে বিষ্ণু মুগ্ধ হন। তাঁহার মোহ নিবারণের জন্য দেবগণ মহাদেবের শরণাপন্ন হইয়াছিলেন। মহাদেব তাঁহাদিগকে বলিয়াছিলেন, মায়ার আরাধনা কর। দেবগণ মায়ার স্তব করেন। মায়া তাঁহাদিগকে কহিয়াছিলেন—আমি রজঃ, সত্ত্ব, তমোগুণে গৌরী, লক্ষ্মী, স্বধারূপে অবস্থান করিব। তাঁহারা তোমাদের কার্য্যবিধান করিবেন। সেই কথা শুনিয়া সুরগণ তাঁহাদের সমীপে আগমন, প্রণাম করিয়াছিলেন। দেবীগণ দেবতাদিগকে বীজদান করিয়া বলেন, যে স্থানে বিষ্ণু অবস্থান করিতেছেন সেই স্থানে এই বীজসকল বপন করিও। দেবগণ তাহা করেন। বীজ হইতে তিনটী বৃক্ষ হয়—ধাত্রী, মালতী ও তুলসী। ধাত্রী স্বধাংশ সম্ভূতা, মালতী লক্ষ্মী অংশজাতা, আর তুলসী গৌরীর অংশ সমুৎপন্না।

শিষ্য। জলন্ধর কে?

গুরু। ইন্দ্র শিবদর্শন মানসে শিবলোকে গমন করত এক ভয়ানক পুরুষ দেখিয়া তাঁহাকে পুনঃ পুনঃ জিজ্ঞাসা করিলেন—ঈশ্বর কোথায় গিয়াছেন? সে উত্তর দান করিল না। ইন্দ্র ক্রুদ্ধ হইয়া বজ্রের দ্বারা আঘাত করিলেন। তখন রুদ্র তেজের দ্বারা জলিয়া উঠিলেন। সেই সময় ইন্দ্র ভীত হইয়া প্রণামপূর্ব্বক স্তব করিয়াছিলেন। রুদ্র তুষ্ট হইয়া ইন্দ্র দাহার্থ উৎপন্ন ললাট-নয়নস্থিত অনল গ্রহণ করত গঙ্গাসাগর সঙ্গমে নিক্ষেপ করিয়াছিলেন। তখন সেই অগ্নি বালরূপ ধারণ করত রোদন করিতে লাগিল। তাহার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রোদন শব্দে সপ্তলোক বধির প্রায় হইয়া উঠিল। তাহা শুনিয়া ব্রহ্মা বিস্মিত হইয়া সেই স্থানে আগমনপূর্ব্বক সেই বালককে সমুদ্রক্রোড়ে দর্শন করত জিজ্ঞাসা করিলেন—এ পুত্র কাহার? সমুদ্র তাঁহাকে প্রণাম করত বলিলেন—আমার পুত্র। ইহার জাতকর্ম্মাদি করুন—এই কথা বলিয়া ব্রহ্মার ক্রোড়ে দিলেন সেই বালক ব্রহ্মার শ্মশ্রু ধারণ করিল। শ্মশ্রু কম্পন করিতে করিতে ব্রহ্মার নেত্রদ্বয় হইতে জল নির্গত হইল। ব্রহ্মা সমুদ্রকে বলিলেন—যেহেতু এ বালক আমার নেত্রনির্গত জল ধারণ করিয়াছে সেই হেতু এ বালকের জলন্ধর নাম রক্ষা করিলাম। অধুনাই সর্ব্বশাস্ত্রবেত্তা হইবে, রুদ্র ভিন্ন সমস্ত ভূতের অবধ্য হইবে। এই কথা বলিয়া শুক্রকে আহ্বান করত তাহাকে অসুর রাজ্যে অভিষিক্ত করিলেন। সে কালনেমিসুতা বৃন্দাকে বিবাহ করে।

পদ্মপুরাণ উত্তর খণ্ড।

শিষ্য। আপনি তুলসী মাহাত্ম্য আরও বলুন।

গুরু। পদ্মপুরাণ উত্তরখণ্ডে তুলসী মাহাত্ম্য যাহা কথিত আছে শ্রবণ কর।

ব্রহ্মোবাচ

তুলস্যা শৃণু মাহাত্ম্যং পাপঘ্নং সর্ব্বকামদম্।
যৎ পুরা বিষ্ণুনা প্রোক্তং তৎ তে বক্ষ্যাম্যশেষতঃ॥

পাপনাশন, সর্ব্বকামদ তুলসীর মাহাত্ম্য শ্রবণ কর, যাহা বিষ্ণু পূর্ব্বে বলিয়াছিলেন তোমাকে তাহা অশেষত বলিতেছি।

কার্ত্তিকমাসে নিয়মপূর্ব্বক তুলসীপত্রেরদ্বারা মহৎ ব্যক্তিগণের তুলসী পূজা করা কর্ত্তব্য। কার্ত্তিকে দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রণাম, পূজা, রোপণ, সেবন করিলে তুলসী যুগার্জ্জিত পাপ ক্ষয় করেন। হে দ্বিজসত্তম, অষ্টপ্রকারে যাঁহারা তুলসীর সেবা করেন তাঁহারা কোটি সহস্রযুগ হরির গৃহে বাস করেন। রোপিতা তুলসী যে পর্য্যন্ত মূল বিস্তৃত করে তত যুগসহস্র হরি তাঁহার সুকৃত বিস্তার করেন। কার্ত্তিকমাসে তুলসীপুষ্প যে হরিকে দান করে তাহার ইহজন্মার্জ্জিত পাপ নষ্ট হয়। বসুধাতলে রোপিতা তুলসী যত বর্দ্ধিতা হয় তত সহস্রকল্প রোপণকর্ত্তা বিষ্ণুলোকে পূজিত হয়। সমস্ত পুষ্প ও পত্রের দ্বারা বিষ্ণু পূজায় যে ফল লাভ হয় অর্দ্ধ তুলসী পত্রের দ্বারা বিষ্ণু পূজায় সেই ফল হয়।

তুলসী গন্ধমাদায় যত্র গচ্ছতি মারুতঃ।
দিশোদশ পুনাত্যাশু ভূতগ্রামাংশ্চতুর্ব্বিধান্॥

তুলসী গন্ধ গ্রহণ করত বায়ু যে স্থানে গমন করে, আশু তাহার দশ দিক ও চতুর্ব্বিধ ভূতগ্রাম পবিত্র করে। হে মুনে, যে স্থানে তুলসী কাননের ছায়া আছে সেই স্থানে পিতৃগণের তৃপ্তি হেতু শ্রাদ্ধ করা কর্ত্তব্য।

তুলসী বীজ সকল যে স্থানে পতিত হয় সেই স্থান পিতৃগণের পরম প্রীতিবর্দ্ধক। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, যে গৃহে তুলসীতল মৃত্তিকা আছে সে স্থানে যমকিঙ্করগণ উপস্থিত হয় না। তুলসীতল মৃত্তিকা লিপ্ত হইয়া যদি কেহ প্রাণ পরিত্যাগ করে সে শতপাপ হইতে মুক্ত হয়; যম তাহাকে দেখিতে সমর্থ হয় না।

তুলসীমৃত্তিকালিপ্তং ললাটং যস্য দৃশ্যতে।
কুলং স্পৃশতি নো তস্য কলির্মুনিবরোত্তম॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে মুনিবরোত্তম, যাহার ললাটে তুলসী মৃত্তিকা লিপ্ত দেখা যায় কলি তাহার কুল স্পর্শ করে না।

কার্ত্তিকমাসে যিনি তুলসীমূলে দীপদান করেন সেই কেশব প্রিয় বৈষ্ণবপদ লাভ করিয়া থাকেন।

তুলসীকাননঞ্চৈব গৃহে যস্যাবতিষ্ঠতে।
তদ্‌গৃহং তীর্থভূতং হি নায়ান্তি যমকিঙ্করাঃ॥

যাহার গৃহে তুলসী কানন অবস্থিত তাহার গৃহ তীর্থস্বরূপ, যমকিঙ্করগণ সে স্থানে গমন করে না। নর্ম্মদা দর্শন, গঙ্গাস্থান আর তুলসীকানন সংসর্গ তিনটী সমান ফলদায়ক।

রোপণ, পালন, সেবা, দর্শন, স্পর্শ করিলে তুলসী মানবের বাক্, মন, কায় সঞ্চিত পাপ নষ্ট করেন। তুলসীমঞ্জরীর দ্বারা যে ব্যক্তি হরি পূজা করে সে মুক্তিভাগী হয়, গর্ভগৃহে গমন করে না।

পুষ্করাদ্যানি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বাসুদেবাদয়ো দেবা বসন্তি তুলসীদলে॥

পুষ্করাদি তীর্থ, গঙ্গাদি নদী ও বাসুদেব আদি দেবতাগণ তুলসীপত্রে বাস করেন।

তুলসীমঞ্জরীযুক্ত হইয়া যে ব্যক্তি প্রাণত্যাগ করে সে শত পাপযুক্ত হইলেও যম তাহাকে দর্শন করিতে সমর্থ হয় না। শুনিলে? আরও শুনিবার স্পৃহা আছে?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্য। আপনি বলুন। তুলসী মাহাত্ম্য শ্রবণে আমার প্রাণে আশার সঞ্চার হইয়াছে। আমি তুলসী সেবার দ্বারা হরিভক্তি লাভ করিতে অবশ্যই সমর্থ হইব—ইহা বুঝিতে পারিয়াছি।

গুরু। পদ্মপুরাণে ক্রিয়াযোগসারে তুলসী মাহাত্ম্যে যাহা বিবৃত হইয়াছে, শ্রবণ কর।

যত্রৈক তুলসীবৃক্ষস্তিষ্ঠতি দ্বিজসত্তম।
তত্রৈব ত্রিদশাঃ সর্ব্বে ব্র্ক্ষা বিষ্ণুঃ শিবাদয়ঃ॥

হে দ্বিজসত্তম, একটী তুলসীবৃক্ষ যে স্থানে অবস্থিত সেই স্থানে ব্রহ্মা, বিষ্ণু, শিবাদি দেবতাগণ অবস্থান করেন। তুলসীর পত্রমধ্যে কেশব, পত্রাগ্রে প্রজাপতি, পত্রবৃন্তে শিব সর্ব্বদা অবস্থান করেন। লক্ষ্মী, সরস্বতী, গায়ত্রী, চণ্ডিকা, শচী অন্য দেবপত্নীগণ তাহার পুষ্পে বাস করেন। ইন্দ্র, অগ্নি, যম, নৈঋ্ঋত, বরুণ, পবন, কুবের ইঁহারা তুলসীর শাখায় বাস করেন।

আদিত্যাদি গ্রহগণ, সমস্ত বিশ্বদেব, বসু ও মনুগণ, অখিল দেবর্ষি, সকল বিদ্যাধর, সমুহ গন্ধর্ব্ব, সিদ্ধ ও অপ্সরগণ তুলসীপত্র আশ্রয় করিয়া সর্ব্বদা বাস করেন।

তুলসীর মূলজাত তৃণাদি অপসারিত করিলে হরি তৎক্ষণাৎ তাহার দেহস্থিত ব্রহ্মহত্যাপাপ দূর করেন। হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, গ্রীষ্মকালে সুগন্ধ, শীতল জলের দ্বারা তুলসী সেচন করিয়া মানুষ নির্ব্বাণ মুক্তি লাভ করে। যে ব্যক্তি চন্দ্রাতপ অথবা ছত্র তুলসীকে প্রদান করে বিশেষত গ্রীষ্মকালে, সে ব্যক্তি সমস্ত পাপ হইতে মুক্ত হয়। বৈশাখ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাসে অক্ষত জলধারার দ্বারা যে ব্যক্তি তুলসীকে সেচন করেন তিনি নিত্য অশ্বমেধ যজ্ঞের ফল লাভ করেন। তুলসীকে দুগ্ধের দ্বারা সিঞ্চন করিলে তাহার গৃহে লক্ষ্মী নিশ্চলা হন।

গোময় দ্বারা তুলসীমূলে যে ব্যক্তি অনুলেপন করে, ও সম্মার্জ্জন করে তাহার পুণ্যফল শ্রবণ কর। হে জৈমিনে, তুলসী-মূলের যত ধূলি দূরীভূত হয় তত সহস্রকল্প ব্রহ্মলোকে আনন্দে বাস করে।

যদ্ধর্ম্মকর্ম্ম কুরুতে মনুজঃ পৃথিব্যাম্
নারায়ণপ্রিয়তমাং তুলসীং বিনা চ।
তৎসর্ব্বমেব বিফলং ভবতি দ্বিজেন্দ্র
পদ্মেক্ষণোঽপি নহি তুষ্যতি দেবদেবঃ॥

পৃথিবীতে মনুষ্য নারায়ণের প্রিয়তমা তুলসী ব্যতীত যে ধর্ম্ম কর্ম্ম করে হে দ্বিজেন্দ্র, সে সমস্ত বিফল হয়; দেবদেব কমললোচন হইলেও তুষ্ট হন না।

যস্য স্যাৎ তুলসীপত্রং মুখে শিরসি কর্ণয়োঃ।
মৃত্যুকালে দ্বিজশ্রেষ্ঠ তস্য স্বামী ন ভাস্করিঃ॥

মৃত্যুকালে যাহার মুখে, মস্তকে ও কর্ণদ্বয়ে তুলসী পত্র থাকে হে দ্বিজশ্রেষ্ঠ, যম তাহার অধিকারী হয় না; অর্থাৎ সে বৈকুণ্ঠে গমন করে এইরূপ তুলসীমাহাত্ম্য পদ্মপুরাণ ক্রিয়াযোগসারে উল্লিখিত হইয়াছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নবম প্রকাশ

গুরু। বৎস, কেবল নানা শাস্ত্রে কথিত তুলসীমাহাত্ম্য শ্রবণে তোমার ধৈর্য্য নষ্ট হয় নাই তো?

শিষ্য। না দেব ধৈর্য্য নষ্ট হয় নাই, আমার মত গতিহীনের উপায় এতদিনে হইল ইহা স্মরণ করিয়া মুহুর্মুহুঃ পুলকিত হইতেছি। আমি আপনার শ্রীমুখে তুলসীমাহাত্ম্য শ্রবণে ইহা স্থির নিশ্চয় করিয়াছি কেবলমাত্র তুলসীসেবা করিলেই ভগবদ্ ভক্তি লাভ অবশ্য হইবে।

গুরু। আচ্ছা শোন ক্রিয়াযোগসারে তুলসী চয়ন মন্ত্র—

মাতস্তুলসি গোবিন্দ হৃদয়ানন্দকারিণি।
নারায়ণস্য পূজার্থং চিনোমি ত্বাং নমোঽস্তুতে ॥
কুসুমৈঃ পারিজাতাদ্যৈঃ সুগন্ধৈরপি কেশবঃ।
ত্বয়া বিনা নৈব তৃপ্তিং চিনোমি ত্বামতঃ শুভে ॥
ত্বয়া বিনা মহাভাগে সমস্ত কর্ম্ম নিষ্ফলম্।
অতস্তুলসী দেবি ত্বাং চিনোমি বরদা ভব ॥
চয়নোত্তবদুঃখং যদ্দেবি তে হৃদি বর্ত্ততে।
তৎ ক্ষমস্ব জগন্মাতস্তুলসি ত্বাং নমাম্যহম্ ॥

বৈষ্ণব কৃতাঞ্জলি পুরঃসর এই মন্ত্র পাঠ করত তিনবার করতালি দিয়া শাখা কম্পিত না করিয়া শনৈঃ শনৈঃ তুলসী পত্র চয়ন করিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলসী চয়নে তুলসী শাখা ভগ্ন হইলে তুলসীপতি হৃদি ব্যথা পান। পদ্মোত্তর খণ্ডে তুলসীমালা সম্বন্ধে কথিত আছে—

সাত্বতৈ স্তুলসীকাষ্ঠমালা কুঞ্জসমুদ্ভবা।
ধার্য্যা নিত্যং প্রযত্নেন ত্বেতদ্ ভক্তস্য লক্ষণম্॥

তুলসী কাষ্ঠের নির্ম্মিত মালা ভক্তের নিত্য ধার্য্যা, ইহা ভক্তের লক্ষণ।

হরিভক্তস্য তুলসীকুঞ্জকাষ্ঠসমুদ্ভবা।
চিহ্নার্থমাত্মনো মালা পুরা কৃষ্ণেণ দর্শিতা॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্ত পুরাণে প্রকৃতিখণ্ডে

তুলসী মাহাত্ম্য দেবী ভাগবতের ন্যায়ই আছে।

স স্নাতঃ সর্ব্বতীর্থেষু সর্ব্বযজ্ঞেষু দীক্ষিতঃ।
তুলসীপত্রতোয়ে চ যোঽভিষেকং সমাচরেৎ॥
গবামযুত দানেন যৎ ফলং লভতে নরঃ।
তুলসীপত্রদানেন তৎ ফলং কার্ত্তিকে সতি॥
তুলসীতোয়কণিকা মৃত্যুকালে চ যো লভেৎ।
রত্নযানং সমারুহ্য বৈকুণ্ঠং স প্রযাতি চ॥
ত্রিকালং তুলসীপত্রং শুদ্ধং পর্য্যুষিতং সতি।
শ্রাদ্ধে ব্রতে বা দানে বা প্রতিষ্ঠায়াং সুরার্চ্চনে॥
ভূগতং তোয়পতিতং যদ্দত্তং বিষ্ণবে সতি।
শুদ্ধঞ্চ তুলসীপত্রং ক্ষালনাদন্য কর্ম্মণি॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলসীকাষ্ঠ নির্ম্মাণমালাং গৃহ্নন্তি যে নরাঃ।
পদে পদে অশ্বমেধানাং লভন্তে নিশ্চিতং ফলম্॥

ব্রহ্মবৈবর্ত্তে প্রকৃতি খণ্ডে ছোট একটী তুলসীর স্তব আছে।

নারায়ণ উবাচ

বৃন্দাং বৃন্দাবণীং বিশ্বপূজিতাং বিশ্বপাবনীম্।
পুষ্পসারাং নন্দিণীঞ্চ তুলসীং কৃষ্ণজীবনীম্॥
এতন্নামাষ্টকঞ্চৈতৎ স্তোত্রং নানার্থসংযুতম্।
যঃ পঠেৎ তাঞ্চ সম্পূজ্য সোঽশ্বমেধফলং লভেৎ॥

গণেশখণ্ডে তুলসী কোন সময়ে গণেশকে প্রার্থনা করেন। গণেশ প্রত্যাখ্যান করায় তিনি 'তোমায় দার পরিগ্রহ করিতে হইবে' বলেন। গণেশও অভিশাপ দেন 'তুমি অসুর কর্ত্তৃক গৃহীতা হইবে ও বৃক্ষরূপা হইবে।'

গণেশখণ্ডে তুলসীকে গণেশ বলিয়াছিলেন—

পুষ্পানাং সারভূতা ত্বং ভবিষ্যসি মনোরমে।
কলাংশেন মহাভাগে স্বয়ং নারায়ণপ্রিয়া॥
প্রিয়া ত্বং সর্ব্বদেবানাং কৃষ্ণস্য চ বিশেষতঃ।
পূজা বিমুক্তিদা নৃণাং মম ত্যজ্যা চ সর্ব্বদা॥

হে মনোরমে, তুমি পুষ্প সকলের সারভূতা; কলাংশের দ্বারা স্বয়ং নারায়ণপ্রিয়া হইবে। সমস্ত দেবগণের বিশেষতঃ তোমার দ্বারা কৃষ্ণ পূজা বিমুক্তিদায়িনী। আমার সর্ব্বদা অগ্রাহ্যা তুমি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পদ্মপুরাণ পাতালখণ্ডে তুলসীমাহাত্ম্য যাহা আছে শ্রবণ কর।

যো ধৃত্বা তুলসীপত্রং শিরসা বিষ্ণুতৎপরঃ।
করোতি সর্ব্বকার্য্যানি ফলমাপ্নোতি চাক্ষয়ম্।

৪৮ অধ্যায়

যে বিষ্ণুতৎপর ব্যক্তি তুলসীপত্র মস্তকে ধারণ করত সমস্ত কার্য্য করে সে অক্ষয় ফল প্রাপ্ত হয়।

তুলসীমাল্য ভূষিত হইয়া পিতৃগণের ও দেবগণের যে কর্ম্ম আচরণ করে তাহা কোটীগুণ হয়। তুলসীকাষ্ঠনির্ম্মিতা মালা কেশবকে নিবেদন করে যে নর ভক্তি সহকারে বহন করে তাহার পাতক নষ্ট হয়। পাদ্যাদির দ্বারা পূজা করিয়া নিম্নলিখিত মন্ত্রে প্রণামপূর্ব্বক ধারণ করিতে হয়।

যা দৃষ্টা নিখিলাঘশমনী স্পৃষ্টা বপুপাবনী
রোগানামভিবন্দিতা নিরসনী সিক্তান্তকত্রাসিনী।
প্রত্যাসত্তি বিধায়িনী ভগবতঃ কৃষ্ণস্য সংরোপিতা।
ন্যস্তা তচ্চরণে বিমুক্তিফলদা তস্যৈ তুলস্যৈ নমঃ॥

যাঁহাকে দর্শন করিলে অখিল পাপরাশি নষ্ট হয়, স্পর্শ করিলে শরীর পবিত্র হয়, বন্দনা করিলে রোগ দূর হয়, জলসেক অনুষ্ঠানে যমভীতি নিবারিত হয়, রোপণ করিলে কৃষ্ণের উপস্থিতি হয় এবং চরণে অর্পণ করিলে মোক্ষফল লাভ হয়—সেই তুলসীকে প্রণাম করি। পদ্মপুরাণ স্বর্গখণ্ডে যাহা আছে বলিতেছি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলস্যাঃ পরিসরে যস্য কাননং তিষ্ঠতি দ্বিজ।
গৃহস্য তীর্থরূপত্বান্নায়ান্তি যমকিঙ্করাঃ।
৪৭ অধ্যায়

সূত বলিলেন—দ্বিজ, যাহার পরিসরে তুলসীকানন থাকে তীর্থস্বরূপ বলিয়া তথায় যমকিঙ্কর আগমন করে না।

যে মনুষ্যগণ সর্ব্বপাপহর তুলসীকানন রোপণ করে তাহারা ভাস্করতনয়কে দর্শন করে না। হে দ্বিজোত্তম, যে ব্যক্তি উহা রোপণ, পালন, সেবা, দর্শন, স্পর্শন করে তাহার সর্ব্বপাপ নষ্ট হয়। যে মহাশয়গণ কোমল তুলসী পত্রের দ্বারা হরির অর্চ্চনা করে তাহারা কালের ভবনে গমন করে না।

গঙ্গাদ্যাঃ সরিতঃ সর্ব্বা ব্রহ্ম বিষ্ণুমহেশ্বরাঃ।
দেবৈস্তীর্থৈঃ পুষ্করাদ্যৈস্তিষ্ঠন্তি তুলসীদলে॥

গঙ্গাদি সমস্ত নদীসকল ব্রহ্মাবিষ্ণুমহেশ্বর দেবতাগণ ও পুষ্করাদি তীর্থগণ সহ তুলসীদলে অবস্থান করেন।

যে পাপী তুলসীপত্রযুক্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে সে বিষ্ণু নিকেতনে গমন করে ইহা আমি সত্য বলিতেছি। শত পাপযুক্ত ব্যক্তিও তুলসীমৃত্তিকা লিপ্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করিলে হরি মন্দির প্রাপ্ত হয়। যে মানব তুলসীকাষ্ঠ চন্দন ধারণ করে পাপ তাহার অঙ্গ স্পর্শ করে না, সে পরমপদ প্রাপ্ত হয়। যে ভক্তিসহকারে তুলসীমালা বহন করে সে অশৌচ অনাচার হইলেও হরিগৃহে যায়। ধাত্রীফল কৃত মালা, তুলসীমালা যাহার দেহে দেখা যায় সে ব্যক্তিই ভাগবত। যে ব্যক্তি বিষ্ণূচ্ছিষ্টা মালা তুলসীপত্র মালা কণ্ঠে বহন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করে সে দেবতাগণেরও নমস্য। যে আবার তুলসীমালা কণ্ঠে ধারণ করে নারায়ণের পূজা করে প্রতি পুষ্পে অযুত গোদানের ফল প্রাপ্ত হয়। যে সকল পাপবুদ্ধিহেতুক নানা কারণ দেখাইয়া মালা ধারণ করে না তাহারা হরির কোপাগ্নিতে দগ্ধ হইয়া নরক হইতে প্রত্যাবৃত্য হইতে পারে না। মহাপাতকনাশিনী ধর্ম্ম কামার্থদায়িনী তুলসীমালা বিশেষত ধাত্রীমালা ত্যাগ করিবে না। ধাত্রীমালা কলিযুগে মানবের যত লোম স্পর্শ করে তত সহস্র বৎসর কেশবালয়ে বাস হয়। কেশবকে নিবেদন করিয়া তুলসী কাষ্ঠসম্ভবা মালা যে নর ভক্তিসহকারে বহন করে তাহার পাতক নাই। ধর্ম্মরাজের দূতগণ তুলসীকাষ্ঠ মালা দেখিয়া বাতোদ্ধূত পত্রের ন্যায় দূর হইতে পলায়ন করে। তুলসীকাননে, ধাত্রীচ্ছায়ায় যে সকল নরোত্তম পিণ্ডদান করে তাহাদের পিতৃগণ মুক্তি লাভ করেন। হস্তে, মস্তকে, গলদেশে, কর্ণদ্বয়ে, মুখে যিনি ধাত্রীফল ধারণ করেন তিনি স্বয়ং হরি বলিয়া বিজ্ঞেয়। যে ধাত্রীপত্র বা ফলের দ্বারা হরিপূজা করে, কোটিজন্মার্জ্জিত পাপ একবার পূজার দ্বারা নষ্ট হয়। হে দ্বিজ, যজ্ঞ, দেবতা, মুনিগণ ও তীর্থ সকল ধাত্রীব্রত অবলম্বন করত কার্ত্তিক মাসে অবস্থান করেন। কার্ত্তিক মাসে ধাত্রীপত্র এবং দ্বাদশী তিথিতে তুলসীদল যে চয়ন করে সে যাতনাময় নরকে গমন করে। কার্ত্তিক মাসে ধাত্রীচ্ছায়ায় যে অন্নভোজন করে তার এক বৎসর যাবৎ অন্ন সংসর্গজাত পাপ নষ্ট হয়।

কার্ত্তিক মাসে তুলসী কানন মধ্যে ও ধাত্রীমূলে হরি পূজা যে করে সে বৈকুণ্ঠে গমন করিয়া থাকে। হে দ্বিজোত্তম, তুলসীমূল-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেশস্থিত জল ভক্তিসহকারে যে মস্তকে গ্রহণ করে সে পাপী হরি গৃহে গমন করে। তুলসীপত্র গলিত জল যে মস্তক দ্বারা বহন করে তাহার সর্ব্বতীর্থে স্নান করা হয়, অন্তে হরিলোকপ্রাপ্তি হয়।

পুরাকালে দ্বাপর যুগে আদিত্যসমান তেজসম্পন্ন মার্ত্তণ্ডনামা কোন ব্রাহ্মণ স্নান করিয়া তুলসীকে জলদান করত গৃহে গমন করেন। এই সময় তৃষ্ণার্ত্ত এক কুক্কুর আসিয়া তুলসীমূলের জল পান করত নিষ্পাপ হয়। এই সময় অসিমর্দ্দন নামে এক ব্যাধ আসিয়া বলিল 'আমার অন্ন খাইয়াছিস ও ভাণ্ড ও ভাঙ্গিয়াছিস কেন? হিংসক, তোর এই শাস্তি' এই বলিয়া তাহাকে বাণবিদ্ধ করিল। শমনের আজ্ঞায় পাশ-মুদ্গরপাণি যমদূতগণ তাহাকে লইতে আসিল, বন্ধন করিয়া লইয়া যাইতে ইচ্ছা করিল। এমন সময় বিষ্ণুদূতগণ আসিয়া চর্ম্মপাশ ছেদনপূর্ব্বক কুক্কুরকে রথে আরোহণ করাইয়া লইয়া চলিল। যমদূতগণ বিনীতভাবে জিজ্ঞাসা করিল হে সাধুগণ, কোন পুণ্যে ইহাকে লইয়া যাইতেছ? বিষ্ণুদূতগণ বলিলেন পূর্ব্বে এ রাজা ছিল, বহুতর পুণ্য করিয়াছিল। কিন্তু এক সুন্দরী অঙ্গনা হরণ পাপে নরকে যায়, তোমরা সে স্থানে শমনের আজ্ঞায় বহু ক্লেশ দিয়াছ। এ নৃপ সেই কর্ম্মের ফলে তপ্ত লৌহশয্যায় শয়নপূর্ব্বক তাম্রময়ী স্ত্রীকে আলিঙ্গন করিয়াছিল। যমের আজ্ঞানুসারে অতি ভীষণ তপ্ত লৌহস্তম্ভ আলিঙ্গন করিয়া বৈক্লব্যগ্রস্ত হইয়াছিল। তারপর এই নৃপ শমনালয়ে অন্য দূতগণ কর্ত্তৃক ক্ষারাম্বুধারায় সিক্ত হইয়াছিল। এইভাবে বহুকাল দুঃখ ভোগ করিয়াছে। পরে নরক শেষে পাপযোনিতে মুহুর্মুহুঃ জন্মলাভ করত স্বকর্ম্মবশে চিরদুঃখ ভোগ করিয়াছে। কিন্তু এক্ষণে তুলসীমূলের জল পান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া হরিগৃহে যাইতেছে। যমদূতগণ এই কথা শুনিয়া যথাগত স্থানে গমন করিল। বিষ্ণুদূতগণ তাহাকে লইয়া বিষ্ণুমন্দিরে যাইল। এই আমি তুলসীর পাপনাশন মাহাত্ম্য কহিলাম। মুনে, যাহারা ভক্তিসহকারে তুলসীর সেবা করে জানি না তাহাদের কি গতি হয়! হেলায় তুলসীসেবায় এইরূপ অনুত্তম গতির কথা শাস্ত্র বলিয়াছেন। জানি না যাহারা ভক্তিসহকারে শ্রীমতী বৃন্দার সেবা করেন তাঁহারা কিরূপ পরমাগতি লাভ করেন! বহু শাস্ত্রই তুলসী মাহাত্ম্য কীর্ত্তন করিতেছেন। বৎস, তুমি ইহা অতিরঞ্জন দোষদুষ্ট মনে করিতেছ না তো?

শিষ্য। না দেব, ত্রিকালজ্ঞ মুনিগণ ইহার প্রভাব বিশেষ রূপে অবগত হইয়া জনহিতকল্পে আপন আপন গ্রন্থে অপূর্ব্ব মহিমা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। একজন নহেন শত শত মুনি বলিয়াছেন। ইহার সর্ব্বোত্তমা পাবনীশক্তি না থাকিলে কেন শতমুখে গুণ কীর্ত্তন করিবেন? আমার শাস্ত্রবাণীতে, ঋষি বাণীতে কোন সংশয় নাই। আপনি বলুন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দশম প্রকাশ।

গুরু। স্কন্দ পুরাণে বিষ্ণুখণ্ডে তুলসীমাহাত্ম্য যেরূপ বর্ণিত আছে শ্রবণ কর।

ব্রহ্মোবাচ

শ্রীমত্তুলসী মাহাত্ম্যং যথাবদ্ বর্ণয় প্রভো।
যস্যাঃ সন্নিধিমাত্রেন প্রীতির্ভবতি তেঽধিকা॥ ১

ব্রহ্মা বলিলেন—হে প্রভো, যাঁহার সন্নিধান মাত্রেই আপনার অধিক প্রীতি জন্মে, সেই তুলসীর মাহাত্ম্য বর্ণনা করুন।

শ্রীভগবানুবাচ

মনিকাঞ্চন পুষ্পানি তথা মুক্তাময়ানি চ।
তুলসীপত্রদানস্য কলাং নার্হন্তি ষোড়শীম্॥

মুক্তাময়, মণিময় বা কাঞ্চনময় কুসুম দান তুলসীদল দানের ষোড়শাংশের যোগ্য নহে। যে ব্যক্তি তুলসীমঞ্জরীর দ্বারা আমার পূজা করে সে মানব গর্ভগৃহে আর গমন করে না—মুক্তিভাগী হয়। হে বৎস, তুলসী আরোপিত করিয়া তুলসীদলের দ্বারা যে আমার পূজা করে সে স্বর্গে প্রমুদিত হয় এবং শ্বেতদ্বীপস্থিত আমার গৃহে বাস করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমত্তুলস্যার্চ্চয়তে সকৃদ্ধি মাম্
পত্রৈঃ সুগন্ধৈর্বিমলৈরখণ্ডিতৈঃ।
যস্তস্য পাপং পটসংস্থিতং তদা
নিরীক্ষয়িত্বা পরিমার্জ্জয়েদ্ যমঃ॥

শ্রীমতী তুলসীর সুগন্ধ, বিমল, অখণ্ড পত্র দ্বারা যে মানব একবার আমার পূজা করে যমরাজ বিশেষ প্রণিধানপূর্ব্বক দেখিয়া লিখিত পাপ বিবরণী হইতে তাহার নাম মুছিয়া ফেলেন। যাহারা একাদশী দিনে আমার পূজার জন্য তুলসী আনয়ন না করে তাহাদের যৌবন, জীবন, অর্থ ও সম্পত্তি সকলেই ধিক্, এবং কি ইহ কি পর কোন কালেই সুখলাভ হয় না।

সম্যক্ পূজিত শিবলিঙ্গ দর্শন করিয়া মার্গশীর্ষে মানব তুলসী পত্রনিচয় দ্বারা আমার পূজা করিলে ব্রহ্মহত্যা হইতে মুক্ত হয়। যে মানব তুলসীদল দ্বারা নিত্য রমার সহিত আমার পূজা করে তাহার মহাপাতকরাশি বিনষ্ট হয়। উপপাতক সকলের কথা কি আর বলিব? পর্য্যুষিত পুষ্প ও জল বর্জ্জনীয়; কিন্তু পর্য্যুষিত জাহ্নবী জল কিম্বা তুলসীপত্র ত্যাজ্য নহে। হে পুত্র, আমার বল্লভা, পূতা তুলসী যতক্ষণ না উপস্থিত হন ততকালই মালতী আদি পুষ্প গর্ব্বে গর্জ্জন করিয়া স্বীয় প্রাধান্য জ্ঞাপন করিয়া থাকে। যে মানব ভক্তিভরে বিল্বপত্র দ্বারা একবার আমার পূজা করে সেই মুক্তিভাগী নর নিরাতঙ্ক হইয়া আমার পার্ষদ হয়। বিল্বপত্র, শমীপত্র, জাতীপত্র ও পদ্ম এ সকল হইতেও তুলসীপত্র আমার প্রিয় এমন কি তুলসী কৌস্তভ হইতেও আমার প্রিয়। মঞ্জরীযুক্তা,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হ্যা, অভিন্নপত্রা তুলসী ক্ষীরাব্ধিতনয়া রমার ন্যায় আমার প্রিয়া। শুক্লা কিম্বা কৃষ্ণাদ্বাদশী যেমন আমার প্রিয় তিথি, তুলসী কৃষ্ণাই হউক বা অকৃষ্ণাই হউক উভয়ই আমার তেমনি বল্লভা। তুলসী পত্র গ্রহণ করিয়া ভক্তি সহকারে যে ব্যক্তি আমার পূজা করে তাহার সেই পূজা প্রভাবে সমস্ত দেবতা অসুরগণের পূজা করা হয়। যাবৎকাল কৃষ্ণাতুলসীর কৃষ্ণমঞ্জরীর প্রাপ্তি না ঘটে তাবৎ কাল কৌস্তুভাদি অনন্ত রত্ন স্বীয় প্রাধান্য জ্ঞাপক গর্ব্বিত গর্জ্জন করে। যে মানব ভক্তি সহকারে কৃষ্ণতুলসীর দ্বারা কৃষ্ণের পূজা করে, হরি রমার সহিত যে স্থানে বাস করেন পূজক নরও সেই হরির শুদ্ধ ভবনে গমন করে। আমার পূজার জন্য প্রার্থী কিংবা অন্যান্য মদীয় ভক্ত মানবগণকে যাহারা তুলসী প্রদান করে তাহাদের অব্যয় পদ লাভ হয়।

তুলসী কৃষ্ণা গৌরা যা তয়া যো মাং সমর্চ্চয়েৎ।
নরো যাতি তনুং ত্যক্ত্বা বৈষ্ণবীং শাশ্বতীং গতিম্॥

যে তুলসী কৃষ্ণা, গৌরা তাহার দ্বারা যে আমার পূজা করে সে নর তনুত্যাগ করিয়া সনাতনী বৈষ্ণবীগতি প্রাপ্ত হয়। বৎস, শাস্ত্র অনন্ত আমার জ্ঞান অত্যল্প, যে কয়েকখানি গ্রন্থে বিশেষভাবে তুলসীর গুণ বর্ণনা আছে তাহাই তোমার কাছে বলিলাম। সামান্য ত শ্রীভগবানের রূপগুণ প্রসঙ্গে তুলসীর উল্লেখ প্রতি পুরাণেই আছে। সমস্ত পুরাণ সংহিতা দেখিবার যোগাযোগ ভাগ্যে ঘটে নাই। আরও যে কত গুণ তুলসীর আছে জানি না। যৎকিঞ্চিৎ তোমার কাছে উল্লেখ করিলাম।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্য। দেব, আপনি শ্রীমতী তুলসীর সম্বন্ধে যাহা বলিলেন ইহাতেই আমি কৃতার্থ হইলাম, আমার জন্ম সফল হইল। ইহা শ্রবণে আমার মত ক্ষীণপুণ্য ব্যক্তিগণের বহু উপকার হইবে। শ্রীমতী তুলসীর সেবা করিয়া অনায়াসে শ্রীহরিভক্তি লাভে ভক্ত সমর্থ হইবেন। শ্রীতুলসীসেবীর, ভগবন্নাম করা ব্যর্থ হইবে না, অচিরাৎ ভাবভক্তি লাভে কৃতকৃত্য হইতে পারিবেন, এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

গুরু। অতঃপর তুলসীদেবীর নাম শ্রবণ কর।

সুভগা, তীব্রা, পাবনী, বিষ্ণুবল্লভা, সুরেজ্যা, সুরসা, কায়স্থা, সুরদুন্দুভি, সুরভী, বহুপত্রী, মঞ্জরী, হরিপ্রিয়া, অপেত, রাক্ষসী, শ্যামা, গৌরী, ত্রিদশমঞ্জরী, ভূতঘ্নী, ভূতপত্রী—রাজনির্ঘণ্টে এই নাম আছে। পর্ণাস, বৃন্দা, কঠিঞ্জর, কুঠেরক, (শব্দরত্নাবলী) ; বৈষ্ণবী, পুণ্যা, পবিত্রা, মাধবী, অমৃতা, পত্রপুষ্পা, সুগন্ধা, গন্ধহারিণী, (ইতি ভরতধৃত মধুমিত্র) ; সুরবল্লী, প্রেত, রাক্ষসী, সুবহা, গ্রাম্যা, সুলভা, বহুমঞ্জরী, দেবদুন্দুভি (ইতি ভাবপ্রকাশ)।

ক্ষুদ্রপত্র তুলসীর পর্য্যায়—

খরপত্র, জম্বীর, পত্রপুষ্প, ফনিঝ্জক, অল্পপত্র, সমীরণ, (ইতি রত্নমালা)।

গন্ধ তুলসীর পর্য্যায়—

সুগন্ধক, গন্ধনামা, তীক্ষ্ণগন্ধ, ফনিঝ্জক, গন্ধফনিজ্ঝ, সুগন্ধ, দেবদুন্দুভি ; এ সব রক্ততুলসী পর্য্যায় লোক ব্যবহার।

বিল্বগন্ধ তুলসী পর্য্যায়—

বৈকুণ্ঠক, বিল্বগন্ধ, অল্পমানক।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্বেত তুলসী পর্য্যায়—

অর্জ্জক, শ্বেতপর্ণাস, গন্ধপত্র, কুঠেরক, অশ্রার্জ্জক, তীক্ষ্ণ, তীক্ষ্ণগন্ধ, সীতার্জ্জক।

কৃষ্ণতুলসী পর্য্যায়—

কৃষ্ণার্জ্জক, কৃষ্ণবর্ণী, কালমান, করালক, কালপর্ণী, সুরভি, মানক, কালমানক।

বর্ব্বরী তুলসী পর্য্যায়—

সুরভি, তুলসীদ্বেষা, সুরসা, অপেত, রাক্ষসী (রত্নমালা)।

বর্ব্বরী, কবরী, তুঙ্গী, খরপুষ্পা, অজগন্ধিকা (অমরসিংহ)।

এইরূপ দেবীর বহু নাম শ্রবণ করা যায়। মহাপুরাণ শ্রীমদ্ভাগবতাদি গ্রন্থে বিশেষভাবে তুলসীমাহাত্ম্য উল্লেখ না থাকায় সেই সেই গ্রন্থের কথা বলি নাই, নচেৎ যে স্থানে হরির রূপগুণের বর্ণনা আসে সেই স্থানেই বৃন্দা আছেন। শ্রীমদ্ভাগবতের বৈকুণ্ঠ বর্ণনা শ্রবণ কর

মন্দার কুন্দ কুরবোৎপল চম্পকার্ণ
পুন্নাগ নাগ বকুলাম্বুজ পারিজাতাঃ।
গন্ধেঽর্চ্চিতে তুলসিকাভরণেন তস্যা
যস্মিংস্তপঃ সুমনসো বহু মানয়ন্তি। ৩।১৫।১৯

দেবতরু মন্দার, কুন্দ, তিলকবৃক্ষ, উৎপল, চম্পক, পুন্নাগ, নাগকেশর, বকুল, পদ্ম, পারিজাত এই সমস্ত পুষ্প সুগন্ধ হইলেও তুলসিকাভরণ শ্রীহরি তুলসী গন্ধে অর্চ্চিত হইলে যে বনে তুলসীর তপস্যা বহু বলিয়া মনে করিতেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীহরি এবং তুলসী যেন নিত্য সম্বন্ধবিশিষ্ট—একের স্মরণে তৎসহ অন্যের স্মরণ হইয়া যায়। কমলা শ্রীহরি সঙ্গহীনা কখন কখন হইয়াছেন। কিন্তু শ্রীমতী তুলসী শ্রীনাথে চির-সংশ্লিষ্টা।

বৎস, তোমায় আশীর্ব্বাদ করি অচিরাৎ শ্রীহরিভক্তি লাভ কর। তোমার আগ্রহেই আজ শ্রীমতী বৃন্দাদেবীর মহিমা কীর্ত্তনের শুভ সুযোগ লাভ করিয়াছি। বৃন্দার মহিমা কীর্ত্তনে আমি ধন্য হইলাম, তুমি ধন্য হইলে, যে কোন শ্রদ্ধাবান ব্যক্তি এই বৃন্দা মাহাত্ম্য শ্রবণ করিবেন, তিনিও ধন্য হইবেন। অবিশ্বাসী, নাস্তিক, শঠ, লোকবঞ্চকগণকে এ শুভ মাহাত্ম্য শ্রবণ করাইবে না। আস্তিক, ভগবদ্ভক্তগণই ইহার প্রকৃত অধিকারী। ইহা শ্রবণে ভগবদ্ভক্তি দিন দিন বৃদ্ধি পাইবে। রোগ-শোক পাপ-তাপ দূর হইয়া যাইবে।

ভবাব্ধিপোতং ভরতাগ্রজং তম্
ভক্তপ্রিয়ং ভানুকুলপ্রদীপম্।
ভূতাধিনাথং ভুবনাধিপং তম্
ভজামি রামং ভব রোগবৈদ্যম্॥

—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একাদশ প্রকাশ।

শিষ্য। দেব! তুলসী মহিমা আরও শুনিতে ইচ্ছা হইতেছে।

গুরু। আনন্দিত হইলাম, তুমি তুলসীর বিবাহ ও প্রতিষ্ঠাবিধি শ্রবণ কর।

শ্রীবশিষ্ঠ উবাচ

বিবাহং সংপ্রবক্ষ্যামি তুলস্যাস্তু যথাবিধি।
যথোক্তং পঞ্চরাত্রে বৈ ব্রহ্মণা ভাষিতং পুরা॥
আদাবেব বনে বাপ্য তুলসীং স্বগৃহেঽপিবা।
বর্ষত্রয়েন পূর্ণেন ততো যজনমারভেৎ॥
সৌম্যায়নে প্রকর্ত্তব্যং গুরুশুক্রোদয়ে তথা।
অথবা কার্ত্তিকে মাসি ভীষ্মপঞ্চদিনেষু চ॥
বৈবাহিকেষু ঋক্ষেষু পূর্ণিমায়াং বিশেষতঃ।
মণ্ডপং কারয়েত্তত্র কুণ্ডবেদীং তথা পুনঃ॥

হরিভক্তিবিলাসধৃত—বিষ্ণুযামল।

পূর্ব্বে ব্রহ্মা পঞ্চরাত্রে যাহা বলিয়াছেন সেই তুলসীর যথাবিধি বিবাহ সম্যক বলিতেছি। প্রথমে বনে অথবা স্বগৃহে তুলসী রোপণ করত তিন বৎসর পূর্ণ হইলে যজন করিবে। গুরু-শুক্র উদয়ে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সৌম্য অয়নে অথবা কার্ত্তিক মাসে ভীষ্মপঞ্চদিনে বিবাহ নক্ষত্রে বিশেষত পূর্ণিমা তিথিতে মণ্ডপ ও কুণ্ডবেদী করাইবে।

শান্তিকঞ্চ প্রকর্ত্তব্যং মাতৃণাং স্থাপনং তথা।
মাতৃশ্রাদ্ধাদিকং সর্ব্বং বিবাহবৎ সমাচরেৎ॥
ব্রাহ্মণাংশ্চ শুচিস্নাতান্ বেদবেদাঙ্গপারগান্।
ব্রহ্মা চাদেশকশ্চৈব চত্বারশ্চ তথর্ত্বিজঃ॥

শান্তি ও মাতৃগণের স্থাপন করিবে, বিবাহের ন্যায় মাতৃশ্রাদ্ধাদি করিবে। শুচিস্নাত, বেদবেদাঙ্গপারগ ব্রাহ্মণগণকে, ব্রহ্মা, আচার্য্য ও চারিজন ঋত্বিক্‌কে বৃতী করিবে।

বৈষ্ণবেন বিধানেন বর্দ্ধনীকলসং যজেৎ।
মণ্ডপং কারয়েত্তত্র লক্ষ্মীনারায়ণং শুভম্॥
গ্রহযজ্ঞং পুরঃ কৃত্বা মাতৃণাং যজনং তথা।
কৃত্বা নান্দীমুখং শ্রাদ্ধং সৌবর্ণং স্থাপয়েদ্ধরিম্॥
কৃত্বারোপ্য চ তুলসীং লগ্নে ত্বস্তমিতে রবৌ।
বাসঃ শতেন মন্ত্রেণ বস্ত্রযুগ্মেন বেষ্টয়েৎ॥
যদা বধ্নেতি মন্ত্রেণ কঙ্কণং পাণিপল্লবে।
কোদাদিতি চ মন্ত্রেণ পাণিগ্রাহো বিধীয়তে॥
ততঃ কুণ্ডে সমাগত্য আচার্য্যঃ সহসা দ্বিজৈঃ।
আচার্য্যো বেদিকা কুণ্ডে মুহুয়াচ্ছনবাহুতীঃ॥
বিবাহ কর্ম্মবৎ সর্ব্বং বৈষ্ণবং দেশিকোত্তমৈঃ।
কর্ত্তব্যশ্চ ততো হোম বিশেষাদ্ বিধিপূর্ব্বকম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বৈষ্ণব বিধানক্রমে বর্দ্ধনী কলস অর্চ্চনা করিবে, লক্ষ্মী-নারায়ণের শুভ মণ্ডপ সেই স্থানে করাইবে। প্রথমে গ্রহযজ্ঞ করিয়া মাতৃকাগণের পূজা, নান্দীমুখ শ্রাদ্ধ করত স্থবর্ণময় হরি প্রতিমা স্থাপন করিবে। সূর্য্য অস্তমিত হইলে স্থলগ্নে তুলসীকে আরোপণ করিয়া "বাসঃ শতেন" এই মন্ত্রের দ্বারা যুগ্মবস্ত্র বেষ্টন করিবে। "যদা বধ্নেতি" এই মন্ত্রের দ্বারা পাণিপল্লবে কঙ্কণ দিবে। "কোদাদিতি" মন্ত্রে পাণিগ্রহণ করাইবে। তদনন্তর আচার্য্য ব্রাহ্মণগণসহ কুণ্ডের নিকট আগমনপূর্ব্বক বেদিকাকুণ্ডে নয়টী আহুতি দান করিবেন। বৈষ্ণব বিবাহকর্ম্মের ন্যায় সমস্ত কর্ম্ম উত্তম শুরু অনুষ্ঠান করিবেন। তদন্তে বিধিপূর্ব্বক বিশেষ হোম করিবেন।

ওঁ নমো ভগবতে কেশবায় নমঃ স্বাহা। নারায়ণায় স্বাহা। মাধবায়। গোবিন্দায়। বিষ্ণবে। মধুসূদনায়। ত্রিবিক্রমায়। বামনায়। শ্রীধরায়। হৃষিকেশায়। পদ্মনাভায়। দামোদরায়। উপেন্দ্রায়। অনিরুদ্ধায়। অচ্যুতায়। অনন্তায়। গদিনে। চক্রিনে। বিষ্বক্-সেনায়। বৈকুণ্ঠায়। জনার্দ্দনায়। মুকুন্দায়। অধোক্ষজায় স্বাহা।

ইহাদের প্রত্যেককে আহুতি দিয়া হোম শেষ করিবে।

যজমানঃ সপত্নীকো হ্যন্যে যে গোত্রবান্ধবাঃ।
প্রদক্ষিণাশ্চ কর্ত্তব্যাশ্চত্বারো বিষ্ণুণা সহ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলস্যাঃ পাণিগ্রহণে বেদিকায়াং বিভাবসৌ।
শতকুম্ভং জপেৎ স্থূক্তং পাবমানীং বিশেষতঃ।
তথৈব শান্তিকাধ্যায়ং নবস্থূক্তং তথৈব চ।
জীবস্থূক্তং পুনর্জপ্ত্বা তথা বৈষ্ণব সংহিতাম্॥
শঙ্খ ঝল্লরি নির্ঘোষৈ র্ভেরীতূর্য্যস্ত নিঃস্বনৈঃ।
গায়ন্তে মঙ্গলা নার্য্যো মাঙ্গল্যং বিধিমাচরেৎ॥
দত্ত্বাৎ পূর্ণাহুতিং পশ্চাদভিষেকবিধিং ততঃ।
ব্রাহ্মণে বৃষভং দত্ত্বাদাচার্য্যং পরিধাপ্য চ॥
গাং পটঞ্চ তথা শয্যামাচার্য্যায় প্রদাপয়েৎ।
ঋাত্বিগ্‌ভ্যো দাপয়েদ্বস্ত্রাণ্যেষাং দত্ত্বাচ্চ দক্ষিণাম্॥

পত্নীর সহিত যজমান সগোত্র অপর বান্ধবগণ বিষ্ণুর সহিত চারিবার প্রদক্ষিণ করিবে। তুলসীর পাণিগ্রহণে অগ্নিবেদিকাতে শতকুম্ভ সুক্ত বিশেষত পাবমানীস্থূক্ত ও শান্তিকাধ্যায়, ও জীবস্থূক্ত জপ করণান্তর বৈষ্ণব সংহিতা জপ করিবে। শঙ্খ, ঝল্লরী, ভেরী, তুরী ধ্বনি করিবে। নারীগণ মাঙ্গল্যবিধি আচরণ করিবে। পূর্ণাহুতি দানের পর অভিষেক করিবে। ব্রাহ্মণকে বৃষভ দান করিবে। বস্ত্রবেষ্টিত গাভী ও শয্যা আচার্য্যকে দিবে। ঋত্বিক-গণকে বস্ত্র এবং ইহাদের দক্ষিণা দিবে।

এবং প্রতিষ্ঠিতাং দেবীং বিষ্ণুনাচ সমর্চ্চয়েৎ।
আজন্মোপার্জ্জিতং পাপং দর্শনেন প্রণশ্যতি॥
রোপয়েৎ তুলসীং যস্তু সেচয়েচ্চ প্রযত্নতঃ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিষ্ঠাপ্য যথোক্তেন বিষ্ণুনা সহ মানবঃ॥
স মোক্ষং লভতে জন্তু বিষ্ণুলোকং তথাক্ষয়ম্।
প্রাপ্নোতি বিপুলান্ ভোগান্ বিষ্ণুনা সহ মোদতে।
প্রতিষ্ঠা শ্রীতুলস্যাস্তু লিখিতা বিষ্ণু যামলে॥

হরিভক্তি বিলাস—২০ বিলাস

এইরূপে প্রতিষ্ঠা করিয়া বিষ্ণুর সহিত দেবীর সম্যক্ অর্চ্চনা করিবে। আজন্ম উপার্জ্জিত পাপ দর্শনের দ্বারা নষ্ট হইবে। যে মানব তুলসী রোপণ ও প্রযত্ন সহকারে সেচন যথাবিধি বিষ্ণুর সহিত প্রতিষ্ঠা করে, সে মোক্ষলাভ করে—অক্ষয় বিষ্ণুলোক প্রাপ্ত হইয়া বিপুল ভোগ সকল বিষ্ণুর সহিত ভোগ করে। বিষ্ণুযামলে তুলসী-প্রতিষ্ঠার বিধি এইরূপ কথিত হইয়াছে।

শিষ্য। দেব! এইরূপ তুলসীর বিবাহ এতদ্দেশে ত দেখিতে পাইনা। তুলসীমঞ্চ পূর্ব্বে অনেকেই করিতেন। এখন ত প্রায় উঠিয়া গিয়াছে।

গুরু। মানুষ যত সভ্য হইতেছে তত শাস্ত্রীয় আচার ব্যবহার কুপ্রথা বলিয়া ত্যাগ করিতেছে, ততই দুঃখ বর্দ্ধিত হইতেছে।

শিষ্য। হরিভক্তি বিলাসে তুলসীর সম্বন্ধে আর কি কথা আছে বলুন।

গুরু।

গয়াশ্রাদ্ধফলং দাতুঃ পিতৄণাং পরিতোষদম্।
তৎফলং স্যাচ্ছতগুণং তুলসীপত্রদানতঃ॥

ঐ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণ-১০ অ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গয়াশ্রাদ্ধ করিলে শ্রাদ্ধকর্ত্তার পিতৃগণ পরিতুষ্ট হন, মহাদেবকে তুলসীপত্র দান করিলে তাহার শতগুণ ফল হয়।

তুলসী মঞ্জরীভি র্যঃ কুর্য্যাদ্ধরিহরার্চ্চনম্।
ন স গর্ভগৃহং যাতি মুক্তিভাগী ভবেন্নরঃ॥

তুলসী-মঞ্জরীর দ্বারা যে মানব হরি ও হরের অর্চ্চনা করে সে আর গর্ভগৃহে গমন করেনা—মুক্তিলাভ করে।

শিষ্য। তাহা হইলে তুলসীপত্র ও তুলসী-মঞ্জরী শিবের প্রীতিপ্রদ?

গুরু। নিশ্চয়ই—আরও শ্রবণ কর।

বাজিদন্তকপত্রৈশ্চ পুষ্পৌঘৈরপি চণ্ডিকাম্।
তুলসীকুসুমৈঃ পত্রৈরর্চ্চয়েচ্ছ্রীবিবর্দ্ধয়ে।

কালিকা পুরাণ—৬৮ অঃ।

বাসকপত্র ও পুষ্প সমূহের দ্বারা, তুলসীপুষ্প এবং পত্রের দ্বারা শ্রীবৃদ্ধির নিমিত্ত চণ্ডিকার পূজা করিবে।

শিষ্য। বাসকপাতার দ্বারাও চণ্ডীকার পূজা হয়? মহামায়াও তুলসীপত্র ও পুষ্প ভালবাসেন?

গুরু। বাবা! হরি, হর, উমা, লক্ষ্মী সবই এক। ইহাদের তো ভেদ নাই বাবা! স্নান করিয়া তবে তুলসীপত্র চয়ন করিতে হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অস্নাত্বা তুলসীং ছিত্বা যঃ পূজাং কুরুতে নরঃ।
সোঽপরাধী ভবেৎ সত্যং তৎসর্ব্বং নিষ্ফলং ভবেৎ ॥

বায়ুপুরাণ।

স্নান না করিয়া তুলসী-চয়ন করত পূজা করিলে পূজক অপরাধী হয়; তাহার সমস্ত নিষ্ফল হয়।

শিষ্য। শরীর অসুস্থ থাকিলে যদি অবগাহন স্নান না করিতে পারে তাহা হইলে কি করিবে?

গুরু। আগ্নেয়, বারুণ, ব্রাহ্ম ও বায়ব্য মতান্তরে

মান্ত্রং পার্থিবমাগ্নেয়ং বায়ব্যং দিব্যমেব চ।
বারুণং মানসঞ্চেতি স্নানং সপ্তবিধং স্মৃতম্ ॥

মান্ত্র, পার্থিব, আগ্নেয়, বায়ব্য, দিব্য, বারুণ, মানস এই সপ্তবিধ স্নানের কথা শাস্ত্রে আছে।

আগ্নেয়ং ভস্মনা স্নানমবগাহন্তু বারুণম্।
আপোহিষ্ঠেতি চ ব্রাহ্মং বায়ব্যং গোরজঃ কৃতম্ ॥

ভস্মলেপন আগ্নেয়, অবগাহন বারুণ, আপোহিষ্ঠা মন্ত্রস্নান, ব্রাহ্ম, গোরজঃ কৃত স্নান বায়ব্য।

ওঁ শন্ন আপস্তু বৈ মান্ত্রং মৃদালিপন্তু পার্থিবম্।
ভস্মনা স্নানমাগ্নেয়ং স্নানং গোরজসানিলম্ ॥
আতপেচৈব যা বৃষ্টি র্দিব্যস্নানং তদুচ্যতে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহির্নদ্যাদিষু স্নানং বারুণং প্রোচ্যতে বুধৈঃ ॥
ধ্যানং যন্মনসা বিষ্ণো র্মানসং তৎ প্রকীর্ত্তিতম্ ॥

ওঁ শন্ন আপঃ মন্ত্রপাঠ মান্ত্র, মৃত্তিকা লেপন পার্থিব, বিভূতি লেপন আগ্নেয়, গোখুরোত্থিত ধূলিতে স্নান অনিল, রৌদ্রে যে বৃষ্টি হয় তাহাতে স্নান দিব্য, নদ্যাদিতে স্নান বারুণ, মনের দ্বারা বিষ্ণুর ধ্যান তাহা মানস স্নান বলিয়া কীর্ত্তিত হয়। শরীর অসুস্থ থাকিলে মান্ত্র স্নানাদি করিয়া নিত্যকর্ম্ম করা যাইতে পারে। তুলসীর দ্বারা যিনি শালগ্রাম পূজা করেন হরি তাঁহার দ্বাত্রিংশৎ (৩২) অপরাধ ক্ষমা করিয়া থাকেন। দেবদেব জগৎস্বামী তুলসী কানন ভিন্ন অন্যত্র প্রীতিলাভ করেন না বিশেষতঃ কলিযুগে। (স্কন্দপুরাণ)

শিষ্য। তুলসীকানন ঠাকুর বড় ভালবাসেন!

গুরু।

হিত্বা তীর্থসহস্রানি সর্ব্বানপি শিলোচ্চয়ান্।
তুলসী-কাননে নিত্যং কলৌ তিষ্ঠতি কেশবঃ ॥

সমস্ত তীর্থ ও পবিত্র পর্ব্বতসকল ত্যাগ করত কলিযুগে হরি তুলসীকাননে নিত্য অবস্থান করেন। যিনি তুলসীকানন দর্শন করেন অথবা বিধিপূর্ব্বক তুলসীকানন করেন তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন।

শিষ্য। তুলসীর ভজন কয় প্রকার?

গুরু। নয় প্রকার। দর্শন, স্পর্শন, ধ্যান, কীর্ত্তন, প্রণাম তুলসীনাম বা মাহাত্ম্য শ্রবণ, সেবন, পুষ্পাদির দ্বারা পূজা, এই নবধা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলসীর ভজন যিনি করেন, কোটি যুগ সহস্র হরির পরমপদে অবস্থান করিয়া থাকেন। যমদূতগণকে যম বলিয়াছিলেন "যিনি তুলসীভূষণে অলঙ্কৃত, তুলসীনাম জাপক এবং তুলসীবন পালক হে দূতগণ! তোমরা দূর হইতে তাঁহাকে ত্যাগ করিবে।" (কাশীখণ্ড) তুলসীকানন সর্ব্বপাপনাশক ও সমস্ত কাম্যবস্তু দান করিয়া থাকেন। তুলসী কানন করিলে আর যমকে দর্শন করিতে হয় না। (পদ্মপুরাণ)

যে বাটীতে তুলসী কানন আছে তাহা তীর্থ। যমদূতগণ সে স্থানে গমন করে না। (ঐ)

রোপণ, পালন, জলসিঞ্চন, দর্শন, স্পর্শন করিলে তুলসী মানবগণের কায়মনবাক্য সঞ্চিত পাপসকল নষ্ট করেন। (ঐ)

তুলসী কাননের চতুর্দ্দিক একক্রোশ দূর পর্য্যন্ত গঙ্গাজলের ন্যায় পবিত্র। প্রাতে অন্য কিছু দর্শন না করিয়া যিনি প্রথমে তুলসীদর্শন করেন তাঁহার অহোরাত্রকৃত পাপ তৎক্ষণাৎ নষ্ট হয়।

(অগস্ত্য সংহিতা)

শিষ্য। তুলসী কাননের মাহাত্ম্য শুনিয়া প্রাণ ভরিত হইয়া যাইল—অপনি আরও বলুন।

গুরু।

কৃতং যেন মহাভাগ তুলসীবনরোপণম্।
মুক্তিস্তেন ভবেদ্দত্ত্বা প্রাণিনাং বিনতাসুত॥
তুলসী কাননে যস্তু মুহূর্ত্তমপি বিশ্রমেৎ।
জন্মকোটিকৃতাৎ পাপান্মুচ্যতে নাত্র সংশয়ঃ॥

গরুড় পুরাণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হে মহাভাগ গরুড়! যিনি তুলসী কানন করেন তিনি প্রাণিগণকে মুক্তিদান করিয়া থাকেন। যিনি এক মুহূর্ত্তকাল তুলসী কাননে বিশ্রাম করেন তিনি নিশ্চিতই কোটিজন্মকৃত পাপ হইতে মুক্ত হন।

যিনি তুলসীমূল হইতে যত সংখ্যক তৃণ অপসারিত করেন তাঁহার তত ব্রহ্মহত্যার পাপ নষ্ট হয়।

যে বৈষ্ণব দেবালয়ে তুলসী কানন করেন তিনি পিতৃগণের সহিত অক্ষয় স্থান লাভ করিয়া থাকেন।

তুলসী কানন দর্শনে পাপ নষ্ট হইয়া যায়—ব্রহ্মহত্যাকারী পর্য্যন্ত পবিত্র হন।

যাঁহার গৃহে শুষ্ক অথবা আর্দ্র তুলসীকাষ্ঠ থাকে কলিযুগে তাঁহার ভবনে পাপ প্রবেশ করিতে পারে না।

গরুড় পুরাণ।

যে ব্রাহ্মণগণ তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে হোম করেন, লবে লবে শত অগ্নিষ্টোম যজ্ঞের ফল প্রাপ্ত হন।

(প্রহ্লাদ সংহিতা বিষ্ণুধর্ম্মোত্তর)

তুলসীকাষ্ঠের অগ্নিতে অন্ন পাক করিয়া শ্রীভগবানকে দান করিলে তাহা মেরুতুল্য হয়—ঐ।

তুলসীকাষ্ঠের দ্বারা যাঁহাদের দেহ দাহ করা হয়, তাঁহাদের কখন বিষ্ণুলোক হইতে পুনরাবর্ত্তন হয় না।—ঐ।

যদি তীর্থ না প্রাপ্ত হন, যদি মরণকালে হরি স্মরণ বা কীর্ত্তন না হয় তথাপি তুলসীকাষ্ঠ দ্বারা যাঁহার মৃত-শরীর দাহ করা হয়—তাঁহার পুনর্জন্ম হয় না।—ঐ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্য। একটী মৃতদেহ দাহ করিতে বহু তুলসীকাষ্ঠের প্রয়োজন। অত কাষ্ঠ পাওয়া তো সম্ভবপর নহে?

গুরু।

যদ্যেকং তুলসীকাষ্ঠং মধ্যে কাষ্ঠচয়স্য হি।
দাহকালে ভবেন্মুক্তিঃ পাপকোটিযুতস্য চ॥ (ঐ)

যদি কাষ্ঠরাশির সঙ্গে একখানিও তুলসীকাষ্ঠ দিয়া দাহ করা হয়, তাহা হইলে কোটিপাপযুক্তেরও মুক্তি হয়।

যাঁহার নাভিতে, মুখে, শিরে, কর্ণদ্বয়ে তুলসীপত্র নিত্য থাকে তাঁহার তীর্থ ও যজ্ঞাদির কি প্রয়োজন?

(স্কন্দ পুরাণ)।

যদি অনাশ্রমী, মিথ্যাচারী বৈষ্ণব মস্তকে তুলসী বহন করেন তাহা হইলে সমস্ত লোককে পবিত্র করেন। (ঐ)

যিনি কর্ণে সতত তুলসীপত্র অথবা কাষ্ঠ ধারণ করেন তাঁহার উপপাতক থাকে না।

বৃহন্নারদীয়।

শিষ্য। ওঃ! তাই কোন কোন সাধুর কর্ণে তুলসীকাষ্ঠের কুণ্ডল দেখিতে পাওয়া যায়।

গুরু। মুখে, মস্তকে, কর্ণে তুলসীপত্র দেখিয়া যম তাঁহার যে পাপসকল লিখিয়াছেন তাহা মুছিয়া ফেলেন।

প্রাতঃ, মধ্যাহ্ন ও সায়াহ্নে যিনি তুলসীপত্র ভোজন করেন শত চান্দ্রায়ণ অপেক্ষা বিশেষভাবে তাঁহার শরীর শুদ্ধ হয়।

গরুড় পুরাণ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিষ্য। তুলসীপত্র চিবাইয়া খাইলে হইবে?

গুরু। হাঁ—

তথাচ তুলসীপত্র ভক্ষণাদ্ ভাববর্জ্জিতঃ।
পাপোঽপি সদ্গতিং প্রাপ্ত ইত্যেতদপি বিশ্রুতম্॥
চান্দ্রায়ণ সহস্রস্য পরাকাণাং শতস্য চ।
ন তুল্যং জায়তে পুণ্যং তুলসীপত্রভক্ষণাৎ॥
কৃত্বাপাপ সহস্রানি পূর্ব্বে বয়সি মানবঃ।
তুলসী ভক্ষণান্ মুচ্যেৎ শ্রুতমেতৎ পুরাহরেঃ॥

স্কন্দপুরাণ।

ভক্তিভাবশূন্য পাপীও যদি তুলসীপত্র ভক্ষণ করে, তাহা হইলে সেও সদ্গতি প্রাপ্ত হয়। সহস্র চান্দ্রায়ণ, শত পরাক্ ব্রতের দ্বারা তাদৃশ পুণ্য হয়না যেরূপ পুণ্য তুলসীপত্র ভক্ষণে হয়। যৌবনে সহস্রপাপ করিয়াও পরে তুলসীপত্র ভক্ষণের দ্বারা মুক্ত হয়—ইহা শ্রীহরির নিকট শ্রবণ করিয়াছি। তুলসী মহিমার কথা তোমাকে অনেক বলিলাম, তথাপি কিছুই বলা হইল না।

পুষ্করাদ্যানি তীর্থানি গঙ্গাদ্যাঃ সরিতস্তথা।
বাসুদেবাদয়ো দেবাঃ বসন্তি তুলসীদলে॥

গর্গ সংহিতা

পুষ্করাদি তীর্থসমূহ, গঙ্গা প্রভৃতি নদীসকল, বাসুদেব আদি দেবতাবৃন্দ তুলসীদলে বাস করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তুলসীদল লক্ষেন যোঽর্চ্চয়েৎ দ্বারকাপ্রিয়ম্।
জন্মাযুত সহস্রানাং পাপস্য কুরুতে ক্ষয়ম্॥

স্কন্দপুরাণ।

লক্ষ তুলসীপত্রের দ্বারা দ্বারকাপ্রিয় শ্রীভগবানকে যিনি অর্চ্চনা করেন তিনি অযুত সহস্র জন্মের পাপক্ষয় করিয়া থাকেন।

তুলসীদল লক্ষেন কার্ত্তিকে যোঽর্চ্চয়েদ্ধরিম্।
পত্রে পত্রে মুনিশ্রেষ্ঠ মৌক্তিকং লভতে ফলম্॥

স্কন্দপুরাণ।

কার্ত্তিকমাসে যিনি লক্ষ তুলসীপত্রের দ্বারা হরিকে অর্চ্চনা করেন তিনি পত্রে মুক্তির ফল ভক্তি লাভ করিয়া থাকেন।

পত্র, পুষ্প, ফল, জল তুলসীগন্ধবাসিত করিয়া শ্রীভগবানকে নিবেদন করিলে লক্ষগুণ ফল হয়।

তুলসীকাষ্ঠমালাঞ্চ কণ্ঠস্থাং বহতে তু যঃ।
অপ্যশৌচোঽপ্যনাচারো মামেবৈতি ন সংশয়ঃ॥

বিষ্ণু ধর্ম্মোত্তর।

শ্রীভগবান বলিয়াছেন,—যে মানব তুলসী কাষ্ঠের মালা কণ্ঠে ধারণ করে, সে অনাচারী, অশুচি হইলেও আমাকে প্রাপ্ত হইবেই—এ সম্বন্ধে কোন সংশয় নাই।

গরুড় পুরাণে আছে—তুলসীকাষ্ঠসম্ভূত মালা যিনি ধারণ করেন শ্রীভগবান তাঁহাকে প্রত্যহ দ্বারকা উদ্ভব (দ্বারকা বাসের) ফল দান করিয়া থাকেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীভগবানকে তুলসীকাষ্ঠের মালা নিবেদন করত যিনি ধারণ করেন তাঁহার পাপ থাকে না। তাঁহার প্রতি দেবকিনন্দন কৃষ্ণ সর্ব্বদা প্রীত থাকেন। তুলসীকাষ্ঠ মালা যিনি ধারণ করেন তাঁহার প্রায়শ্চিত্তের প্রয়োজন হয় না। তাঁহার দেহে অশৌচ থাকে না।

তুলসীকাষ্ঠসম্ভূতং শিরসো যস্যভূষণম্।
বাহ্বোঃ করে চ মর্ত্ত্যস্য দেহে তস্য সদা হরিঃ॥

তুলসী কাষ্ঠের মালা যাঁহার মস্তক, বাহু ও করের ভূষণ, তাঁহার দেহে হরি সর্ব্বদা বাস করেন।

তুলসী কাষ্ঠ মালায় ভূষিত হইয়া পিতৃগণ ও দেবগণের কার্য্য করিলে তাহা কোটিগুণ হয়।

যেমন শুষ্কপত্র বাতাসের দ্বারা উড়িয়া যায়, তদ্রূপ তুলসী কাষ্ঠ মাল্যভূষিত মানবকে দেখিয়া যমদূতগণ দূরে পলায়ন করে।

শয়নে ভোজনে চৈব মলমূত্রবিসর্জ্জনে।
ন ত্যজেৎ তুলসীমালাং ত্যাগে চ ব্রহ্মহা ভবেৎ॥

শয়ন, ভোজন, মলমূত্র বিসর্জ্জনে তুলসীকাষ্ঠ মালা ত্যাগ করিতে নাই। ত্যাগ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়।

No.
Shri Shri ... Ashram

স্নানে মূত্রে পুরীষে চ মৈথুনে পাপকর্ম্মসু।
ন ত্যজেৎ তুলসীমালাং ত্যাগে চ ব্রহ্মহা ভবেৎ॥

স্মৃতি সরোজ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্নান, মল মূত্রত্যাগ ও মৈথুন এবং পাপকর্ম্মাদিতে তুলসীমালা ত্যাগ করিবে না। ত্যাগ করিলে ব্রহ্মহত্যার পাপ হয়।

যজ্ঞোপবীতবদ্‌ধার্য্যা কণ্ঠে তুলসী মালিকা।
ক্ষণমাত্র পরিত্যাগাদ্ বিষ্ণুদ্রোহী ভবেন্নরঃ॥
অশৌচে চাপ্যনাচারে কালেঽকালে চ সর্ব্বদা।
তুলসীমালিকাং ধত্তে স যাতি পরমং পদম্॥

সাধন কৃতাঞ্জলি।

যজ্ঞোপবীতের ন্যায় নিয়ত তুলসীমালা কণ্ঠে ধারণ করিতে হয়। ক্ষণমাত্র পরিত্যাগ করিলে মানব বিষ্ণুদ্রোহী হইয়া থাকে। যিনি অশৌচে, অনাচারে, কালে, অকালে তুলসীমালা ধারণ করেন তিনি পরমপদ প্রাপ্ত হন।

তুলসীর জন্ম রাসপূর্ণিমা তিথিতে। সেইদিন তাঁহার বিশেষ ভাবে পূজা করিলে বৈকুণ্ঠ লাভ হয়। বাবা! সারাজীবন তুলসীর মহিমা বলিলেও শেষ করিবার সাধ্য আমার নাই।

শিষ্য। দেব! আপনার শ্রীমুখে তুলসী মহিমা যাহা শুনিলাম ইহাতে আমি কৃতার্থ হইয়াছি—আমার জীবন ধন্য হইয়াছে। আমি নিশ্চিত বুঝিয়াছি—মাত্র তুলসী দেবীকে আশ্রয় করিয়া থাকিলে ইহলোক ও পরলোকের জন্য কোন চিন্তা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতে হইবে না। আমি চিরদিনের জন্য নির্ভয় হইলাম। জয় মা তুলসী—জয় মা তুলসী।

গুরু। কেবল তুমি ধন্য হও নাই—আমিও ধন্য হইয়াছি। এস জগন্মাতা তুলসীকে প্রণাম করি।

জয় মা তুলসী—জয় মা তুলসী—জয় মা তুলসী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীশ্রীসীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রণীত গ্রন্থাবলী

শ্রীশ্রীনামমহিমামৃত—৸০ ; ক্ষেপার ঝুলি ১॥০ ; পাগলের খেয়াল (৩য় সংস্করণ)—১।০ ; মহারসায়ন (তৃতীয় সংস্করণ)—১৲ ; শ্রীশ্রীনাম রসায়ন (দ্বিতীয় সংস্করণ) —১৲ ; শ্রীশ্রীগুরুগীতা—১৲ ; চোখের জলে মায়ের পূজা—১৲ ; পুষ্পচন্দন—॥০ ; সুধার ধারা—॥০ ; বর্ণাশ্র বিপ্লব—॥০ ; ত্রৈকালিক স্তবমালা (দ্বিতীয় সংস্করণ)—।০ ; শ্রীশ্রীগুরু মহিমামৃত—যন্ত্রস্থ।

অনুবাদ—অধ্যাপক শ্রীসুশীলকুমার বাজপেয়ী কৃত মহারসায়ন (হিন্দি)—১৲ ; এস. শীল কৃত ইংরেজী অনুবাদ—মহারসায়ন—১॥০ ; ক্ষেপার ঝুলি—১॥০ ; বর্ণাশ্রম বিপ্লব ॥৵০ ; শ্রীশ্রীঠাকুরের সংক্ষিপ্ত জীবনী (শ্রীপুরঞ্জয় রায় বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত)—॥০।

শ্রীপ্রণবানন্দ কিঙ্কর রচিত ছয় রাগ ছত্রিশ রাগিণী (স্বরলিপি)—১॥০ ; কিঙ্কর গোবিন্দদাস রচিত দাক্ষিণাত্যে শ্রীশ্রীঠাকুরের নামপ্রচার লীলা—৸০ ; শ্রীশ্রীঠাকুরের ১৫″ × ১২″ ফটো—১৲।

শ্রীমৎ সীতারামদাস ওঙ্কারনাথ প্রবর্ত্তিত—

মাসিক পত্রিকা

৪র্থ বর্ষ **"দেবযান"** সডাক ৩৲ টাকা

প্রাপ্তিস্থান :—

শ্রীরামাশ্রম
ডুমুরদহ, হুগলী

দেবযান কার্য্যালয়
মগরা, হুগলী

মহেশ লাইব্রেরী
২/১ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট,
কলিকাতা

জয়গুরু পুস্তকালয়, বৈদ্যপুর, বর্দ্ধমান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi